112 (157) 112

157/Gift

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

নতুন অভিমুখ

বিষয় : বাংলা প্রথম ভাষা

নবম - দশম শ্রেণিপর্যায় : প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

নির্দেশিকা হাতবই

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্
সর্বশিক্ষা অভিযান বিভাগ
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০১৬

প্রশিক্ষণ সহায়িকা
নতুন অভিমুখ

বিষয় : বাংলা প্রথম ভাষা

নবম - দশম শ্রেণিপর্যায় : প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্
সর্বশিক্ষা অভিযান বিভাগ
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০১৬

প্রকাশ : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৫

প্রকাশক :

শ্রী স্বপনকুমার সরকার
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০১৬

মুদ্রাকর :

দীপ্তি প্রকাশন
৯৪ বি, ডঃ জি. এস. বোস রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৩৯

নিবেদন

২০০৫ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ নবম-দশম শ্রেণির প্রথম ভাষা বাংলার পুরোনো পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করে নতুন পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করেছে এবং আগামী ২০০৭ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এই পাঠ্যক্রমকে ভিত্তি করেই তৈরি করা হবে। কিন্তু পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন বলতে শুধু পুরোনো কিছু পাঠ্য রচনার বদলে নতুন কয়েকটি পাঠ্য রচনার অন্তর্ভুক্তিকে বোঝায় না, এর সঙ্গে আরও অনেকগুলি বিষয় জড়িয়ে আছে।

প্রথমত পাঠের বিষয়বস্তু। পুরোনো পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের পর বেশ কিছু সময় কেটে গিয়েছে। ইতিমধ্যে পুরোনো পাঠ্যক্রমের কোনো কোনো বিষয় এখন প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। অন্যদিকে নতুন নতুন আরও কিছু বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। এদিকে লক্ষ রেখে নতুন পাঠ্যক্রমে কিছু নতুন বিষয়ের গদ্য ও পদ্য রচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত পঠন-পাঠনের পদ্ধতি। পুরোনো পাঠ্যক্রম ও নতুন পাঠ্যক্রমের মধ্যবর্তী সময়ে প্রথম ভাষা বাংলার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। একদিকে যেমন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটা অংশের ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে প্রথম ভাষা হিসাবে বাংলা বেছে নিতে আর উৎসাহ পাচ্ছে না, অন্যদিকে তেমনি আবার রাজ্যে সাক্ষরতা আন্দোলনের সফল অগ্রগতির ফলে শিক্ষা সম্পর্কে বহু নিরক্ষর পরিবারে এখন ব্যাপক আগ্রহ বেড়েছে এবং এইসব পরিবারের ছেলেমেয়েরা বিপুল সংখ্যায় স্কুলে ভরতি হয়ে প্রথম ভাষা হিসাবে বাংলা বেছে নিচ্ছে। ফলে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর দিক থেকে প্রথম ভাষা বাংলার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এখন বহুমুখী সামাজিক বিন্যাস ও সামর্থ্যের বিচিত্র বিকাশ ঘটেছে। এই নতুন পরিস্থিতিতে পঠনপাঠনের পুরোনো একতরফা নির্দেশমূলক পদ্ধতির বদলে পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক অংশগ্রহণের বিষয়টি এখন বিশেষ গুরুত্ব লাভ করছে। পঠন-পাঠনের এই ব্যতিহারী (reciprocal) পদ্ধতিতে শিক্ষক-শিক্ষিকারাই প্রকৃত নেতৃত্ব দিতে পারেন, তবে এজন্য তাঁদেরও আত্মপ্রস্তুতি প্রয়োজন। পাঠ্যক্রমের পরিবর্তনের সঙ্গে এই বিষয়টিও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

এসব কথা বিবেচনা করে পর্ষদ্ ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিষয়-ভিত্তিক অভিমুখন কর্মসূচি শুরু করেছে। এই কর্মসূচি ক্রমে ক্রমে উচ্চতর শ্রেণিগুলিতেও সম্প্রসারিত হবে। এই উদ্দেশ্যে নবম-দশম শ্রেণির জন্যও অভিমুখন কর্মসূচির প্রস্তুতি চলছে এবং তারই অঙ্গ হিসাবে ২০০৭ সাল থেকে নতুন পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে যে মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে তার প্রশ্নপত্রের কাঠামো ও নম্বর-বিভাজন নিয়ে গত ৪ আগস্ট ২০০৫ তারিখে বিশিষ্ট শিক্ষাতত্ত্ববিদ, বিষয়বিশেষজ্ঞ এবং বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে প্রতিনিধি হিসাবে আগত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে পর্ষদের উদ্যোগে পর্ষদ্ কার্যালয়ে একদিনের একটি কর্মশালা হয়। কর্মশালায় প্রশ্নপত্রের সাধারণ কাঠামো সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনার পর বিষয়ভিত্তিক কাঠামোর রূপরেখা নির্ধারিত হয় এবং পরবর্তী কয়েকটি বৈঠকে ওই কাঠামোর ভিত্তিতে প্রথম ভাষা বাংলার প্রথম পত্র ও দ্বিতীয় পত্রের কিছু নমুনা প্রশ্নগুচ্ছ তৈরি করা হয়। অভিমুখনের আগেই রাজ্যের বাংলা ভাষার সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা যাতে এ বিষয়ে অবহিত হতে পারেন সেজন্য প্রশ্নপত্রের কাঠামো, নম্বর-বিভাজন, নমুনা-প্রশ্নপত্র (নির্বাচিত নমুনা উত্তরসমেত) এবং আনুষঙ্গিক আরও কিছু নির্দেশিকাসহ এই নির্দেশিকা হাতবই প্রকাশ করা হল।

বাংলা প্রথম ভাষা

নির্দেশিকা হাতবই

সূচিপত্র

অধ্যায় ১

মাধ্যমিক স্তরে প্রথম ভাষা বাংলা শেখার লক্ষ্য পূরণ ঃ বিভিন্ন বিষয় ও আঙ্গিক

নবম ও দশম শ্রেণিতে প্রথম ভাষা বাংলা পাঠের লক্ষ্য সম্পর্কে পাঠ্যক্রমে যে পাঁচটি বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো হল ঃ

১। প্রথম ভাষা বাংলার বিভিন্ন কথ্য ও লেখ্য (পদ্য ও গদ্য) উপভাষা সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে অবহিত হওয়া ;

২। বাংলা লেখ্য ও গদ্য উপভাষার দুই রূপ (সাধু ও চলিত) সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞানলাভ করা;

৩। মান্য চলিত ভাষায় লিখিতভাবে ভাববিনিময়ের সামর্থ্য অর্জন করা এবং এ ব্যাপারে ভাষাগত শুদ্ধি ও অশুদ্ধির মান সম্পর্কে অবহিত হয়ে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেই মান অবলম্বনের দক্ষতা লাভ করা ;

৪। পাঠ্যপুস্তকে সংকলিত বিভিন্ন পদ্য ও গদ্য রচনার মাধ্যমে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারাবাহিক ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া ;

৫। পাঠ্যপুস্তকে সংকলিত বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে পরিবেশ-চেতনা সহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

এই লক্ষ্য পূরণের জন্য পর্ষদের ' পাঠসংকলনে ' ও ' সহায়ক পাঠে ' বিভিন্ন বিষয়ে ও বিভিন্ন আঙ্গিকে রচিত নানা সাহিত্যিক রচনা সংকলিত হয়েছে।

বিষয়ের বিভিন্ন অভিমুখ ঃ

১. সামাজিক মূল্যবোধ ঃ স্থায়ী ও পরিবর্তমান ।
২. দেশাত্মবোধ — দেশদ্রোহিতার প্রতি ঘৃণা।
৩. ক্ষমতাহীনের প্রতি ক্ষমতাবানের অন্যায় আচরণের সমালোচনা।
৪. তারুণ্যের জয়গান।
৫. প্রকৃতি-চেতনা ঃ আধুনিক মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি —মানুষের নিসর্গায়ন।
৬. সমাজের অবক্ষয় ও ধর্মের নামে অনাচারের স্বরূপ উন্মোচন।

৭. ইতিবাচক স্মৃতিচিত্রের রসাত্মক বর্ণনা।
৮. মহৎ ব্যক্তিত্ব ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ
৯. পৌরাণিক বৃত্তান্তের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা।
১০. কুসংস্কার ও অপবিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী মানসিকতা।
১১. মানবিক মূল্যবোধের দিক থেকে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আপেক্ষিক উৎকর্ষ
১২. পরিবেশের ভারসাম্য
১৩. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ
১৪. অভিযান-বৃত্তান্ত
১৫. ভ্রমণ-কাহিনি
১৬. নারীর নবমূল্যায়ন
১৭. নিপীড়িত ও শোষিতের প্রতি সহানুভূতি
১৮. শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে জীবনের আর্থ-সামাজিক রূপান্তর

এই বিষয়গুলো যে সব আঙ্গিকে উত্থাপিত হয়েছে সেগুলো হল ঃ

১. কবিতা — কবিতার প্রাক্-আধুনিক ও আধুনিক আঙ্গিক
২. নাটক
৩. বর্ণনা
৪. আত্মজীবনী
৫. প্রবন্ধ — বস্তুগত ও ব্যক্তিগত
৬. গল্প
৭. উপন্যাস (আংশিক)
৮. পত্রসাহিত্য
৯. অভিভাষণ
১০. প্রাচীন পদ্যভাষা
১১. অমিত্রাক্ষর ছন্দ
১২. কবিতার নানা আধুনিক ছন্দ-রীতি
১৩. সাধুভাষা — সাধুভাষার প্রাচীন রূপ ও আধুনিক রূপ
১৪. মান্য চলিত ভাষা
১৫. কথ্য উপভাষা

অধ্যায় ২

৯ম - ১০ম শ্রেণিস্তরে সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়ন : প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা

উচ্চপ্রাথমিক (৬ষ্ঠ - ৮ম) স্তরে বাংলা প্রথম ভাষা শেখা-শেখানোকে আরও কার্যকর এবং ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে পর্ষদ্ ইতিমধ্যে মুখ্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের অভিমুখন কর্মশালা করেছে। এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-শিক্ষিকারা জেনে গেছেন যে ওই লক্ষ্য পূরণের জন্য ভাষা শেখা ও শেখানোর কাজে নানা সামর্থ্য অর্জনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। কীভাবে একাজ সুসম্পন্ন করা যায় তার বিভিন্ন প্রক্রিয়াও তাঁরা নিজেরা অবগত হয়েছেন। সম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে তাঁরা প্রতি জেলায় অনুরূপ কর্মশালা করে ভাষা শেখানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সামর্থ্য অর্জন প্রক্রিয়ায় আগ্রহী ও দক্ষতা-সম্পন্ন করে তুলতে সাহায্য করবেন।

শেখা - শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে মূল্যায়ন-প্রক্রিয়াকেও সামর্থ্যভিত্তিক করা অপরিহার্য এবং এই উদ্দেশ্যে নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী লিখিত ও সংকলিত পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনীতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে, শিক্ষক -শিক্ষিকাগণ নিশ্চয়ই সেটা লক্ষ করছেন।

উচ্চপ্রাথমিক স্তরের এই অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে মাধ্যমিক স্তরেও অনুরূপভাবে সামর্থ্যভিত্তিক শিখন ও মূল্যায়নের পথে এগিয়ে যাওয়াই অভিপ্রেত। শিখনের ক্ষেত্রে উচ্চপ্রাথমিকে চিহ্নিত সামর্থ্যগুলোর উন্নততর রূপই মাধ্যমিক স্তরে আকাঙ্ক্ষিত ।

সামর্থ্যভিত্তিক পঠন-পাঠনের অভিপ্রেত ফললাভের জন্য মূল্যায়ন- প্রক্রিয়াকেও সামর্থ্যভিত্তিক করা দরকার।

এইভাবেই প্রাথমিক - উচ্চপ্রাথমিক - মাধ্যমিক — এই তিনস্তরের ভাষা শেখার প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যাবে।

অধ্যায় ৩

৯ম - ১০ম শ্রেণিতে প্রথম ভাষা বাংলার অত্যাবশ্যক সামর্থ্যসমূহ

ক. বিষয়গত সামর্থ্য ঃ

১. তথ্যমূলক (মূল পাঠ শুরু করার আগে — পাঠের নাম, রচয়িতার নাম, রচয়িতার অন্যান্য রচনার প্রাথমিক পরিচয়)

২. বোধমূলক

২.১ শব্দ ও বাক্যের অর্থ / প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা

২.২ পাঠে ব্যক্ত ভাবের সারাংশ নির্দেশ

২.৩ চরিত্র বর্ণনা

২.৪ পাঠে উল্লিখিত দৃশ্য ও ঘটনা বর্ণনা (পূর্বাপর ক্রম রক্ষা করে)

২.৫ তথ্য নির্দেশ (পাঠ শেষ করার পর এবং পাঠের অভ্যন্তরীণ প্রসঙ্গ সম্পর্কে)

২.৬ তুলনা (মিল ও অমিল দেখানো)

২.৭ পঠিত বিভিন্ন গদ্যে ও পদ্যে ভাবের বৈশিষ্ট্য বিশদভাবে প্রকাশ করা

৩. (তথ্য ও বোধমূলক সামর্থ্যের) প্রয়োগ-সামর্থ্য

৩.১ ভাব বিশ্লেষণ

৩.২ বক্তব্য সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ

৩.৩ বক্তব্যের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা

৩.৪ পাঠবহির্ভূত (সমমানের) অংশের ভাবার্থ রচনা (নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে)

৩.৫ পাঠবহির্ভূত বিশেষ বক্তব্যকে বিশদরূপে ব্যাখ্যা / ভাব সম্প্রসারণ (সীমাবদ্ধ পরিসরে)

৩.৬ প্রদত্ত বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা (সীমাবদ্ধ পরিসরে)

৩.৭ অনুবাদ

৩.৮ প্রতিবেদন রচনা

৩.৯ সভার কার্যবিবরণী রচনা

খ. ভাষাগত সামর্থ্য ঃ

১. শব্দের বানানে মান্য আদর্শ অনুসরণ

২. বাক্যের গঠন

২.১ অন্বয়গত শুদ্ধতা রক্ষা

২.২ অর্থগত বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্য বিভিন্ন কাঠামোর বাক্য রচনা

২.৩ ভাবগত বৈচিত্র্যপ্রকাশের জন্য প্রতিশব্দ ও বিপরীত শব্দ ব্যবহারের দক্ষতা

৩. গভীর অর্থের ব্যঞ্জনা সংক্ষেপে ও সহজভাবে প্রকাশ

৪. উপযুক্ত ছেদচিহ্নের ব্যবহার

৫. বিস্তৃত উত্তর অনুচ্ছেদে ভাগ করে লেখা— ঠিক জায়গায় অনুচ্ছেদের খাঁজ (indent) দেওয়া

৬. শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে পরিমিতি রক্ষা এবং অপ্রাসঙ্গিক শব্দ ও বাক্য বর্জন

৭. অনুবাদে মূলভাব বজায় রেখে বাংলা বাক্য গঠনের স্বাভাবিকতা রক্ষা করা

৮. স্বরচিত বাক্যে বাগ্‌ধারার সঠিক প্রয়োগ

অধ্যায় ৪

ব্যাকরণ-পাঠের নানা সামর্থ্য

নবম-দশম শ্রেণির ব্যাকরণের পাঠ্যক্রমে যেসব পাঠ উল্লিখিত হয়েছে তার সামর্থ্যগুলিকে প্রাথমিকভাবে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা চলে ঃ

১। সাধারণ

এবং

২। বিশেষ বিষয়ভিত্তিক।

১. সাধারণ সামর্থ্য ঃ

(ক) মাধ্যমিক শিক্ষার নতুন পাঠ্যক্রমে বাংলা ব্যাকরণের পঠন-পাঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ ব্যাকরণের পঠন-পাঠন হবে আরোহ-পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতিতে উদাহরণ থেকে সংজ্ঞায় অর্থাৎ প্রয়োগ থেকে তত্ত্বে পৌঁছোবার প্রক্রিয়াকে রূপায়িত করা হয়। এ জন্য ব্যাকরণ পাঠের সাধারণ সামর্থ্য হিসাবে পাঠ্য রচনা ও পাঠ্যবহির্ভূত রচনায় যেসব প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত আছে সেসব থেকে শিক্ষার্থী যাতে সংশ্লিষ্ট সংজ্ঞা তথা তত্ত্বের বৈশিষ্টগুলি চিহ্নিত করতে পারে সে ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকা একতরফাভাবে প্রথমে সংজ্ঞা ও তারপর তার উদাহরণ না দিয়ে প্রয়োগ থেকে তত্ত্বে পৌঁছোবার আরোহী প্রক্রিয়ার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের আলোচনায় টেনে আনবেন (প্রয়োজনবোধে দলবদ্ধ আলোচনাও হতে পারে)। যেমন ঃ পড়া ও পড়ানোর বিষয় যদি হয় ' সমাস ', তবে প্রথমেই সমাসের সংজ্ঞা ও উদাহরণ না দিয়ে পাঠ্য রচনা থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক সমাসবদ্ধ পদের উদাহরণ নিয়ে আলোচনা শুর করবেন এবং সেই আলোচনায় ছাত্রছাত্রীদের টেনে এনে শেষ পর্যন্ত তাদের দিয়েই বলিয়ে নেবেন যে বিষয়টির নাম ' সমাস '। এক্ষেত্রে সামর্থ্যটি হচ্ছে ভাষার কোনো প্রয়োগের তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করার সামর্থ্য।

(খ) সাধারণ সামর্থ্যের আর একটি দিক হচ্ছে তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করার অর্জিত সামর্থ্যের ভিত্তিতে পাঠ্য ও পাঠ্যবহির্ভূত রচনার অনুরূপ বৈশিষ্ট্যকে বিশ্লেষণ করার সামর্থ্য। এক্ষেত্রে প্রয়োগ থেকে তত্ত্বে পৌঁছোবার সময় যেসব উদাহরণ ব্যবহার করা হয়েছে তার বাইরের প্রয়োগ-দৃষ্টান্তগুলিকে বিশ্লেষণ করার সামর্থ্য প্রকাশ করতে হবে। আগেকার সমাসের উদাহরণ নিলে এক্ষেত্রে যেকোনো অপরিচিত রচনা থেকে সমাসবদ্ধ পদগুলি চিহ্নিত করে ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখতে হবে।

আসলে ব্যাকরণ-পাঠের সাধারণ সামর্থ্য হচ্ছে সামর্থ্যের একটি সর্বাঙ্গীণ রূপরেখা। এই রূপরেখার নিরিখেই বিশেষ বিষয়ভিত্তিক সামর্থ্যগুলি অর্জিত হবে।

২. বিশেষ বিষয়ভিত্তিক সামর্থ্য ঃ

নীচে ব্যাকরণের পাঠক্রম অনুসারে (২ নং থেকে ১৬ নং পর্যন্ত) পরপর বিষয়ভিত্তিক সামর্থ্যগুলি নির্ধারণ করা হল।

[২] (ক) — এর উদ্দেশ্য ঃ

(i) ভাষা ও উপভাষার সম্পর্ক বিষয়ে আধুনিক ধারণা অর্জন করতে ও বুঝিয়ে দিতে পারা ;

(ii) বাংলা উপভাষাগুলির প্রাথমিক পরিচয় দিতে পারা।

(খ) — এর উদ্দেশ্য ঃ

(iii) বাংলা কথ্য উপভাষাগুলির ভৌগোলিক এলাকা নির্দেশ করতে এবং প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত সাধারণ পরিচয় দিতে পারা ;

(iv) বাংলা লেখ্য উপভাষার পদ্য ও গদ্য রূপের পার্থক্য নির্দেশ করতে পারা এবং পদ্য রূপের রচনাংশকে মান্য লেখ্য গদ্যে রূপান্তরিত করতে পারা;

(v) বাংলা লেখ্য গদ্য উপভাষার সাধু ও চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য বুঝতে ও বুঝিয়ে দিতে পারা এবং দুই রীতির পারস্পরিক রূপান্তর করতে পারা।

[৩] (ক) — উচ্চারণস্থান ও উচ্চারণরীতি অনুসারে বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির বর্গীকরণ করতে পারা;

(খ) পাঠক্রম- নির্দেশিত বিভিন্ন ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়মগুলি বুঝতে এবং পাঠ্য ও পাঠ্যবহির্ভূত রচনায় পঠিত নিয়মগুলির প্রয়োগবৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যাসহ চিহ্নিত করতে পারা;

(গ) ‘ দল ’ (syllable) ও তার কাঠামো সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে বুঝতে পারা এবং বিশ্লেষণ করতে পারা।

[৪] (ক) উদাহরণের মাধ্যমে ‘ প্রত্যয় ’ - এর তত্ত্ব বুঝতে পারা এবং তার বিভিন্ন প্রকারসহ সেগুলির প্রয়োগ চিহ্নিত করতে পারা ;

(খ) উদাহরণের মাধ্যমে ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুকার শব্দ ও শব্দদ্বৈতের তত্ত্ব, পার্থক্য ও প্রকারবৈচিত্র্য বুঝতে পারা এবং প্রদত্ত রচনাংশে সংশ্লিষ্ট প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারা ;

[৫] বাংলা শব্দভাণ্ডারের প্রকারবৈচিত্র্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারা এবং প্রয়োগ থেকে এই প্রকারবৈচিত্র্যকে চিহ্নিত করতে পারা।

[৬] প্রয়োগ থেকে কারক ও অকারক পদের বিভক্তি ও অনুসর্গ চিহ্নিত করতে পারা।

[৭] (i) উদাহরণের মাধ্যমে সমাসের তত্ত্ব বুঝতে পারা এবং তার প্রকারভেদ সম্পর্কে অবহিত হতে পারা ;

(ii) পাঠ্য ও পাঠ্যবহির্ভূত রচনায় সমাসবদ্ধ পদ চিহ্নিত করতে এবং ব্যাসবাক্য সহ তার নাম উল্লেখ করতে পারা।

[৮] (i) উদাহরণের মাধ্যমে সর্বনামের বিভিন্ন শ্রেণি সম্পর্কে অবহিত হতে পারা ;

(ii) পাঠ্য ও পাঠ্যবহির্ভূত রচনায় বিভিন্ন শ্রেণির সর্বনামের প্রয়োগবৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারা এবং প্রয়োজনে নতুন উদাহরণ দিতে পারা।

[৯] (ক) উদাহরণের মাধ্যমে বিশেষিত পদের প্রকৃতি অনুসারে বিশেষণের বিভিন্ন শ্রেণি সম্পর্কে অবহিত হতে পারা ;

(খ) পাঠ্য ও পাঠ্যবহির্ভূত রচনা থেকে বিশেষণের প্রয়োগবৈচিত্র্য চিহ্নিত করতে পারা এবং প্রয়োজনে নতুন উদাহরণ দিতে পারা।

[১০] (i) উদাহরণের মাধ্যমে উপসর্গের তত্ত্ব ও শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে অবহিত হতে পারা এবং তার নতুন প্রয়োগ দেখাতে পারা ;

(ii) উপযুক্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রত্যয়ের সঙ্গে উপসর্গের প্রয়োগগত তুলনা করতে পারা।

[১১] (ক) উদাহরণের মাধ্যমে ধাতু ও ক্রিয়াপদের পারস্পরিক সম্পর্কের তত্ত্বটি বুঝতে পারা;

(খ) ধাতু ও ক্রিয়ার গঠনগত শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে অবহিত হতে পারা, প্রদত্ত প্রয়োগের মধ্যে এই শ্রেণিবৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারা এবং বিশেষ ক্ষেত্রে নতুন প্রয়োগদৃষ্টান্ত দিতে পারা ;

(গ) (i) ক্রিয়ার অবস্থাগত শ্রেণিবিভাগ (সমাপিকা ও অসমাপিকা) সম্পর্কে অবহিত হতে পারা ;

(ii) অসমাপিকা ক্রিয়ার শ্রেণিবৈচিত্র্য বুঝতে পারা ;

(ঘ) ক্রিয়ার অন্বয়গত শ্রেণিবিভাগের বিষয়টি বুঝে নিয়ে প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই শ্রেণিবৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারা এবং প্রয়োজনে নতুন উদাহরণ দিতে পারা ;

(ঙ) সমাপিকা ক্রিয়ার কাল (tense), প্রকার (aspect) ও ভাব (mood) সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাদের প্রয়োগ চিহ্নিত করতে পারা ;

(চ) ক্রিয়ার বিভিন্ন বিভক্তি সম্পর্কে অবহিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের বিভক্তির উল্লেখ করতে পারা।

[১২] (ক) উদাহরণের মাধ্যমে ' বাচ্য ' বিষয়টির তত্ত্ব ও তার শ্রেণিবিভাগ বুঝতে পারা এবং পাঠ্য ও পাঠ্যবহির্ভূত রচনায় বাচ্যের শ্রেণিবৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে পারা ;

(খ) বাচ্যান্তর করতে পারা।

[১৩] (ক) বাক্যের গঠন ও অর্থ অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে অবহিত হতে পারা এবং পাঠ্য ও পাঠ্যবহির্ভূত রচনায় এই শ্রেণিবৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে পারা ;

(খ) গঠন ও অর্থ অনুসারে বাক্যের রূপান্তর করতে পারা।

[১৪] (i) বাক্যে অন্বয়ের বৈচিত্র্যসূচক শব্দাবলি এবং তার প্রয়োগ ও শ্রেণিবৈচিত্র্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারা ;

(ii) বাক্যে ওইসব বিশিষ্ট শব্দের প্রয়োগ দেখাতে পারা ।

[১৫] বাংলায় প্রচলিত সন্ধিবন্ধ তৎসম শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ করতে পারা [এখানে প্রধানত গদ্য ও পদ্য পাঠ্যাংশ থেকে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করতে হবে]।

[১৬] বহুপ্রচলিত বর্ণগত, পদগঠনগত ও বাক্যগত অশুদ্ধি সংশোধন করতে পারা [এখানে বহুপ্রচলিত প্রয়োগ-অশুদ্ধিকে প্রাধান্য দিতে হবে]।

এই হাতবইয়ের ১০.১ নং এবং ১০.২ নং পরিশিষ্টে ব্যাকরণের পাঠ্যক্রমে যে নতুন অভিমুখ প্রকাশ পেয়েছে তার উপযোগিতা সম্পর্কে দুটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। প্রবন্ধদুটি অবশ্যপাঠ্য। এ ছাড়া, যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা শ্রেণিকক্ষে বাংলা ব্যাকরণের পাঠদান করবেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের ' বাংলাভাষাপরিচয় ' বইটি আর একবার পড়ে নিলে উপকৃত হবেন।

অধ্যায় ৫

শেখা - শেখানোর কিছু কার্যক্রম

বিদ্যালয়ে যাঁরা শিখন- প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত আছেন তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন। এ ছাড়া শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে অনেকে দীর্ঘদিন ধরে এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। সুতরাং শেখা-শেখানো সম্পর্কে তাঁদের কোনো সাধারণ নির্দেশ দেওয়া বাহুল্য মাত্র। তবু নতুন পাঠ্যক্রম অনুসারে শেখা ও শেখানোর প্রক্রিয়াকে আরও ফলপ্রসূ করার জন্য এখানে এ সম্পর্কে কিছু সহযোগী পরামর্শ যোগ করা হল ঃ

- **পাঠ্যক্রমে উল্লিখিত পর্বদের সময় -সারণি অনুসারে শেখা-শেখানোর বার্ষিক কালপঞ্জি প্রকাশঃ**

প্রথম ভাষা বাংলার নবম-দশম শ্রেণির নতুন পাঠ্যক্রমে কোন্ পাঠের জন্য কয়টি ক্লাস লাগবে তা চিহ্নিত করা আছে। এই সময়সারণি অনুসারে বিদ্যালয়ে শেখা- শেখানোর তারিখগুলি (teaching days) ধরে নবম ও দশম শ্রেণির জন্য পাঠভিত্তিক বর্ষপঞ্জি (academic calendar) তৈরি করে শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই তা ছাত্রছাত্রীদের দিতে হবে। এর ফলে শ্রেণিকক্ষে শেখা- শেখানোর অগ্রগতি সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয় পক্ষেই একটা সাগ্রহ সচেতনতা গড়ে উঠবে, যা সামগ্রিকভাবে একটা অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করবে।

- **পাঠসংকলন ও বাংলা সহায়ক পাঠের জন্য ছাত্র / ছাত্রীদের পূর্ব-প্রস্তুতি ঃ**

উল্লিখিত পাঠ্যবইদুটির যে-রচনাটি যে-তারিখে পড়ানো শুরু করবেন তার দু -একদিন আগে শিক্ষার্থীদের তা মনে করিয়ে দেবেন যাতে তারা ওই রচনাটি আগে থেকে পড়ে রচনাটির বিষয় বা ভাব সম্পর্কে নিজের মতো করে একটা প্রাথমিক ধারণা নিয়ে আসে। পড়ার সময় তারা যাতে রচনাটির সন্ধিবদ্ধ ও সমাসবদ্ধ পদগুলি চিহ্নিত করে রাখে তারও নির্দেশ দেবেন।

- **কোনো রচনা বা পাঠ শুরু করার প্রথম দিন ঃ**

যে তারিখে কোনো রচনা বা পাঠ প্রথম শুরু হবে সেদিন প্রথমেই নিজে পড়ানো শুরু না করে আগে কোনো ছাত্র / ছাত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন রচনাটির বিষয়ে সে কী বুঝেছে এবং তাকে তা অল্প কথায় বলতে বলুন। এরপর আর একজন বা ক্লাসের অন্যান্যদের বলতে বলুন প্রথম ছাত্র / ছাত্রীটি যা বলেছে তা ঠিক

কি না। মতভেদের ক্ষেত্রে ভিন্ন মতটি জানাতে বলুন। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় ছাত্র / ছাত্রীদের বক্তব্য ঠিক কি ভুল তা তখনি বলবেন না। এটা একটা ভিতজরিপ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুধু বুঝে নিতে হবে ছাত্র/ ছাত্রীরা সামর্থ্যের কোন্ স্তরে আছে। ওই পিরিয়ডের জন্য রুটিনে যে সময় বরাদ্দ আছে তার ৫০ / ৬০ শতাংশ সময় এই প্রক্রিয়ার জন্য ব্যয় করে বাকি সময়টা সংশ্লিষ্ট রচনার কবি / লেখক সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা করে সেদিনের ক্লাস শেষ করে দিন।

● পাঠ্য রচনা সম্পর্কে শেখা-শেখানোর অন্যান্য দিন ঃ

কোনো রচনা শেখা-শেখানোর প্রথম দিন ও শেষ দিনের মাঝে যে সময় পাওয়া যাবে তাতে যে আলোচনা করবেন সেখানেই প্রথম দিনের ক্লাসে ছাত্র /ছাত্রীদের উত্তরে যেসব ভুল, অসংগতি বা অসম্পূর্ণতা লক্ষ করেছেন তার সংশোধন করে দেবেন।

● শেখা - শেখানোর শেষ দিন ঃ

শেখা-শেখানোর শেষ দিনটা রাখুন ছাত্র / ছাত্রীদের কাছ থেকে প্রশ্ন আহ্বান করার জন্য । এদিন ছাত্র/ ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করুন এর আগে যা আলোচনা হয়েছে সে সম্পর্কে তাদের কোনো প্রশ্ন আছে কি না। সময় থাকলে পিরিয়ডের শেষ দিকে উত্তর দেবেন, সময় না থাকলে যেদিন মাসিক সমষ্টিগত আলোচনা-সভা হবে সেদিন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন।

বলা বাহুল্য, প্রথম দিন, মাঝের অন্যান্য দিন ও শেষ দিন সম্পর্কে যা বলা হল তা যেসব রচনার জন্য সময় -সারণিতে বেশি ক্লাস বা দিন ধার্য আছে সেখানে ভালোভাবে কার্যকর করা সম্ভব। কিন্তু যেখানে ক্লাস বা পিরিয়ডের বরাদ্দ কম সেখানে এই মডেলটি খুব সংক্ষেপে অনুসরণ করা যেতে পারে, যা অবশিষ্ট থাকবে তা মাসিক আলোচনা-সভায় উপস্থাপিত করতে হবে।

● লিখিত অনুশীলনী ও সমষ্টিগত আলোচনা-সভা

প্রথম ভাষা বাংলার শেখা-শেখানো প্রক্রিয়াকে আরও ফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যে প্রতি মাসে লিখিত অনুশীলনীর জন্য অন্তত দুটি ক্লাস / পিরিয়ড এবং সমষ্টিগত আলোচনার (group discussion) জন্য অন্তত একটি ক্লাস / পিরিয়ড ধার্য করতে হবে। অনুশীলনীর ক্লাসে প্রশ্নপত্রের কাঠামো এবং নমুনা-প্রশ্নপত্র ও নমুনা-উত্তর অনুসারে লেখার অনুশীলন করাতে হবে। সমষ্টিগত আলোচনায় সংশ্লিষ্ট মাসে যে-কয়টি রচনা পড়ানো হয়েছে সে সম্পর্কে ছাত্র /ছাত্রীদের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা মেটাতে হবে। আলোচনা-সভায় ছাত্রছাত্রীদেরই প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ব্যাকরণের পাঠ ও প্রশ্নোত্তর অনুশীলন

- নতুন পাঠ্যক্রমে আরোহী পদ্ধতিতে ব্যাকরণ পড়াবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একাধিক উদাহরণ দিয়ে তারপর এইসব উদাহরণের ভিত্তিতে সংজ্ঞায় পৌঁছোতে হবে। এর ব্যতিক্রম করা চলবে না।

- ব্যাকরণের পাঠে একটা সমস্যা থাকে পরিভাষা নিয়ে। ব্যাকরণের পরিভাষাগুলি সাধারণত দুধরনের। এক ধরনের পরিভাষার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পরিভাষা হিসাবে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেটি ভাষার সাধারণ শব্দভাণ্ডারে আগে থেকেই প্রচলিত, ব্যাকরণে শুধু শব্দটিকে বিশেষ অর্থে সীমাবন্ধ করে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ধরনের পরিভাষাকে বলা হয় অকৃত্রিম পরিভাষা। সন্ধি, পুরুষ, প্রত্যয়, বিভক্তি ইত্যাদি এই অকৃত্রিম পরিভাষার উদাহরণ। অন্যদিকে ব্যাকরণে আর এক ধরনের পরিভাষার ব্যবহার দেখা যায় যেগুলি ভাষার সাধারণ শব্দভাণ্ডারে নেই। ভাষার কোনো বৈশিষ্ট্যকে বোঝাবার জন্য ব্যাকরণকারেরা সেগুলি তৈরি করে নিয়েছেন। এগুলিকে বলা হয় কৃত্রিম পরিভাষা ।সমাস, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অনুসর্গ ইত্যাদি শব্দ এই ধরনের কৃত্রিম পরিভাষার উদাহরণ।

  ব্যাকরণ পড়াবার সময় অকৃত্রিম পরিভাষার ক্ষেত্রে পরিচিত উদাহরণের সাহায্যে শব্দটির সাধারণ অর্থ (যা ভাষার সাধারণ শব্দভাণ্ডারের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়) বুঝিয়ে সেই সাধারণ অর্থের সঙ্গে পরিভাষার বিশেষ অর্থের যোগটি পরিষ্কার করে দিতে হবে, যেমন ঃ 'সন্ধি' বোঝাবার সময় বলতে হবে সন্ধি শব্দটির সাধারণ অর্থ মিলন। ব্যাকরণের বিশেষ অর্থ দুই ধ্বনির মিলন। অন্যদিকে, কৃত্রিম পরিভাষার ক্ষেত্রে প্রথমে পারিভাষিক শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করে তার অর্থ পরিষ্কার করতে হবে। তারপর পরিচিত উদাহরণ দিয়ে তার মধ্যে ওই অর্থের তাৎপর্য প্রতিষ্ঠা করে সবশেষে সংজ্ঞায় পৌঁছোতে হবে। যেমন : সমাস- ব্যুৎপত্তি— সম্- √অস্ + অ (ঘঞ্), অর্থ — সংহত ভাবে থাকা। এরপর একাধিক ব্যাসবাক্যের উদাহরণ দিয়ে দেখাতে হবে কীভাবে সমাসবন্ধ পদে সমস্যমান পদগুলি সংহতভাবে থাকে।

- ব্যাকরণের প্রশ্নোত্তর অনুশীলনের সময় প্রশ্নপত্রের কাঠামো, কাঠামো-সংক্রান্ত নির্দেশিকা, নমুনা- প্রশ্নপত্র ও নমুনা- উত্তর অনুসরণ করতে হবে। পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেবল পাঠক্রমে নির্দেশিত পরিভাষাটিই ব্যবহৃত করতে হবে। যেমন পূর্বপ্রচলিত নঞ্ তৎপুরুষের বদলে কেবল 'না- তৎপুরুষ'ই ব্যবহার করতে হবে,কারণ পাঠ্যক্রমে এই পরিভাষাটিই শুধু আছে ,কোনো বিকল্প পরিভাষার উল্লেখ নেই।

নির্মিতির পাঠ ও অনুশীলন

এক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে প্রশ্নপত্রের কাঠামো, কাঠামো- সংক্রান্ত নির্দেশিকা, নমুনা - প্রশ্নপত্র ও নমুনা- উত্তর অনুসরণ করতে হবে। এছাড়া, উত্তরের আয়তন তথা শব্দসীমা / বাক্যসীমা সম্পর্কে প্রশ্নপত্রের বিশেষ নির্দেশ যাতে পালিত হয় সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

বানান সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশিকা ঃ

উত্তরপত্রের মূল্যায়নে বানানকে কেন্দ্র করে দুটি সমস্যা দেখা দিতে পারে। একটি সমস্যা বানানের প্রকৃত শুদ্ধি -অশুদ্ধি নিয়ে। অন্য সমস্যাটি বানানের মান্য আদর্শের পালনকে নিয়ে। এক্ষেত্রে যে বানানটি ব্যাকরণের মানদন্ডে প্রকৃতই অশুদ্ধ, সেটি অশুদ্ধ বলে গণ্য। কিন্তু যেখানে বানানের নতুন মান্য আদর্শের পাশাপাশি পুরোনো আদর্শের শুদ্ধ বানানও প্রচলিত আছে সেখানে পরীক্ষার্থী পুরোনো অভ্যাসের বশে নতুন মান্য আদর্শের বদলে পুরোনো অথচ শুদ্ধ বানান লিখলে তাকে বানানভুলের শাস্তি দেওয়া চলবে না। সম্ভব হলে তাকে ডেকে বানানের মান্য আদর্শের দিকে ক্রমশ অভিমুখী করে তুলতে হবে। যেমনঃ ব্যাকরণের বিচারে 'তরী' ও 'তরি' দুটি শব্দই শুদ্ধ। কিন্তু এখনকার মান্যতার আদর্শ অনুসারে শব্দটির মান্য বানান 'তরি'। তবে কেউ যদি পুরোনো অভ্যাস অনুসারে 'তরী' বানানটি লেখে তবে তাকে বানান ভুলের নিদর্শন বলে গণ্য করা যাবে না। কিন্তু তরী / তরি -র দেখাদেখি কেউ যদি 'নদী'র বদলে 'নদি' বানান লেখে তবে তা ভুল বলেই গণ্য করতে হবে, কারণ ওই শব্দের একটিমাত্র ব্যাকরণসম্মত বানান হচ্ছে 'নদী'। বানানের মান্যতার ক্ষেত্রে এখন যে সন্ধিকালীন সমান্তরালতা চলছে স্বাভাবিকভাবেই তা আরও কিছুদিন চলতে থাকবে। তাই বানানভুলের ব্যাপারে একটা সজাগ সতর্কতা সব সময় বজায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে একজন ভাষা-শিক্ষকের যা করণীয় তা হল নিজেকে সংশ্লিষ্ট বানান - বিধি ও বানান-অভিধানের সাহায্যে যথাশীঘ্র নতুন মান্য আদর্শের অনুগামী করে তোলা এবং বানান অশুদ্ধ না হলে নিতান্ত মান্যতা লঙ্ঘনের দায়ে ছাত্রছাত্রীদের দন্ডবিধান না করে যুক্তিসহকারে তাদের নতুন আদর্শের দিকে আকৃষ্ট করা। অন্য বিষয়- শিক্ষকের তুলনায় একজন ভাষা - শিক্ষকের এখানেই অনন্যতা।

অধ্যায় ৬

নতুন পাঠক্রমের ভিত্তিতে
প্রশ্নপত্রের কাঠামো ও নম্বর বিভাজন

প্রথম পত্র (লিখিত)

প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা	প্রশ্নের ধরন	প্রত্যাশিত উত্তর-সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের পূর্ণ মান	মোট নম্বর	উত্তরের বাক্যসীমা
	[পাঠসংকলন : পদ্যাংশ]				
১.	একমুখীন ছোটো উত্তরের তথ্যসন্ধানী প্রশ্ন (বিকল্পসহ)	৩	২	৬	অনধিক ৩
২.	অংশসমন্বিত ছোটো উত্তরের উপযোগী বোধমূলক প্রশ্নপুঞ্জ (বিকল্পসহ)	৪	৫	২০	কমবেশি ৬
৩.	বিচার/ ব্যাখ্যা /তুলনা /বর্ণনাধর্মী বিস্তৃত উত্তরের প্রয়োগমূলক প্রশ্ন (বিকল্পসহ)	১	১০	১০	কমবেশি ১০
৪.	সংক্ষিপ্ত টীকা (বিকল্প সহ)	২	২	৪	অনধিক ৪
	[সহায়ক পাঠ : পদ্যাংশ]				
৫.	বিচার /বর্ণনা /ব্যাখ্যা /তুলনামূলক প্রশ্ন [প্রশ্ন বিকল্পসহ অখন্ড বা দুই অংশে খন্ডিত হতে পারে ।]	১	১০	১০	কমবেশি ১৫
৬.	প্রবন্ধ রচনা [৪ টি বিকল্প]	১	২০	২০	অনধিক ৫০০ শব্দ
৭.	বঙ্গানুবাদ	১	১০	১০	
৮.	নির্মিতি	১	৫	৫	
৮.১	ভাবার্থ	১	৫	৫	মূল রচনার ১/ ৩
		অথবা	অথবা	অথবা	
৮.২	ভাবসম্প্রসারণ	১	৫	৫	কমবেশি ১০
৯.	নির্মিতি	১	৫	৫	
৯.১	প্রতিবেদন রচনা	১	৫	৫	অনধিক ১০
		অথবা	অথবা	অথবা	
৯.২	সভার কার্যবিবরণী রচনা	১	৫	৫	অনধিক ১০
		সর্বমোট		৯০	

প্রশ্নপত্রের কাঠামো ও নম্বর বিভাজন

দ্বিতীয় পত্র (লিখিত)

প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা	প্রশ্নের ধরন	প্রত্যাশিত উত্তর সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের পূর্ণ মান	মোট নম্বর	উত্তরের বাক্যসীমা
	[পাঠসংকলন ঃ গদ্যাংশ]				
১.	একমুখীন ছোটো উত্তরের তথ্যসন্ধানী প্রশ্ন	৩	২	৬	অনধিক ৩
২.	অংশসমন্বিত ছোটো উত্তরের উপযোগী বোধমূলক প্রশ্নপুঞ্জ (বিকল্পসহ)	৫	৫	২৫	কমবেশি ৬
৩.	বিচার / ব্যাখ্যা /তুলনা /বর্ণনাধর্মী বিস্তৃত উত্তরের প্রয়োগমূলক প্রশ্ন (বিকল্পসহ)	১	১০	১০	কমবেশি ১৫
৪.	সংক্ষিপ্ত টীকা (বিকল্প সহ)	২	২	৪	অনধিক ৪
	[সহায়ক পাঠ ঃ গদ্যাংশ]				
৫.	বিচার / বর্ণনা / ব্যাখ্যা / তুলনামূলক প্রশ্ন [প্রশ্ন বিকল্পসহ অখন্ড বা দুই অংশে খন্ডিত হতে পারে ।]	১	১০	১০	কমবেশি ১৫
৬.	[পাঠ্যাংশগত ব্যাকরণ ঃ অভ্যন্তরীণ বিকল্পসহ]			১০	
৬.১	সন্ধি	২	১	২	
৬.২	সমাস	২	১	২	
৬.৩	পদবিচার ও বিভক্তিনির্দেশ	২	১	২	
৬.৪	রূপান্তর	৪	১	৪	
	(ক) বাক্যান্তর / [(ক), (খ), (গ), (ঘ) - এর মধ্য থেকে যে কোনো চারটি]				
	(খ) বাচ্যান্তর /				
	(গ) পদ্য থেকে গদ্যে /				
	(ঘ) সাধু -চলিতের পারস্পরিক				

[প্রয়োজনে এখানে পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত অন্য বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে ।]

প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা	প্রশ্নের ধরন	প্রত্যাশিত উত্তর সংখ্যা	প্রতি প্রশ্নের পূর্ণ মান	মোট নম্বর
৭.	[সাধারণ ব্যাকরণ ঃ অভ্যন্তরীণ বিকল্পসহ]			২১
৭.১	পাঠক্রমের ২ নং থেকে ১৪ নং পর্যন্ত পাঠগুলিতে যেসব তত্ত্ব, পরিভাষা বা সংজ্ঞানাম আছে তার ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নপুঞ্জ [অংশসমন্বিত]	১	৫	৫
৭.২	পাঠক্রমের ৩, ৪, ৫ নং পাঠের উপর প্রশ্ন	১	৪	৪
৭.৩	পাঠক্রমের ৮, ৯, ১০ নং পাঠের উপর প্রশ্ন	১	৪	৪
৭.৪	পাঠক্রমের ১১ নং পাঠের উপর প্রশ্ন	১	৪	৪
৭.৫	পাঠক্রমের ১৪, ১৬ নং পাঠের উপর প্রশ্ন	১	৪	৪
৮.	নির্মিতি	১	৪	৪
৮.১	বিরামচিহ্ন	১	৪	৪
		অথবা	অথবা	অথবা
৮.২	বাগ্‌ধারা	১	৪	৪
		সর্বমোট		৯০

অধ্যায় ৭

প্রশ্নরচনা এবং শ্রেণিকক্ষে প্রশ্নোত্তরের অনুশীলন সম্পর্কে নির্দেশিকা

১. পাঠসংকলনের পদ্যাংশ ও গদ্যাংশ সম্পর্কে বিকল্প সহ চার ধরনের প্রশ্ন থাকবে ঃ

১.১ একমুখীন ছোটো উত্তরের প্রশ্ন — প্রতি প্রশ্নের জন্য ২ নম্বর বরাদ্দ থাকবে। প্রশ্নের অভিমুখ হবে একটি ও অখন্ড অর্থাৎ একটি প্রশ্নের মধ্যে একাধিক অনুপ্রশ্ন থাকবে না। এই ধরনের প্রশ্নরচনার সময় মনে রাখতে হবে, এখানে 'একমুখীন প্রশ্ন ' বলতে 'কে বলেছে ' বা 'কাকে বলেছে ' কিংবা ' রচয়িতার নাম কী ?' ' উদ্ধৃতিটি কোন্ রচনার অন্তর্গত ?'— এই ধরনের অতিসংক্ষিপ্ত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানমূলক একক প্রশ্ন চলবে না, কারণ অতিসংক্ষিপ্ত ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানমূলক একক প্রশ্নের পালা অষ্টম শ্রেণিতেই শেষ। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষার একমুখীন প্রশ্নের উত্তরে যে তথ্যটির উল্লেখ করতে হবে তা মূলত পাঠের বর্ণনা / বিবরণ / সংলাপের মধ্যে কিছুটা পরোক্ষভাবে বা অস্পষ্টভাবে নিহিত থাকবে। পরীক্ষার্থীকে তা যুক্তি - বুদ্ধি - অনুমান - তুলনা ইত্যাদির মাধ্যমে পাঠ থেকে চিহ্নিত করতে হবে এবং অনধিক তিনটি বাক্যের মধ্যে তা লিখে প্রকাশ করতে হবে।

১.২ অংশসমন্বিত ছোটো উত্তরের উপযোগী বোধমূলক প্রশ্নপুঞ্জ ঃ

এখানে ' প্রশ্নপুঞ্জ ' বলতে 'উদ্ধৃতিটি কোন্ কবি / লেখকের কোন্ রচনার অন্তর্গত ?' 'মূল গ্রন্থের নাম কী ?' কিংবা ' কে কাকে কখন কোথায় বলেছে ? '— এ ধরনের একাধিক তথ্যসন্ধানী ছোটো ছোটো অনুপ্রশ্নের সমাবেশকে বোঝাচ্ছে না। এই ধরনের অনুপ্রশ্নবহুল তথ্যসন্ধানী প্রশ্ন-সমন্বয় আসলে সংক্ষিপ্ত জ্ঞানমূলক প্রশ্নেরই ভিন্নরূপী সমাবেশ যার প্রয়োগ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রশস্ত। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষার বোধমূলক প্রশ্নপুঞ্জে উদ্ধৃতির ভিত্তিতে আনুষঙ্গিক নানা ছোটো প্রশ্ন থাকতে পারে। বলা বাহুল্য প্রশ্নগুলি হবে প্রধানত বোধমূলক অর্থাৎ প্রশ্নপত্রে পাঠের ভিত্তিতে যেসব প্রশ্ন থাকবে সংক্ষেপে সেগুলির তাৎপর্য এবং/ অথবা বর্ণিত ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক বুঝিয়ে দিতে হবে। প্রশ্নপুঞ্জের উত্তরগুলি প্রশ্ন অনুসারে ছোটো ছোটো অনুচ্ছেদে ভাগ করে লিখতে হবে। মোট উত্তর হবে কমবেশি ছয়টি বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। [কমবেশি = ১০% কম বা ১০% বেশি]

১.৩ বিচার / ব্যাখ্যা / তুলনা / বর্ণনাধর্মী বিস্তৃত উত্তরের প্রশ্ন। উত্তর হবে কমবেশি ১৫ বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মূলত এই বিস্তারধর্মী উত্তরের ভিত্তিতেই প্রথম ভাষা বাংলায় শিক্ষার্থীর শব্দজ্ঞান, ভাষাবোধ, তথ্যপ্রয়োগ, যুক্তিবিন্যাস ও শৈলীগত উৎকর্ষের মান নির্ণয় করা হবে।

১.৪ সংক্ষিপ্ত টীকা ঃ পাঠসংকলনের পদ্য ও গদ্য পাঠ্যাংশের কোনো তাৎপর্যবাহী শব্দ, বাক্যাংশ বা উল্লেখের (allusion) -এর উপর প্রশ্ন । উত্তরের প্রথমে উৎস নির্দেশ করতে হবে। উত্তর তিন-চারটি বাক্যে সীমাবন্ধ থাকবে।

২. সহায়ক পাঠের গদ্য ও পদ্য সম্পর্কে বিকল্পসহ একটি করে প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি প্রশ্ন মূলত দুটি অংশে বিভক্ত থাকবে। একটি অংশে সমাজচেতনা বা সামাজিক প্রসঙ্গ নিয়ে প্রশ্ন থাকবে, অন্য অংশে সংশ্লিষ্ট রচনার রসগত ও ভাবগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রশ্ন থাকবে (দ্রষ্টব্য ভূমিকা ঃ সহায়ক পাঠ ২০০৫) । উত্তর হবে প্রশ্ন অনুসারে দুই অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত। দুই অনুচ্ছেদ মিলে মোট উত্তর হবে কমবেশি ১৫ বাক্যের মধ্যে সীমাবন্ধ।

৩. প্রথম পত্রের প্রবন্ধ রচনায় নির্ধারিত শব্দসীমা বজায় রাখতে হবে। ভাষা হবে মান্য চলিত বাংলা । প্রবন্ধের সাধারণ বিন্যাসক্রম হবে ঃ ভূমিকা — যুক্তি ও তথ্যের উপযুক্ত বিস্তার — উপসংহার। বিষয়ানুগত্য, অনুচ্ছেদ বিভাজন , বানান - শুদ্ধি, ভাষার পারিপাট্য (propriety) ও নিজস্বতা এবং রচনাভঙ্গির (style) উৎকর্ষের উপর উত্তরের মানাঙ্ক নির্ভর করবে। এক্ষেত্রে নম্বর বিভাজন হবে এই ভাবেঃ

বিষয়ানুগত্য —	১৫
রচনাশৈলী —	৫
	২০

৪. প্রথম পত্রের বঙ্গানুবাদের উত্তরে প্রধান বিচার্য মূল রচনার ভাবানুগত্য ও অনুবাদের ভাষার প্রকৃতিগত স্বাচ্ছন্দ্য। অনুবাদের ভাষায় স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীলতা আনার জন্য মূল রচনার বাক্যগত কাঠামো বদলানো যেতে পারে, কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে যাতে এর ফলে মূল রচনার ভাবগত বিচ্যুতি না ঘটে। উত্তরের মূল্যায়নে মূল রচনায় ব্যবহৃত শব্দ, ইডিয়ম, প্রবাদ, পরিভাষা ইত্যাদির উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ, বাগ্‌ধারা, প্রবাদ, পরিভাষা ইত্যাদির ব্যবহারের যথাযথতার উপর উত্তরের মানাঙ্ক নির্ভর করবে। বঙ্গানুবাদের ভাষা হবে মান্য চলিত বাংলা।

৫. প্রথম পত্রের নির্মিতি পর্যায়ে

৫.১ ভাবার্থের ক্ষেত্রে প্রদত্ত রচনার এক - তৃতীয়াংশ আয়তনের মধ্যে উত্তর লিখতে হবে। উত্তরের ভাষা হবে মান্য চলিত বাংলা।

৫.২ ভাবসম্প্রসারণের ক্ষেত্রে উত্তর কমবেশি দশটি বাক্যের মধ্যে সীমাবন্ধ থাকবে। ভাষা হবে মান্য চলিত বাংলা।

৫.৩ প্রতিবেদন রচনা ও সভার কার্যবিবরণী রচনার উত্তরে সংশ্লিষ্ট রচনার নিজস্ব রূপরীতি (form and style) -র বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে হবে। রচনার ভাষা হবে মান্য চলিত বাংলা।

৬। দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণের প্রশ্ন দুভাগে বিভক্ত ঃ পাঠ্যাংশগত ও সাধারণ।

৬.১ পাঠ্যাংশগত প্রশ্ন পাঠ্য গদ্য ও পদ্য রচনায় যেসব ব্যাকরণগত প্রয়োগের উদাহরণ আছে তার উপর করতে হবে। প্রশ্নপত্রে উদাহরণের পাশে সংশ্লিষ্ট রচনার শিরোনাম দিতে হবে। এখানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীকে প্রথমে প্রয়োগবৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে তারপর নির্দেশ অনুসারে উত্তর দিতে হবে ; যেমন ঃ সন্ধি ও সমাসের ক্ষেত্রে পাঠ্যাংশ থেকে উদ্ধৃত বাক্যে সন্ধিবন্ধ বা সমাসবন্ধ পদ চিহ্নিত করা থাকবে না । পরীক্ষার্থী আগে ওই ধরনের পদ চিহ্নিত করবে, তারপর নির্দেশ অনুসারে উত্তর দেবে। তবে এই ধরনের প্রশ্ন করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে উদ্ধৃত বাক্যে কাঙ্ক্ষিত প্রয়োগের একটিমাত্র উদাহরণ থাকে, নাহলে পরীক্ষার্থী বিভ্রান্ত হতে পারে। সংশ্লিষ্ট মূল পাঠ্যাংশে যদি একাধিক প্রয়োগবৈশিষ্ট্যের দৃষ্টান্ত থাকে, তবে তার একটিমাত্র রেখে বাকিগুলি (....) — এই বর্জনচিহ্ন দিয়ে বাদ দিতে হবে।

৬.২ সাধারণ ব্যাকরণ অংশের প্রশ্নগুলি পাঠক্রমে ব্যাকরণের যে সব সাধারণ পাঠ নির্দিষ্ট আছে তার উপর তৈরি করতে হবে। ব্যাকরণের সাধারণ প্রশ্ন হবে দু-ধরনের ঃ (১) ব্যাখ্যামূলক ও (২) সংক্ষিপ্ত।

৬.২.১ ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নে পাঠক্রমে ব্যাকরণের যেসব তত্ত্ব, পরিভাষা ও সংজ্ঞানাম আছে আগে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত দিতে বলে সেগুলির মাধ্যমে তত্ত্ব / পরিভাষা / সংজ্ঞানামের ব্যাখ্যা চাওয়া হবে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উদাহরণ ও ব্যাখ্যার সমন্বয় ও যথার্থতার উপর প্রশ্নের পূর্ণমানের সীমার মধ্যে উত্তরের মানাঙ্ক নির্ভর করবে।

৬.২.২ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আবার দু-ধরনের হবে ঃ নির্ণয়মূলক ও প্রয়োগমূলক ।

৬.২.২.১ নির্ণয়মূলক প্রশ্নে প্রয়োগদৃষ্টান্ত দেওয়া থাকবে। ওই ধরনের প্রয়োগকে ব্যাকরণের সংজ্ঞা বা পরিভাষায় কী বলা হয় উত্তরে শুধু তা-ই নির্ণয় করতে হবে। এক্ষেত্রে নাম-নির্ণয়ই যথেষ্ট, ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

৬.২.২.২ প্রয়োগমূলক প্রশ্নে ব্যাকরণের পরিভাষা বা সংজ্ঞানাম উল্লেখ করে শুধু তার উপযুক্ত প্রয়োগদৃষ্টান্ত চাওয়া হবে। এক্ষেত্রে উত্তরে শুধু প্রয়োগদৃষ্টান্তই দিতে হবে, ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

৭. দ্বিতীয় পত্রের নির্মিতি-পর্যায়ে বিরাম-চিহ্নের প্রশ্নটি হবে প্রয়োগমূলক। সাধারণভাবে ' পাঠসংকলন' ও সহায়ক পাঠের যে কোনো একটি রচনাংশ (পদ্য / গদ্য এবং পাঠ্য / পাঠ্যবহির্ভূত) থেকে বিরাম-চিহ্ন বাদ দিয়ে প্রশ্নপত্রে উদ্ধৃত করে তাতে উপযুক্ত বিরাম-চিহ্ন প্রয়োগ করতে বলা হবে। কোন্ বিরাম-চিহ্ন কোথায় কখন ব্যবহৃত হয় — কোনো প্রশ্নে তার ব্যাখ্যা চাওয়া হবে না।

৮. দ্বিতীয় পত্রের নির্মিতি -পর্যায়ে বাগ্‌ধারার প্রশ্নটিও হবে প্রয়োগমূলক। প্রশ্নে পর্ষদ্ নির্ধারিত ৫০ টি বাগ্‌ধারার তালিকা (দ্রষ্টব্য ঃ পরিশিষ্ট ১০.৩) থেকে কয়েকটি বাগ্‌ধারার উল্লেখ করে বাক্যে তার প্রয়োগ দেখাতে বলা হবে। উত্তরে বাগ্‌ধারার অর্থ বা তাৎপর্য আলাদা ভাবে উল্লেখ করার দরকার নেই। বাক্যটি এমনভাবে রচিত হবে যাতে তার থেকেই বাগ্‌ধারার অর্থ বা তাৎপর্য আপনা-আপনি ফুটে ওঠে। বাক্যের এই স্বতঃস্ফূর্ত অর্থদ্যোতনার সামর্থ্যের উপরই উত্তরের উৎকর্ষগত মানাঙ্ক নির্ধারণ করতে হবে।

৯. এতদিন প্রশ্নপত্রে প্রশ্নের ক্রম অঙ্ক ও বর্ণ মিলিয়ে নির্দেশ করা হত, যেমন ঃ ১(ক), ৫(ঙ), ৬ গ (আ) ইত্যাদি। কিন্তু এখন থেকে বিভিন্ন সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক প্রশ্নপত্রের রীতি অনুসারে প্রশ্নের ক্রম শুধু অঙ্ক (digit) দিয়ে নির্দেশ করা হবে। একটি মূল প্রশ্নের মধ্যে একাধিক অনুপ্রশ্ন থাকলে অনুপ্রশ্নগুলিকে মূল প্রশ্নের অঙ্কসংখ্যার পর দশমিক বিন্দু-চিহ্ন দিয়ে পর পর নির্দেশ করা হবে, যেমন ঃ ১.৩, ১.৩.১ ইত্যাদি। উত্তর লেখার সময় উত্তরপত্রে প্রশ্নের বা প্রশ্নের কোনো অংশের পুনর্লিখন না করে প্রথমে প্রশ্নের বিন্দুচিহ্নযুক্ত অঙ্কসংখ্যাটি লিখে ঠিক তার পর থেকেই উত্তর লেখা শুরু করতে হবে। এর ফলে সময়ের সাশ্রয় হবে। শ্রেণিকক্ষে উত্তরের অনুশীলন করানোর সময় এ ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের অভ্যস্ত করাতে হবে।

১০. শ্রেণিকক্ষে উত্তরের অনুশীলন করানোর সময় একদিকে যেমন ছাত্রছাত্রীদের নিজের ভাষায় লিখতে উৎসাহিত করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি প্রশ্নপত্রে নির্দেশিত উত্তরের বাক্যসীমা /শব্দসীমা বজায় রাখার ব্যাপারে অভ্যস্ত করাতে হবে।

অধ্যায় ৮

প্রথম পত্র ঃ নমুনা -প্রশ্নাবলি

(নির্বাচিত নমুনা -উত্তরসহ)

[ক] ২ নম্বরের প্রশ্নগুচ্ছ

১. অনধিক তিনটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ

১.১ ' পতিত হেরিয়া কাঁদে ' কবিতায় কবি নিজেকে ' বঞ্চিত ' বলেছেন কেন ?

১.২ ' কহো, মহারথী, এ কি মহারথীপ্রথা ?'— বক্তা শ্রোতাকে এ কথা বলেছেন কেন ?

১.৩ ' একে একে মনে উদিল স্মরণে বালককালের কথা ' — বালককালের কোন্ কোন্ কথা বক্তার মনে পড়েছে ?

১.৪ ' তবু ওরাই আশার খনি ' — ' ছেলের দল ' কবিতায় কবি এখানে 'তবু ' শব্দটি কেন ব্যবহার করেছেন ?

১.৫ ' অন্ধকারে জেগে উঠে ..... চেয়ে দেখি ' — অন্ধকারে জেগে উঠে কবি কী কী দেখতে পান ?

১.৬ ' রে অগ্রদূত, ভাঙতে এবার আসছে কি জাঠ কালাপাহাড় ?' কালাপাহাড় এবার কী কী ভাঙতে আসছে বলে কবি আশা করছেন ?

১.৭ ' সারা বাড়ি ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা ' — এত সোনা বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন ?

১.৮ ' কবে আমি বড়ো হয়ে তাকে ছেড়ে চলে আসি ' — কবি বড়ো হয়ে 'তাকে ' ছেড়ে চলে আসেন কেন ?

১.৯ ' সেই গল্পের ভিতরে একটি শিশুও ছিল ' — গল্পের অন্যান্য চরিত্র থেকে শিশুটির স্বাতন্ত্র্য বোঝাতে কবি কী কী বিশেষণ ব্যবহার করেছেন ?

১.১০ ' তাই আজ আমার বিশ্বাস ,

শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস ' — কোন্ নির্দিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষাপটে কবি সুকান্ত রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিটির উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তা উল্লেখ করো।

নমুনা উত্তর ঃ ১.১০ কবি সুকান্ত রবীন্দ্রনাথের যে কবিতার পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করেছেন সেই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন চারদিকে অশুভ শক্তির প্রভাব বাড়লে তখন শান্তির বদলে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করা দরকার। দুর্ভিক্ষের কবি সুকান্তও লক্ষ করেছেন যে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য চারদিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে । এই প্রস্তুতির ঘটনার প্রেক্ষাপটে কবি সুকান্ত রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।

[খ] ৫ নম্বরের প্রশ্নগুচ্ছ

২. কমবেশি ৬ টি বাক্যে উত্তর দাও ঃ

২.১ ‘ পতিত হেরিয়া কাঁদে ’ কবিতায় কবি গৌরাঙ্গের দেহসৌন্দর্যের কী বর্ণনা দিয়েছেন ? গৌরকে ‘সদয়’ ও গৌরের হৃদয়কে ‘রসময়’ বলার কারণ কী ? ২+৩

২.২ উত্তরিলা রথী ——

রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ আত্মজে

‘নহি দোষী আমি, বৎস’।

রাবণ- -আত্মজ রাবণ-অনুজের প্রতি কী দোষারোপ করেছেন ? রাবণ-অনুজ কীভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন ? ২+৩

২.৩ ‘ স্নেহের সে-দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা’ — ‘ স্নেহের সে-দান ’ বলতে এখানে কী বোঝানো হয়েছে ? ওই দানে বক্তার মাথা ঠেকানোর কারণ কী ? ৩+২

২.৪ ‘ আলাদিনের মায়ার প্রদীপ ওই আমাদের ছেলের দল ’ — ‘ আলাদিনের মায়ার প্রদীপ ’ কথাটির তাৎপর্য কী ? ‘ ছেলের দল ’ সম্পর্কে এ কথা বলার যুক্তি কী ? ২+৩

২.৫ ‘ আজকে প্রাণের গো-ভাগাড়ে উড়ছে শুধু চিল-শকুনি ’ — এখানে ‘গো-ভাগাড়’ ও ‘চিল-শকুনি’ শব্দ দুটির মধ্য দিয়ে কবি আসলে সমাজের কোন্ অবস্থার কথা বলতে চেয়েছেন ? এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তিনি কীসের উপর ভরসা করার কথা বলেছেন ? ৩+২

২.৬ ‘ দাদি যে তোমার খুশি হত দেখিতিস যদি চেয়ে ’ — দাদির খুশি হওয়ার কারণ কী ছিল ? খুশি হয়ে দাদি দাদুকে কীভাবে কী বলত ? তাতে দুজনের সম্পর্কের কী পরিচয় পাওয়া যেত ? ২+২+১

২.৭ ‘ এইসব নিশানা ধরেই
এখানে ফিরেছি আমি ’ — নিশানাগুলি কী ? কবি কোথায় ফেরার কথা বলেছেন ? ৩+ ২

২.৮ ‘ কিন্তু সেই শিশুটিকে আমি
ভিড়ের ভিতরে আজ কোথাও দেখছি না ’—

এখানে কীসের ভিড়ের কথা বলা হয়েছে ? শিশুটির অনুপস্থিত থাকার কারণ হিসাবে কী কী সম্ভাবনার কথা কবি অনুমান করেছেন ? ২+ ৩

২.৯ যদিও রক্তাক্ত দিন, তবু দৃপ্ত তোমার সৃষ্টিকে
এখনো প্রতিষ্ঠা করি আমার মনের দিকে দিকে —

‘ রক্তাক্ত দিন ’ বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন ? দিন ‘ রক্তাক্ত ’ হলেও কবি এখনও কেন রবীন্দ্রনাথের দৃপ্ত সৃষ্টিকে ‘ মনের দিকে দিকে ’ প্রতিষ্ঠা করেন ? ৩+ ২

২.১০ ‘ একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায় ’ — ইন্দ্রের সভায় বেহুলার নাচকে কবি ‘ ছিন্ন খঞ্জনার মতো ’ বলেছেন কেন ? এই নাচের মধ্যে কবি বাংলার কোন্ রূপের আভাস পেয়েছেন ? ৩+ ২

নমুনা উত্তর

২.৭ কিছু দুর্বাঘাসের ছোপ, ধানের গুচ্ছের চিহ্ন, কয়েকটি দোয়েল, ফিঙে, টুনটুনি পাখি আর প্রিয়জনের নরম হাসিমুখের আদর —এই সব ছিল কবির ঘরে ফেরার নিশানা।

তিনি ফিরেছিলেন “ জনম দুখিনির ঘর ”- এ , যেখান থেকে একদিন বড়ো হয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন দূরে। “ জনমদুখিনি ” র ঘর প্রকৃত পক্ষে কবির মাতৃভূমি জন্মভূমি। এই জন্মভূমি মায়ের সন্তান মাকে ছেড়ে দূরে চলে গিয়েছে, তাই কবি তাকে জনমদুখিনি অর্থাৎ চিরদুখিনি বলেছেন।

সেই ‘ জনমদুখিনী’র ঘরে কবির শৈশব কেটেছে জননীর আঁচলের হাওয়ায়, প্রদীপ জ্বলা অন্ধকার রাতে রূপকথার গল্প শুনে। বড়ো হয়ে বাস্তবের মুখোমুখি এক জটিল জীবনের পথে, কত টিলা, কুয়াশা আর বনবাদাড় পার হয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন রূপকথার শৈশব থেকে বহুদূরে।

এখন কিছু নিশানা দেখে কবির মনে পড়েছে তাঁর জন্মভূমি-মায়ের কথা। হারিয়ে যাওয়া শৈশবের স্মৃতির মধ্য দিয়ে তিনি ফিরেছেন সেই “ জনম দুখিনির ঘর ” - এ।

[গ] ১০ নম্বরের প্রশ্নগুচ্ছ

৩. কমবেশি ১৫টি বাক্যে উত্তর লেখো ঃ

৩.১ "পতিত হেরিয়া কাঁদে " কবিতায় মানবপ্রেমিক গৌরাঙ্গের যে পরিচয় পাওয়া যায় কবির বর্ণনা অনুসারে তা লেখো। ১০

৩.২ "বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিৎ " কবিতায় রাম ও বিভীষণের সম্পর্কে ইন্দ্রজিতের যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে প্রত্যেকের প্রতি ইন্দ্রজিতের দুটি করে মন্তব্য উল্লেখ করে আলোচনা করো। ১০

৩.৩ " রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি ।" — বক্তার এই উক্তির সত্যতা "দুই বিঘা জমি" কবিতায় কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে লেখো। ১০

৩.৪ " তবু ওরাই আশার খনি, —
সবার আগে ওদের গনি, "
— এই অংশে " তবু " এবং " আশার খনি" — কথা দুটি কবি কেন ব্যবহার করেছেন " ছেলের দল" কবিতা অনুসরণে বুঝিয়ে দাও। ১০

৩.৫ " বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি " — কবিতায় বাংলার রূপের যে পরিচয় কবি দিয়েছেন — সেটি বর্ণনা করো। ১০

৩.৬ " পারবি যেতে ভেদ করে এই চক্র পথের চক্রব্যূহ ? "
— ' চক্রপথের চক্রব্যূহ' কথাটি ব্যাখ্যা করে এর মধ্যেও কবি "পথের দিশা"-র যে ইঙ্গিত দিয়েছেন বুঝিয়ে দাও। ১০

৩.৭ " মাটিরে আমি যে বড়ো ভালোবাসি, মাটিতে মিশায়ে বুক, আয়- আয় দাদু, গলাগলি ধরি কেঁদে যদি হয় সুখ।"
— 'কবর ' কবিতা অবলম্বনে উদ্ধৃতাংশের তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও। ১০

৩.৮ " কবে আমি বড়ো হয়ে তাকে ছেড়ে চলে আসি
তবু তার আঁচলের হাওয়া আজও আমার নিভৃতে, "
— এর মধ্য দিয়ে কবি যা বলতে চেয়েছেন - তা ব্যাখ্যা করো। ১০

৩.৯ " উলঙ্গ রাজা " — কবিতায় সমাজের কোন্ পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে ? ১০

৩.১০ " রবীন্দ্রনাথের প্রতি " কবিতায় কোন্ কোন্ প্রসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে কবির মনে হয়েছে - " শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস "? ১০

নমুনা উত্তর

৩.২ ইন্দ্রজিতের অস্ত্রাগারের প্রবেশদ্বারে বাধাস্বরূপ দাঁড়িয়েছিলেন বিভীষণ। অস্ত্রাগারে প্রবেশ করতে না পেরে ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে যে কথাগুলি বলেছিলেন, তাতে রামের প্রতি তাঁর মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। বিভীষণের মুখে "রাঘবদাস আমি" এ কথা শুনে ইন্দ্রজিতের উক্তি —

" হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে !

রাঘবের দাস তুমি ?"

অর্থাৎ রামচন্দ্রকে ইন্দ্রজিৎ এতই অবজ্ঞা করেন যে রামের দাসত্ব করাটা তাঁর কাছে অত্যন্ত লজ্জাজনক কাজ। তাঁর মতে রামচন্দ্র এতই অধম যে বনের ধূর্তপ্রাণী শৃগাল ও নোংরাজলের শ্যাওলার সঙ্গে রামের নিকৃষ্টতার তুলনা হয়। রামানুজ লক্ষ্মণকে তিনি তস্কর, চন্ডাল ও ক্ষুদ্রজাতিনর ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছেন। লক্ষণের সম্বন্ধে ইন্দ্রজিতের মন্তব্যগুলির মধ্য দিয়ে রামের সম্বন্ধে তাঁর তাচ্ছিল্যপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। শক্তিমদে মত্ত রাম লঙ্কাপুরী আক্রমণ করে যে দুষ্কর্ম করেছেন তা বোঝাবার জন্য ইন্দ্রজিৎ বলেছেন —

" .... নন্দন কাননে

ভ্রমে দুরাচার দৈত্য ? প্রফুল্ল কমলে

কীটবাস ? "

নন্দনকাননের সৌন্দর্য নষ্ট করে যে দৈত্য, সুন্দর পদ্মফুলকে নষ্ট করে যে কীট, রামের বলবীর্য সেই দৈত্য আর কীটের মতই দুষ্টকর্ম সাধনে রত।

ইন্দ্রজিতের যে মনোভাব ঐ উক্তির মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে — তাতে রামের প্রতি প্রবল ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে।

ইন্দ্রজিতের নানান কথায় বোঝা যায় যে, বিভীষণকে তিনি কুলত্যাগী, বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহী রূপে তিরস্কারযোগ্য মনে করেন। নিকষা সতীর পুত্র, রাক্ষসরাজ রাবণ ও বীর কুম্ভকর্ণের ভাই এবং বাসববিজয়ী ইন্দ্রজিতের খুল্লতাত বিভীষণের লক্ষ্মণকে যজ্ঞাগারের পথ দেখানো উচিত হয়নি বলে

ইন্দ্রজিৎ মনে করেন — তাই তিরস্কার করে বলেন —

" নিজগৃহপথ, তাত দেখাও তস্করে ?

চন্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?"

ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে 'মহারথী' 'রক্ষোমণি', 'ধর্মপথগামী' বলে সম্বোধন করেছেন। এতে বোঝা যায় যে ইন্দ্রজিৎ - বিভীষণকে একজন ধার্মিক, গুণবান ও রাক্ষসবংশের মহাবীর বলে মানেন। সেই বিভীষণের অন্যায় আচরণে ইন্দ্রজিতের মনে হয়েছে যে নীচ-প্রাণ রামের প্রভাবেই বিভীষণ বর্বরতা শিখেছেন। বিস্মিত ইন্দ্রজিতের উক্তি —

" হেন সহবাসে —
হে পিতৃব্য বর্বরতা কেন না শিখিবে ?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি "।

যে বিভীষণ রামচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও স্বজাতিপ্রেমকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন তাঁর প্রতি ইন্দ্রজিতের কোনো শ্রদ্ধা নেই। তাঁকে ইন্দ্রজিৎ রামচন্দ্রের সমতুল্য একজন নীচ স্বভাবের ব্যক্তি বলে মনে করেন।

টীকার প্রশ্নগুচ্ছ

৪. উৎস নির্দেশ করে ৩/৪ টি বাক্যে টীকা লেখো ঃ

৪.১ নিছনি

৪.২ ডিক্রি

৪.৩ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার

৪.৪ নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ

৪.৫ দুরন্ত রোদের টিলা

৪.৬ কালাপাহাড়

৪.৭ হিবাচি

৪.৮ বেহুলা

৪.৯ আলাদিনের মায়ার প্রদীপ

৪.১০ ভাঙন-দেব

৪.১১ নাওয়াজ

৪.১২ আপাদমস্তক ভীতু

৪.১৩ জঠরের নিঃশব্দ ভ্রুকুটি

৪.১৪ স্বগত ভাবাবেগ

৪.১৫ নিন্দাবাদের বৃন্দাবন

নমুনা উত্তর

৪.৭ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ‘ ছেলের দল’ কবিতায় শব্দটির উল্লেখ করেছেন। এটি একটি জাপানি শব্দ, এর অর্থ চুল্লি বা আলো ও আগুনের উৎস। এই বিদেশি শব্দের মাধ্যমে কবি বলতে চেয়েছেন যে আমাদের দেশের তরুণ প্রজন্ম বিদেশি উৎস থেকে জ্ঞানের আলো সংগ্রহ করে কবজা-কল অর্থাৎ প্রযুক্তি -বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠছে।

সহায়ক পাঠের কবিতা অংশের প্রশ্নগুচ্ছ

৫. **কমবেশি ১৫টি বাক্যে উত্তর দাও ঃ**

৫.১ “ দুরন্ত আশা ” কবিতায় শান্ত নিরীহ বঙ্গবাসীর জীবনযাত্রার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে — সংক্ষেপে তার পরিচয় দাও।

এ প্রসঙ্গে কবির তির্যক দৃষ্টি কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে লেখো। ৬ + ৪ = ১০

৫.২ “ মৃত্যুঞ্জয় ” কবিতায় দুঃখ যখন দূরে থাকে তখন ‘দুঃখ’ সম্পর্কে কী মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে? দুঃখের আঘাত যখন আসে তখন কোন্ মানসিকতা প্রকাশ পায় ? ৬ + ৪ = ১০

৫.৩ “ সেই সুরে সুর মিলিয়ে ” — এখানে যে সুরের কথা বলা হয়েছে তার মূল সত্যটি বুঝিয়ে দাও। নতুন যুগে দেশবাসীর কী করণীয় — ‘করমের যুগ এসেছে’ কবিতা অনুসারে লেখো। ৪+ ৬

৫.৪ “ চম্পা” কবিতা অনুসরণে গ্রীষ্ম -প্রকৃতির রূপ বর্ণনা করো।

প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ‘চম্পার’ ফুটে ওঠা — এর মধ্যে জীবনের কোন্ সত্য প্রকাশ পেয়েছে ?

৬+ ৪

৫.৫ “ লোহার ব্যথা ” কবিতায় ইস্পাত তৈরির যে বর্ণনা আছে তার বিবরণ দাও।

“ লোহার ব্যথা ” কবিতায় সামাজিক পীড়নের যে রূপক আছে তার ব্যাখ্যা করো। ৬ + ৪

৫.৬ “সুখ যে দুখের ফুল ! ” — এই উক্তির সমর্থনে “ দুঃখের কবি ” কবিতা থেকে মানবজীবনের তিনটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করো।

“ দুঃখের কবি ” কথাটিকে কবি ‘সোনার পাথরবাটি’ বলেছেন কেন ? ৬ + ৪ = ১০

৫.৭ " ফ্যান " কবিতায় দুর্ভিক্ষের যে ছবি আছে তার বর্ণনা দাও ।

ক্ষুধাতুর মানুষকে 'অন্ন ছেঁকে ' শুধু ফ্যানটুকু দেওয়া — এ কাজকে কবি পৈশাচিক ও নিষ্ঠুর মনে করেন কেন ? ৬ + ৪ =১০

৫.৮ 'ক্ষুধা' কবিতায় আমাদের স্বাধীনতা লাভের যে মূল্যায়ন কবি করেছেন তার পরিচয় দাও।

'ক্ষুধা' কবিতায় দেশভক্ত মহানায়কদের প্রতি কবির ব্যঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে এমন দুটি কথা উদ্ধৃত করো। ৬ + ৪ =১০

৫.৯ " চিঠি " কবিতায় পাবনায় বন্যার খবর শুনে উদ্বাস্তু রমণী সরলার মায়ের মনে কী কী চিন্তার উদয় হয়েছে - লেখো ।

" শিরায় শিরায় ওতপ্রোত আশ্চর্য চেতনা " — এই আশ্চর্য চেতনাটি কী ? ৬ + ৪ =১০

৫.১০ " স্বাগত " কবিতায় পরিত্যক্ত শূন্যতার যে ছবি আছে তার বর্ণনা দাও।

কবিতায় কাকে স্বাগত জানানো হয়েছে ? ৬ + ৪ =১০

নমুনা- উত্তর

৫.৪ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ' চম্পা ' কবিতায় গ্রীষ্ম-প্রকৃতির শূন্য, শুষ্ক, বিষণ্ণ রূপের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রতাপ প্রকৃতির সব রস শোষণ করেছে। পত্রমর্মরে মুখরিত থাকত যে বনভূমি সেখানে এখন কদাচিৎ মর্মরধ্বনি শোনা যায়। কুঞ্জগুলি শ্যামলিমা হারিয়ে বিষণ্ণ রূপ ধারণ করেছে। তাপ-ক্লান্ত কোকিল এখন ঘনঘন কুহুরব করেনা , শুধু মাঝে মাঝে তার ডাক শোনা যায়। জলাশয়গুলি রৌদ্রতাপে শুকিয়ে জলশূন্য, শুষ্ক । স্থলভূমিতেও শূন্যতা — প্রচন্ড গরমে মাটি রসহীন, শস্যরিক্ত। এই শ্যামলিমা-হীন গ্রীষ্মপ্রকৃতির বুকে ফুটেছে একমাত্র ফুল — রৌদ্রবর্ণ, সৌরভভরা 'চম্পা'।

গ্রীষ্মের প্রখর তাপে শুষ্ক বনভূমিতে যখন সবুজপ্রাণের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়, ত খন সেই প্রতিকূল পরিবেশে একমাত্র 'চম্পা'ই পেরেছিল ফুটে উঠতে । কারণ সববিঘ্নকে তুচ্ছ করে ফুটে উঠবার সংকল্পে সেই ছিল অবিচল আর গ্রীষ্মপ্রকৃতির মধ্যে একমাত্র সেই বুঝতে পেরেছিল প্রাণশক্তির উৎস সূর্যের মহিমাকে। সূর্যের তেজ থেকেই লাবণ্য ও সৌরভ নিয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছিল 'চম্পা'।

জীবনে সফলতা লাভের জন্য দরকার কঠিন সংকল্পে স্থির থাকা আর মহত্ত্বের শক্তিতে অনুপ্রেরণা লাভ করা— জীবনের এই সত্যই 'চম্পা'র দৃষ্টান্তে প্রকাশ পেয়েছে। জীবনে যখন সংকট ও বাধা-বিঘ্ন এসে অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে দেয় তখন হতাশা ও বিষণ্ণতাকে প্রাধান্য না দেওয়াই উচিত। সেই

দুঃসময়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে অবিচল থেকে মহৎ ব্যক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে হয়। তবেই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে সফল হওয়া সম্ভব।

৬. যে-কোনো একটি বিষয়ে পাঁচশো শব্দের মধ্যে একটি প্রবন্ধ লেখো ঃ ২০

[প্রথম নমুনা]

৬.১ দেশগঠনে ছাত্র-ছাত্রীদের ভূমিকা।

৬.২ একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি বিজ্ঞানী।

৬.৩ টেলিভিশনের ভালো-মন্দ।

৬.৪ তোমার জীবনের লক্ষ্য।

[দ্বিতীয় নমুনা]

৬.১ পরিবেশ-রক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা।

৬.২ বাংলার উৎসব।

৬.৩ আধুনিক জীবনে বিজ্ঞান বনাম কুসংস্কার।

৬.৪ তোমার জীবনের একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

[তৃতীয় নমুনা]

৬.১ বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ ;

৬.২ একটি ছুটির দিন ;

৬.৩ পরিবেশ পরিষেবায় অরণ্য ;

৬.৪ জাতীয় সংহতি ;

৭. চলিত গদ্যে অনুবাদ করো ঃ ১০

[প্রথম নমুনা]

One morning a monk went out to beg for food. He met a farmer and asked for some alms. But the farmer refused to help him saying, "I plough my field, sow the seeds and gather the grain. Thus it is only by working hard that I get my livelihood. But how can you obtain yours, since you neither plough nor sow ?"

[দ্বিতীয় নমুনা]

Last saturday was a memorable day in my life. I went to the rive for taking my bath as usual. The bathing ghat was not crowded then. Only two boys were bathing in the river at the time. Suddenly one of them fell in deep water and he cried out for help. Hearing that I was puzzled for a few seconds. Then I tried to help him.

[তৃতীয় নমুনা]

Once on a summer day a poor cap-seller was going to fair for selling caps. Being tired he sat under the shade of a tree leaving behind him his basket containing caps. The gentle breeze mad him drowsy and soon he fell asleep. After a while he suddenly woke up and was surprised to find that there was not a single cap left in the basket. Then he began to cry.

৮. যে কোনো একটির উত্তর দাও

[প্রথম নমুনা]

৮.১ ভাবার্থ লেখো ঃ [প্রদত্ত রচনাংশের এক তৃতীয়াংশ আয়তনের মধ্যে] ৫

শিক্ষিত লোকের মনে অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রতি একটা অস্থিমজ্জাগত অবজ্ঞা আছে। যথার্থ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর গ্রামবাসীদের সংসর্গ করা তাদের পক্ষে কঠিন। আমরা ভদ্রলোক, সেই ভদ্রলোকদের সমস্ত দাবি আমরা নীচের লোকদের কাছ থেকে আদায় করব, এ কথা আমরা ভুলতে পারিনে। আমরা তাদের হিত করতে এসেছি, এটাকে তারা পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করে এক মুহূর্তে আমাদের পদানত হবে। আমরা যা বলব তাই মাথায় করে নেবে, এ আমরা প্রত্যাশা করি। কিন্তু ঘটে উল্টো। গ্রামের চাষিরা ভদ্রলোকদের বিশ্বাস করে না। তারা তাদের আবির্ভাবকে উৎপাত এবং তাদের মতলবকে মন্দ বলে গোড়াতেই ধরে নেয়। দোষ দেওয়া যায় না , কারণ, যারা উপরে থাকে তারা অকারণে উপকার করবার জন্যে নীচে নেমে আসে এমন ঘটনা তারা সর্বদা দেখে না — উল্টোটাই দেখতে পায় । তাই, যাদের বুদ্ধি কম তারা বুদ্ধিমানকে ভয় করে । গোড়াকার এই অবিশ্বাসকে এই বাধাকে নম্রভাবে স্বীকার করে নিয়ে যারা কাজ করতে পারে, তারাই এ কাজের যোগ্য।

[দ্বিতীয় নমুনা]

৮.১ ভাবার্থ লেখো ঃ ৫

দেশের মঙ্গল ? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল ? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ ? তুমি আমি দেশের কয়জন ? আর এই কৃষিজীবী কয়জন ? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে ? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ — দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন্ কাজ হইতে পারে ? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে ? কী না হইবে ? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোনো মঙ্গল নাই।

[তৃতীয় নমুনা]

৮.১ ভাবার্থ লেখো ঃ ৫

দেশের জন্য মন কেমন করা একটি অতি চমৎকার অনুভূতি। যারা চিরকাল এক জায়গায় কাটায়, স্বগ্রাম ও তাহার নিকটবর্তী স্থান ছাড়িয়া নড়ে না — তাহারা জানে না ইহার বৈচিত্র্য। দূর প্রবাসে আত্মীয়স্বজনশূন্য স্থানে দীর্ঘদিন যে বাস করিয়াছে, সে জানে বাংলাদেশের জন্য, বাঙালির জন্য, নিজের গ্রামের জন্য দেশের প্রিয় আত্মীয়স্বজনের জন্য মন কীরকম হু হু করে, অতি তুচ্ছ পুরাতন ঘটনাও তখন অপূর্ব বলিয়া মনে হয় — মনে হয় যাহা হইয়া গিয়াছে, জীবনে আর তাহা হইবার নহে — পৃথিবী উদাস হইয়া যায়, বাংলা দেশের প্রত্যেক জিনিসটা অত্যন্ত প্রিয় হইয়া ওঠে। এখানে বছরের পর বছর কাটাইয়া আমারও ঠিক সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। ...... এই জনশূন্য পাহাড়-জঙ্গলে, বাঘ ভালুক , নীল গাইয়ের দেশে মাসের পর মাস , বছরের পর বছর একা কাটানো যে কী কষ্ট ! প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে এক- এক সময়, বাংলা দেশ ভুলিয়া গিয়াছি, কতকাল দুর্গোৎসব দেখি নাই, চড়কের ঢাক শুনি নাই, দেবালয়ের ধুনাগুগ্‌গুলের সৌরভ পাই নাই বৈশাখী প্রভাতে পাখির কলকূজন উপভোগ করি নাই — বাংলার গৃহস্থালির যে শান্ত ঘরকন্না ..... সে সব যেন বিস্মৃত অতীত এক জীবন-স্বপ্ন ।

[প্রথম নমুনা]

৮.২ ভাবসম্প্রসারণ করো ঃ (কমবেশি ১০ বাক্যে) ৫

বোলতা কহিল , ‘ এ যে ক্ষুদ্র মউচাক,
এরি তরে মধুকর এত করে জাঁক ! ’
মধুকর কহে তারে, ‘তুমি এসো ভাই,
আরো ক্ষুদ্র মউচাক রচো, দেখে যাই ।’

[দ্বিতীয় নমুনা]

৮.২ ভাবসম্প্রসারণ করো ঃ ৫

পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না, পরের জন্য তোমার হৃদয়- কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও ।

[তৃতীয় নমুনা]

৮.২ ভাবসম্প্রসারণ করো ঃ ৫

' কে লইবে মোর কার্য কহে সন্ধ্যারবি।
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, 'স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি। '

৯. যে কোনো একটির উত্তর দাও ঃ (কমবেশি ১০ বাক্যে)

৯.১ প্রতিবেদন রচনা

৯.১.১ তোমার এলাকায় শব্দদূষণ সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের জন্য একটি প্রতিবেদন লেখো ।

৯.১.২ তোমাদের ক্লাবের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে।.সংবাদপত্রের জন্য এই অনুষ্ঠানের একটি প্রতিবেদন লেখো ।

৯.১.৩ তোমার দেখা একটি নাট্যাভিনয় সম্পর্কে সংবাদপত্রের জন্য একটি প্রতিবেদন লেখো।

৯.২ সভার কার্য বিবরণী

৯.২.১ বিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশের জন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই সভার একটি কার্য বিবরণী রচনা করো।

৯.২.২ পরিবেশ সমিতির (ইকো ক্লাব) একটি সভার কার্য বিবরণী রচনা করো।

৯.২.৩ স্টুডেন্টস্ হেলথ হোম - এর বিদ্যালয় শাখার একটি সভার কার্যবিবরণী রচনা করো।

দ্বিতীয় পত্র ঃ নমুনা প্রশ্নাবলি

পাঠসংকলন ঃ গদ্যাংশ

২ নম্বরের প্রশ্নগুচ্ছ

[১] প্রতিটির উত্তর অনধিক ৩টি বাক্যে লেখো ঃ

১.১ ' সভ্যজাতির ' লোকটির প্রতি ' অসভ্যজাতীয় ' লোকটির বক্তব্য কী ছিল লেখো।

১.২ সাগর সঙ্গম থেকে ফেরার পথে মাঝিরা দিক নিরূপণ করতে পারে নি কেন ?

১.৩ মৃত্যু আসন্ন — এই ভয়ে যাত্রীদের মধ্যে সাধারণভাবে কী কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ?

১.৪ লেখক নদীকে এমন একটি প্রশ্ন করেছিলেন যার উত্তর শুনে লেখকের ভগীরথের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। — সেই প্রশ্ন এবং উত্তর উদ্ধৃত করো।

১.৫ ' ঘর ও বাহির' রচনায় পাখি সম্বন্ধে যে কবিতাটি আছে পর পর তার দুটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করো।

১.৬ বোধোদয় পড়াবার সময় পন্ডিত মশাই আকাশ সম্বন্ধে কী বলেছিলেন ?

১.৭ বলাইয়ের কাকিমা ফোটো গ্রাফওয়ালাকে ডেকে আনতে বলেছিলেন কেন ?

১.৮ গাছের প্রতি বলাইয়ের গভীর মমতার পরিচয় আছে এমন একটি ঘটনার উল্লেখ করো।

১.৯ ' ওসব থাক মা ..... । ' — গফুর 'ওসব' রেখে যেতে চেয়েছিল কেন ?

১.১০ রহিম ফুলজানকে কী উদ্দেশ্যে তালাক দিয়েছিল ?

১.১১ বেঁচে থাকার জন্য জীবজগতের বায়ুর প্রয়োজন সব থেকে বেশি — লেখক এর কী কারণ দেখিয়েছেন ?

১.১২ পাঠ্যাংশ অবলম্বনে পরিবেশ দূষণের ৩টি কারণ দেখাও ।

১.১৩ " তখন তিনি হতবুদ্ধি হইয়া অধোবদনে দন্ডায়মান রহিলেন !"
— উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কেন ?

১.১৪ শ্যামের আঁকা খড়ির গন্ডীটাকে ' ঘর ও বাহির ' রচনার লেখক 'নিতান্ত অবিশ্বাসীর মতো উড়াইয়া দিতে পারিতেন না ' কেন ?

১.১৫ ' যে লেখাটি হুজুর পড়ে শোনালেন তার সব কথাটিই অতিশয় হক ' — এখানে যে লেখাটির কথা বলা হয়েছে সেটির বিষয়বস্তু কী ছিল ?

নমুনা-উত্তর

১.৬ বোধোদয় পড়াবার সময় পন্ডিত মশাই বলেছিলেন যে আকাশটায় নীল রঙের যে গোলক আছে সেটি কোনো বাধা নয়। সিঁড়ির পরে সিঁড়ি লাগিয়ে যতই উপরে ওঠা যাবে কোথাও মাথা ঠেকবেনা।

৫ নম্বরের প্রশ্নগুচ্ছ ঃ

[২] উত্তর কমবেশি ৬টি বাক্যে লেখো ঃ

২.১ ‘তখন সে নিতান্ত হতাশ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল’ — সে কোন্ আশায় কোথায় গিয়েছিল? তার হতাশ হবার কারণ কী ? ৩ + ২

২.২ ‘সাগরসংগমে নবকুমার’ রচনায় কোন্ কোন্ ঘটনা প্রসঙ্গে নৌকারোহী প্রাচীন ব্যক্তিটির কথা আছে ? ওই সব ঘটনায় ব্যক্তিটির স্বভাবের যে পরিচয় পাওয়া যায় নিজের ভাষায় তা লেখো । ২ + ৩

২.৩ ‘সমুদ্রে পতিত হইয়াও বারিবিন্দুগতির বিশ্রাম নাই ।’ — বারিবিন্দুগণ কোথা থেকে সমুদ্রে পতিত হয় ? তার পরেও তাদের বিশ্রাম নেই কেন ? ২ + ৩

২.৪ ‘কোম্পানির জলের কলের ধারা আসায় মনের মধ্যে পুলকশর বর্ষণ করিত ।’ — ‘জলের ধারা’ বলতে এখানে কী বোঝাচ্ছে ? তা কীভাবে লেখকের মনের মধ্যে ‘পুলকশর’ বর্ষণ করত ? ২ + ৩

২.৫ ‘গফুর কত কী যেন চিন্তা করিয়া হঠাৎ এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া ফেলিল ।’ — সমস্যাটি কী ? গফুর কীভাবে সমস্যাটির মীমাংসা করেছিল ? ২ + ৩

২.৬ ‘ওলডোনিয়ো লেঙ্গাই’ — এটি কোন্ ভাষার শব্দ ? বাংলায় এর অর্থ কী ? এই নামটি দেখে আলভারেজের কী মনে হয়েছিল ? ১ + ১+ ৩

২.৭ ‘অঁয় যেমন কায়দা করি মাইরবার চায়, মুইও বুদ্ধি করি বাঁইচমো’, — ‘অঁয়’ কী কায়দা করে মারতে চায় ? বক্তা কী বুদ্ধি করে বাঁচবে মনে করছে ? ২ + ৩

২.৮ ‘আগামী শতকে হয়তো বারবার বসুন্ধরা বৈঠকের প্রয়োজন হবে ।’ — ‘বসুন্ধরা বৈঠক’ কী ? বারবার এই বৈঠকের প্রয়োজন হবে কেন ? ২ + ৩

২.৯ ‘নোনাজল’ রচনায় ‘মিরকিন মুলুক’ কে ‘সোনার দেশ’ বলা হয়েছে কেন ? জাহাজের খালাসিদের ‘নুউক’ বন্দরে নামতে দেয় না কেন ? ৩ + ২

২.১০ ‘ সেই বিশ্বপ্রাণের বাণী কেমন একরকম করে আপনার রক্তের মধ্যে শুনতে পেয়েছিল ওই বলাই’ — বলাইয়ের কাছে বিশ্বপ্রাণের কোন্ বাণী কীভাবে এসে পৌঁছেছিল ? বলাই ‘ আপনার রক্তের মধ্যে ’ ওই বাণী শুনতে পেয়েছিল — এ কথার অর্থ কী ? ১ + ১+ ৩

২.১১ ‘ সেখানে একবার মিশে যেতে পারলে আর কোনো ভয় থাকে না’ — এখানে কোন্ ভয়ের কথা বলা হয়েছে ? সেখানে এক বার মিশে গেলে আর ভয় থাকে না কেন ? ২ + ৩

২.১২ ‘ বৃদ্ধ উগ্রভাবে কহিলেন, ব্যস্ত হব না ? ’ — বৃদ্ধের ব্যস্ত হওয়ার কারণ কী ? এই প্রসঙ্গে বৃদ্ধের স্বভাবের কী পরিচয় পাওয়া যায় ? ৩ + ২

২.১৩ “ আল্লা ! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, ”

— ‘ মহেশ ’ গল্পের গফুর আল্লার কাছে সাজা চেয়েছিল কেন ? আল্লার কাছে গফুর আর কী চেয়েছিল ?

নমুনা- উত্তর

২.৯ ‘ মিরকিন মুলুক ’ অর্থাৎ আমেরিকায় একজন অতি সাধারণ ভারতীয় শ্রমিকও কিছু না জেনেও শুধু কায়িক শ্রমের বিনিময়ে মাসে পাঁচ- সাতশো টাকা রোজগার করতে পারে। আফ্রিকা থেকে আগত কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের গায়ের জোর আরও বেশি। তাই তাদের রোজগারও অনেক বেশি। আমেরিকায় টাকা রোজগারের এই অঢেল সুযোগের জন্যই ‘ মিরকিন মুলুক’ কে সোনার দেশ বলা হয়েছে।

খালাসিদের বন্দরে নামতে দিলে তারা হয়ত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে এবং প্রাণভরে টাকা রোজগার করবে। তাতে মার্কিন শ্রমিকদের লোকসান হওয়ার ভয়ে খালাসিদের ‘নুউক’ বন্দরে নামতে দেয় না।

২.১৩ গ্রীষ্মকালের এক মধ্যাহ্নে তৃষ্ণা-কাতর মহেশ যখন আমিনার হাতের জলের কলশি ভেঙে ফেলে তৃষ্ণা মেটানোর চেষ্টা করেছিল তখনই জমিদার গৃহের লাঞ্ছনায় ক্লান্ত, অভুক্ত ও তৃষ্ণায় কাতর অবস্থায় গফুর দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মহেশের মাথায় আঘাত করলে মহেশের মৃত্যু হয়। সন্তানসম মহেশের মৃত্যু ঘটানোর অপরাধের জন্যই গফুর আল্লার দেওয়া “যত খুশি সাজা ” মাথা পেতে নিতে চেয়েছে।

ক্ষুধা, তৃষ্ণা মেটাবার জন্য আল্লার দেওয়া মাঠের ঘাস আর জলাশয়ে মহেশের যে অধিকার ছিল - তা থেকে তাকে বঞ্চিত করেছিল গ্রামের জমিদার ও সমাজপতিরা। জমিদার গোচর ভূমি জমাবিলি করায় মহেশের মাঠে চরা বন্ধ হয়েছিল আর মুসলমানধর্মী আমিনার জলাশয়ের জলস্পর্শ করা নিষিদ্ধ ছিল বলে তাদের ঘরে জলের অভাব হত।

সেইজন্য গফুর জমিদার ও গ্রাম্য সমাজপতিদের মহেশের মৃত্যুর জন্য দায়ী করে, তাদের অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি চেয়েছিল আল্লার কাছে।

১০ নম্বরের প্রশ্নগুচ্ছ ঃ

[৩] উত্তর কমবেশি ১৫টি বাক্যে লেখো ঃ

৩.১ " সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার বিষয়ে অসভ্য জাতি, সভ্যজাতি অপেক্ষা কত অংশে উৎকৃষ্ট।" —" সভ্য ও অসভ্য " রচনায় এই উক্তি কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লেখো । ১০

৩.২ প্রকৃতিপ্রেম, যুক্তিবাদী মন ও নেতৃত্বক্ষমতা — নব্যযুবকের চরিত্রের এই গুণগুলি কাহিনিতে কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে, " সাগর সঙ্গমে নবকুমার " রচনাটি অনুসরণ করে আলোচনা করো। ১০

৩.৩ " শিব ও রুদ্র । রক্ষক ও সংহারক ।"

— এই উক্তি অনুসারে, " ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে " রচনায় সৃষ্টি ও ধ্বংসের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তার বর্ণনা দাও । ১০

৩.৪ " ঘর ও বাহির " রচনায় লেখকের দেখা পুকুরটিকে ঘিরে যে চলমান ছবিগুলি আঁকা হয়েছে সংক্ষেপে তাদের বর্ণনা দাও। ১০

৩.৫ যে ব্যথাগুলি বলাই-এর নিজস্ব, সেগুলো যে অন্যদের ব্যথা হয়ে উঠতে পারেনা তার মূল কারণটি নির্দেশ করে বলাই চরিত্রের পরিচয় দাও। ১০

৩.৬ 'মহেশ' কে কেন্দ্র করে আমিনা ও গফুরের মধ্যে যে ছলনার অভিনয় হয়েছিল তাতে ছলনাটি কী - বুঝিয়ে দাও । ১০

৩.৭ মাঝরাতে বিপদের আশঙ্কায় বনের প্রাণীদের মধ্যে যে চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল " অগ্নিদেবের শয্যা" রচনা অবলম্বন করে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ১০

৩.৮ আকাল কীভাবে রহিম ও ফুলজানের জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল " ছেঁড়া তার " রচনা অবলম্বনে লেখো । ১০

৩.৯ " নোনাজল " রচনায় সমীরুদ্দি ও লেখকের কথোপকথন থেকে সমীরুদ্দির চরিত্রের পরিচয় দাও। ১০

৩.১০ " পরিবেশ দূষণ " রচনা অনুসারে শব্দদূষণের কারণ, তার ক্ষতিকর দিকগুলি এবং প্রতিকারের উপায়গুলি উল্লেখ করো। ১০

৩.১১ " হারুন সালেমের মাসি" গল্পে গৌরবির মাতৃহৃদয়ের যে বৈশিষ্ট্য ফুটেছে তার পরিচয় দাও। ১০

নমুনা-উত্তর

৩.২ বঙ্কিমচন্দ্রের " সাগর সঙ্গমে নবকুমার " রচনায় নব্যযুবক নবকুমার একজন প্রকৃতিপ্রেমিক। তিনি অন্যান্য নৌকাযাত্রীদের মত শুধু পুণ্যলাভের জন্য তীর্থদর্শনে যাননি, তিনি সাগরসঙ্গমে গিয়েছিলেন সমুদ্র দেখবেন এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। সমুদ্র দেখে তিনি বিহ্বল হয়ে বলেছেন " আহা ! কী দেখিলাম !" আর এ দৃশ্য তিনি জন্ম জন্মান্তরেও ভুলবেন না।

তিনি যুক্তিবাদীমনের অধিকারী। কুয়াশায় দিগ্‌ভ্রান্ত নৌকার মাঝিরা নৌকার অগ্রগতি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দিতে অক্ষম হলে নৌকার একজন প্রবীণ যাত্রী ক্রুদ্ধ হয়ে তিরস্কার করেছিলেন। তখন নবকুমার যুক্তিসম্মত ভাবেই বিবেচনা করে বুঝেছিলেন যে ঐ কুয়াশায় নৌকার গতিবেগ পরিমাপ করা সাধারণ নৌকার মাঝি শুধু নয় পন্ডিতদের পক্ষেও অসাধ্য। এছাড়া পরকালের কর্ম করার জন্য সাংসারিক দায়িত্ব ফেলে রেখে দূরদেশে তীর্থদর্শনে যাওয়ার দরকার হয়না, গৃহে থেকেই ধর্মসাধনা করে পুণ্যলাভ করা যায় — প্রবীণ যাত্রীর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বলা নবকুমারের এই অভিমতটিও যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তববুদ্ধিসম্মত।

কাহিনিতে দেখা যায় নবকুমারের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতাও ছিল। দিক্-হারিয়ে বার-দরিয়ায় নৌকা চলে যেতে পারে এই সম্ভবনা কথা মনে করে, মাঝিরা যখন ভীত-সন্ত্রস্ত, যাত্রীরা মৃত্যুভয়ে ক্রন্দন ও কোলাহল রত তখন নবকুমার বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় চিন্তা করে নৌকার মাঝিদের পরিচালনা করেছেন। অল্প কিছু পরে রোদ উঠবে ও কুয়াশা কেটে যাবে বুঝতে পেরে তিনি মাঝিদের নৌকাচালনা বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিলেন। তাঁর এই সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের ফলেই স্রোতের স্বাভাবিক গতিতে ভেসে নৌকাটি মোহানায় পৌঁছেছিল, কিন্তু দাঁড় টেনে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বাহির-সমুদ্রে চলে যায়নি।

[৪] উৎস নির্দেশ করে টীকা লেখো ঃ (৩-৪ টি বাক্যে)

৪.১ Comedy of Errors

৪.২ পাঁচপিরের নাম

৪.৩ বোধোদয়

৪.৪ খোঁয়াড়

৪.৫ লঙ্গর খানা

৪.৬ বসুন্ধরা বৈঠক

৪.৭ শত শত শঙ্খনাদ

৪.৮ দিলরুবা

৪.৯ অপস্বর

৪.১০ তর্করত্ন

৪.১১ সীতার সর্বনাশ

৪.১২ ব্যাঙ্গমা - ব্যাঙ্গমি

৪.১৩ কোমল গান্ধার

৪.১৪ অগ্নিলীলা

৪.১৫ রূপদর্শী

৪.১৬ সারেং

৪.১৭ বউ-কাল

৪.১৮ হরতনি ছাঁদ

৪.১৯ ছেলের হাতের আগুন

৪.২০ খুঁটির জোর

৪.২১ আদিম নিবাসী

নমুনা উত্তর

৪.৮ "অপস্বর" শব্দটি সূর্যেন্দুবিকাশ কর মহাপাত্রের 'পরিবেশ দূষণ' প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। আমাদের পরিবেশে যেসব ক্ষতিকর শব্দ শোনা যায় তাকেই লেখক 'অপস্বর' বলেছেন। অপস্বর শুধু কানেরই ক্ষতি করে না, হৃদযন্ত্র, রক্তচাপ ও স্নায়ুতন্ত্রের বিকলতাতেও অপস্বরের ক্ষতিকর প্রভাব লক্ষ করা যায়।

[৫] সহায়ক পাঠ — গদ্যের প্রশ্নগুচ্ছ ঃ উত্তর কমবেশি ১৫টি বাক্যে লেখো ঃ

৫.১ 'সওগাত' গল্পে পারিবারিক জীবনের কোন্ ছবি ফুটে উঠছে ? মায়ের 'হাতের জিনিস' কথাটির মধ্যে যে ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো। ৫ + ৫

৫.২ 'অসহযোগী' গল্পের হর্ষনাথ চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দাও। এই গল্পে 'অসহযোগী' কে — ক্ষুধার্ত মানুষদের খাওয়াতে অনিচ্ছুক হর্ষনাথ, না অন্য কেউ বুঝিয়ে দাও। ৫ + ৫

৫.৩ "দেবতার জন্ম" গল্পে একটি পাথরের দেবতায় পরিণত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখক মানুষের কুসংস্কার- প্রবণতার যে পরিচয় দিয়েছেন নিজের ভাষায় তা বর্ণনা করো। 'ত্রিলোকেশ্বর শিবের নিস্তলতার ইতিহাস' সবাইকে ডেকে না বলার যেসব কারণ লেখক উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে কৌতুকরস ও ব্যঙ্গ কীভাবে ফুটে উঠেছে? ৫ + ৫

৫.৪ "দুধের দাম" গল্পে বৃদ্ধা যাত্রীর প্রতি রেলযাত্রীদের কথাবার্তা ও আচরণের মধ্যে সমাজের যে ছবি পাওয়া যায় নিজের ভাষায় তার বর্ণনা দাও। এই গল্পের শেষ অংশে 'কুলি' ও 'বৃদ্ধা'র কথোপকথনের মধ্য দিয়ে মানবিক মূল্যবোধ কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে? ৫ + ৫

৫.৫ সময়ের আগে সিটি দেওয়া, টাকা পেমেন্টে অতি-সতর্কতা ও চিমনির ধোঁয়া দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা — এই সব ঘটনার মধ্যে খাজাঞ্চিবাবুর চরিত্রের কী পরিচয় পাওয়া যায় ? এই গল্পে কারখানার ব্যবস্থাপনায় নুতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব কীভাবে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন ? ৫ + ৫

৫.৬ 'অযান্ত্রিক' গল্পে দুর্গম অভ্রখনি অঞ্চলের জীবনযাত্রার যে চিত্র পাওয়া যায় তার বর্ণনা দাও। গল্পের মধ্যে জগদ্দলের সঙ্গে বিমলের আত্মিক সম্পর্কের যে পরিচয় পাওয়া যায় — তার পরিচয় দাও। ৫ + ৫

৫.৭ " বঙ্কুবাবুর বন্ধু " গল্পে শ্রীপতিবাবুর বাড়ির আড্ডার মধ্যে সমাজের কোন্ পরিচয় পাওয়া যায় ? অ্যাং- এর সঙ্গে দেখা হবার পর বঙ্কুবাবুর আচরণে কী পরিবর্তন হয়েছিল ? ৫ + ৫

৫.৮ ' মুক্তির কাঁটা ' গল্পে বংশীর দারিদ্র্য পীড়িত জীবনের পরিচয় দাও । প্রসঙ্গক্রমে 'মুক্তির কাঁটা' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো । ৫ + ৫

নমুনা উত্তর

৫.৬ সুবোধ ঘোষের ' অযান্ত্রিক ' গল্পের পটভূমি বিহারের অভ্রখনি অঞ্চলটি ভাঙাচোরা, ভয়াবহ জঙ্গলেভরা পথ ও পাহাড়ি ঘাটের আঁকাবাঁকা চড়াইয়ের জন্য অত্যন্ত দুর্গম। পথের দুর্গমতার জন্য ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের ঝকঝকে নতুন মডেলের গাড়িগুলি ওই পথে ঘোর বর্ষার রাতে যেতে চায় না। একটিমাত্র পুরোনো মডেলের ভাঙা ফোর্ড-গাড়িটি বিকট শব্দ করে দুরন্ত গতিতে অন্ধকারে দুর্গম পথে যাতাযাত করে। কার্তিক পূর্ণিমায় ঐ অঞ্চলের নরসিংহ দেবের মন্দিরের মেলায় যাত্রীরা নতুন গাড়িগুলি করে চলে গেলে সস্তা ভাড়ায় অতিরিক্ত যাত্রী বহন করে দরিদ্র গ্রামের মানুষদের নিয়ে যায় পুরোনো গাড়িটা । ঝরঝরে আকৃতি ও বিকট শব্দের জন্য ঐ অঞ্চলের মানুষরা গাড়িটিকে নিয়ে হাসিঠাট্টা ও সমালোচনা করে। গাড়ির চালক বিমল ধানবাদে পুরির দাম বেশি বলেই সারাদিন না খেয়ে পরের দিন গয়ায় সস্তায় পুরি কিনে খায় কিন্তু নিজের গাড়ির জন্য বেশি খরচ করতে কৃপণতা করেনা। সেখানে দোকানে দোকানে সন্ধ্যাবেলায় পেট্রোম্যাক্সের আলো জ্বলে, ময়রার দোকানের উনুন থেকে ধোঁয়া ওঠে, পানের দোকানে বোতলে লালজল বিক্রি হয়, কর্মক্লান্ত মানুষরা মহুয়া খায়।

'অযান্ত্রিক' গল্পে 'জগদ্দল' নামে জীর্ণদশা পুরোনো ফোর্ড গাড়িটির সাহায্যে দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে চালক ও মালিক বিমল জীবিকার সংস্থান করেছে। সেইজন্যই গাড়িটিকে বিমলের সেবক, বন্ধু ও অন্নদাতা বলা হয়েছে। বিমল তার জগদ্দলের নামে নিন্দা শুনে দুঃখ পায়, রেগে যায় আর গাড়িকে স্নেহের স্বরে সান্ত্বনা দিয়ে বলে — "কুছ পরোয়া নেই জগদ্দল। আমি আর তুই আছি"। জগদ্দলের প্রতি বিমলের ব্যবহার দেখে যারা বলে "লোকটাও একটা যন্ত্র", তারা গাড়ির সঙ্গে বিমলের ভালোবাসার সম্পর্কটা বুঝতে পারে না।

বিমল জগদ্দলকে তেল, জল খাওয়ায়, ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে, যন্ত্রাংশ জুড়ে জুড়ে অসুখ সারায়, নিজের বিছানাপত্র ঢাকা দিয়ে তাকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে। জগদ্দলের সঙ্গে বিমল একান্তে আপনমনে নানা কথা বলে। "ভারি তেষ্টা পেয়েছে নারে জগদ্দল ?", "কী করব জগদ্দল ! এবার তালি দিয়েই কাজ চালা", "চল বাবা জগদ্দল ! একবার পক্ষীরাজের মতো ছাড় তো পাখা !" — বিমলের এই ধরনের নানা কথায় বোঝা যায় যে সে জগদ্দলকে একটি জড়পদার্থ বলে গ্রহণ করেনি। জগদ্দল যেন একটি মানবিক চরিত্র রূপেই বিমলের আত্মীয়ের স্থান পেয়েছে।

নমুনা - প্রশ্ন

দ্বিতীয় পত্র ঃ ব্যাকরণ

৬. পাঠ্যাংশগত ব্যাকরণ

৬.১ নীচের উদ্ধৃতিগুলিতে যেসব সন্ধিবদ্ধ পদ আছে সেগুলির সন্ধি বিচ্ছেদ করো (যেকোনো দুটি ঃ) ১ × ২

৬.১.১ কহিলা বীরেন্দ্র বলী (বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিৎ)।

৬.১.২ কত হেরিলাম মনোহর ধাম (দুই বিঘা জমি)।

৬.১.৩ উঠবি কি তুই পাষাণ ফুঁড়ে বনস্পতি মহিরুহ ? (পথের দিশা)

৬.১.৪ রাজবস্ত্র সত্যিই অতীব সূক্ষ্ম (উলঙ্গ রাজা)

৬.১.৫ যদিও রক্তাক্ত দিন, তবু দৃপ্ত তোমার সৃষ্টিকে ...... (রবীন্দ্রনাথের প্রতি)।

৬.১.৬ তিনি ... ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন (সভ্য ও অসভ্য)।

৬.১.৭ অন্ধকাররাশি হইতে দিঙ্মন্ডল একবোরে বিমুক্ত হইয়াছে (সাগর সংগমে নবকুমার)

৬.১.৮ অর্ধোন্মীলিত নেত্রে দেখিলাম (ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে)।

৬.১.৯ মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে .... তাহাতে ঝাড় টাঙানো হইত। (ঘর ও বাহির)।

৬.১.১০ তেজস্ক্রিয়ার বিকিরণ ক্যানসার ঘটায় (পরিবেশ দূষণ)।

৬.২ নীচের উদ্ধৃতিগুলিতে যেসব সমাসবদ্ধ পদ আছে সেগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো (যে কোনো দুটি): ১ × ২

৬.২.১ গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি (পতিত হেরিয়া কাঁদে)।

৬.২.২ অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে (বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিৎ)।

৬.২.৩ ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি (দুই বিঘা জমি)।

৬.২.৪ কী করব বাবাঠাকুর। বড়ো লাচারে পড়ে গেছি (মহেশ)।

৬.২.৫ কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ (বলাই)।

৬.২.৬ মিশকালা আদমিও সেখানে তার চেয়েও বেশি কামায় (নোনাজল)।

৬.২.৭ নাইন কইত্তে মারামারি লাগি গেল বুঝি! (ছেঁড়া তার)।

৬.২.৮ নিবারণ এখন প্রাইভেট বাসের টিকিটবাবু (হারুন সালেমের মাসি)।

৬.২.৯ তাঁহার আহার ও শয়নের যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিয়া দিলেন (সভ্য ও অসভ্য)।

৬.২.১০ এই অনন্ত স্রোত কোথা হইতে আসিতেছে? (ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে)।

৬.৩ নীচের চিহ্নিত পদগুলির মধ্যে যার ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে তার কারক এবং যার ক্রিয়া ছাড়া অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে সেটি সম্বন্ধ না সম্বোধন পদ তা নির্ণয় করে সংশ্লিষ্ট পদের বিভক্তি নির্দেশ করো (যে কোনো দুটি): ১ × ২

৬.৩.১ কী দেখি ডরিবে এ দাস হেন দুর্বল <u>মানবে</u>? (বিভীষণের ইন্দ্রজিৎ)

৬.৩.২ <u>অন্নহীনে</u> অন্ন দিতে ভিক্ষা মাগে লক্ষ্মী হয়ে। (ছেলের দল)

৬.৩.৩ <u>বাংলার</u> মুখ আমি দেখিয়াছি। (বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি)

৬.৩.৪ নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ <u>ভ্রূকুটি</u>। (রবীন্দ্রনাথের প্রতি)

৬.৩.৫ অরে <u>পাপিষ্ঠ</u>। তুই আমার আলয় হইতে দূর হ। (সভ্য ও অসভ্য)

৬.৩.৬ চতুর্দিক অতি গাঢ় কুজ্ঝটিকায় ব্যাপ্ত হইয়াছে। (সাগর সংগমে নবকুমার)

৬.৩.৭ এই শৃঙ্গে উঠিলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। (ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে)

৬.৩.৮ কেহ বা ...... সশব্দে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিত ।(ঘর ও বাহির)

৬.৩.৯ বাপ - বেটিতে দুবেলা দুটো পেট ভরে খেতে পাইনে । (মহেশ)

৬.৩.১০ আমরা পেট ভরে যা খুশি তাই খেলাম । (নোনা জল)

৬.৪ নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো (যে কোনো চারটি) ঃ ১ × ৪

৬.৪.১ এই নৌকারোহীরা সঙ্গীহীন (নেতিবাচক বাক্য)

৬.৪.২ যে লেখাটি হুজুর পড়ে শোনালেন তার সব কথাই অতি হক (সরল বাক্য)।

৬.৪.৩ ইশ, সাধ করে আবার নাম রাখা হয়েছে মহেশ ! (কর্তৃবাচ্যে)

৬.৪.৪ এক কাজ করতে পারি (ভাববাচ্যে)।

৬.৪.৫ ও রূপ মাধুরী / পিরিতি - চাতুরী / তিল আধ পাসরিতে নারি (লেখ্য গদ্যে)।

৬.৪.৬ লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে (লেখ্য গদ্যে)।

৬.৪.৭ সারা বাড়ি ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা (লেখ্য গদ্যে)।

৬.৪.৮ তখন সে নিতান্ত হতাশ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল (চলিত গদ্যে)।

৬.৪.৯ সুতরাং তাঁহারা, তরঙ্গান্দোলনকম্প বড়ো জানিতে পারিলেন না (চলিত গদ্যে)

৬.৪.১০ গৌরবির শুকনো বুকে যেন কীসের ঢেউ লাগল (সাধু গদ্যে)।

৭. সাধারণ ব্যাকরণ

৭.১ যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

৭.১.১ ভাষা কাকে বলে ? ভাষার সঙ্গে উপভাষার সম্পর্ক কী ? প্রাথমিক ভাবে বাংলা উপভাষা কয়টি ও কী কী শ্রেণিতে বিভক্ত ? ১ + ২ + ২

৭.১.২ ' স্বরভক্তি' শব্দটির অর্থ কী ? বাংলা ব্যাকরণের কোন্ প্রসঙ্গে শব্দটি ব্যবহৃত হয় ? দুটি উদাহরণ বিশ্লেষণ করে ' স্বরভক্তি' র বিষয়টি বুঝিয়ে দাও । ১ + ১ + ২

৭.১.৩ ' প্রত্যয়' শব্দটির অর্থ কী? ব্যাকরণে 'প্রত্যয়' বলতে কী বোঝায় ? প্রয়োগ অনুসারে

'প্রত্যয়' কয়রকম ও কী কী ? কয়েকটি প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দের উদাহরণ দিয়ে প্রত্যেক রকম 'প্রত্যয়ে'র বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দাও। ১ + ১ + ১ + ২

৭.১.৪ ভাষায় উপসর্গের কাজ কী ? উপসর্গের সঙ্গে প্রত্যয়ের তুলনা করে উভয়ের পার্থক্য বুঝিয়ে দাও । ২ + ৩

৭.১.৫ ' সমাস' শব্দটির মূল অর্থ কী ? ব্যাকরণে ' সমাস' শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয় ? ভাষায় ' সমাসে' র কাজ কী — দুই ধরনের সমাসের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়ে দাও। ১ + ১ + ৩

৭.১.৬ নাম ধাতু ও ধ্বন্যাত্মক ধাতুর দুটি করে উদাহরণ দিয়ে সেই সব উদাহরণের সাহায্যে এই দুই ধরনের ধাতুর বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য বুঝিয়ে দাও । ২ + ৩

৭.১.৭ সরল ও জটিল বাক্যের দুটি করে উদাহরণ দাও এবং সেই সব উদাহরণের সাহায্যে এই দুই ধরনের বাক্যের গঠন- বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে তাদের নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩ + ২

৭.১.৮ দুটি সাপেক্ষ শব্দজোড়ের উদাহরণ দিয়ে দেখাও যে এই ধরনের শব্দজোড় কীভাবে বাক্যের অন্বয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। এই প্রসঙ্গে সাপেক্ষ অব্যয়ের সঙ্গে সাপেক্ষ শব্দজোড়ের পার্থক্য বুঝিয়ে দাও। ৩ + ২

৭.২ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

৭.২.১ নীচের শব্দগুলিতে যেসব ধ্বনিপরিবর্তন হয়েছে তার নাম উল্লেখ করো (যে কোনো ৪টি) ১ × ৪

গারদ, মিথ্যে, কেতাব, মেয়ে , কেত্তন, ভাশুর, সায়েব।

৭.২.২ নীচের শব্দগুলির ' দল ' বিশ্লেষণ করো ঃ (যে কোনো ৪ টি) ১ × ৪

চশমা, মাথা, আন্দোলন, গন্ধরাজ, গোলাপ, নিরিবিলি, পাতাবাহার।

৭.২.৩ নীচের শব্দগুলির প্রকৃতি - প্রত্যয় নির্দেশ করো (যেকোনো ৪ টি) ১ × ৪

ঘ্রাণ, নীলিমা, পুলকিত, মামলাবাজ, বাড়তি ,, নৈয়ায়িক, লাজুক।

৭.২.৪ নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও কোন্‌টি অনুকার শব্দ তা চিহ্নিত করো (যে কোনো ৪ টি) ১ × ৪

৭.২.৪.১ বৃষ্টি পড়ে টাপুর টু পুর।

৭.২.৪.২ এখন ভাত - ফাত খাব না।

৭.২.৪.৩ মোটা - সোটা লোকটা আবার এসেছিল।

৭.২.৪.৪ খিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে।

৭.২.৪.৫ ছিমছাম চেহারা।

৭.২.৪.৬ সে অনেক ধানাই - পানাই করল।

৭.২.৫ উৎসগত দিক থেকে নীচের শব্দগুলির শ্রেণিবিভাগ করো (যেকোনো ৪ টি) ১ × ৪

মিষ্টি, দুধ, খাম, কেষ্ট, কুড়ি, কাঁচি, বালতি, সুনামি।

৭.৩ যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

৭.৩.১ নীচের বাক্যগুলিতে কোন্ ধরনের সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে তা নির্দেশ করো ১ × ৪
(যেকোনো ৪ টি)

৭.৩.১.১ ইনি একজন নামকরা অভিনেত্রী।

৭.৩.১.২ গল্পটা সবাই জানে।

৭.৩.১.৩ মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং উদ্বোধন করবেন।

৭.৩.১.৪ যার জন্য চুরি করি সে-ই বলে চোর।

৭.৩.১.৫ কাকে চাই ?

৭.৩.১.৬ ওরাই ভালোবাসতে জানে ।

৭.৩.১.৭ বাড়িতে অভিভাবক আর কেহ নাই।

৭.৩.১.৮ মামলা আপসে মিটিয়ে নাও।

৭.৩.২ বিশেষিত পদের প্রকৃতি অনুসারে নীচের বাক্যগুলিতে কোন্ ধরনের বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে তা নির্দেশ করো (যে কোনো ৪ টি) ১ × ৪

৭.৩.২.১ বইটার দাম পঞ্চাশ টাকা।

৭.৩.২.২ পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন।

৭.৩.২.৩ তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারিনে সেই বিঘা দুই জমি।

৭.৩.২.৪ বঞ্চিত গোবিন্দদাস।

৭.৩.২.৫ পাতাটির নীচে বসে আছে ভোরের দোয়েল পাখি।

৭.৩.২.৬ এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি।

৭.৩.২.৭ তদীয় কুটিরে অবস্থিতি করিলেন।

৭.৩.২.৮ দুইজন মাত্র জাগ্রৎ অবস্থায় ছিলেন।

৭.৩.৩ গঠন বা উপাদান অনুসারে নীচের বাক্যগুলিতে কী ধরনের বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে তা নির্দেশ করো (যেকোনো ৪ টি) ১ × ৪

৭.৩.৩.১ নন্দনকাননে ভ্রমে দুরাচার দৈত্য।

৭.৩.৩.২ সাদা চুনকাম করা দেয়াল-ওলা টাইলের চারখানা বড়ো ঘর।

৭.৩.৩.৩ আপন খাই-খরচার জন্য সে যা পয়সা খরচ করেছে, তা দিয়ে মিরকিন মুলুকের ভিখারিরও দিন গুজরান হয় না।

৭.৩.৩.৪ তাঁবুর বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

৭.৩.৩.৫ হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত।

৭.৩.৩.৬ কত টাকা চাই ?

৭.৩.৩.৭ ভোটে জেতার জন্য সে মুঠো মুঠো টাকা ছড়াচ্ছে।

৭.৩.৩.৮ আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল।

৭.৩.৪ নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও (যে কোনো ৪ টি) ১ × ৪

৭.৩.৪.১ প্রয়োগসহ চারটি বিদেশি উপসর্গের উদাহরণ দাও ঃ

৭.৩.৪.২ অর্থের পার্থক্য লেখো ঃ তাপ — উত্তাপ, বহন — পরিবহন, গমন —আগমন, ভাষা — উপভাষা।

৭.৩.৪.৩ √হৃ ধাতুর সঙ্গে চারটি উপসর্গ ব্যবহার করো এবং ওই চারটি শব্দ দিয়ে চারটি বাক্য লেখো।

৭.৩.৪.৪ ‘অভাব’, ‘নৈকট্য’, ‘বৈপরীত্য’, ‘ছোটো’, — এই অর্থ বোঝায় এমন উপসর্গ বসিয়ে চারটি শব্দ তৈরি করো।

৭.৩.৪.৫ বি, বদ, নিম, প্র — উপসর্গ দিয়ে চারটি শব্দ তৈরি করে চারটি বাক্য

লেখো।

৭.৩.৪.৬ উপসর্গের সাহায্যে এক পদে পরিণত করো ঃ
যার লজ্জা নেই ; এক পাড়ায় বাস করে এমন ; বিশেষ ভাবে খ্যাত ; মিলের অভাব।

৭.৪ যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

৭.৪.১ নীচের বাক্যগুলিতে যে সব নামধাতু ও ধ্বন্যাত্মক ধাতু আছে সেগুলি চিহ্নিত করো (৪ টি) ঃ ১ × ৪

৭.৪.১.১ তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে।

৭.৪.১.২ আসছে কারা হনহনিয়ে।

৭.৪.১.৩ যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু।

৭.৪.১.৪ নীরবিলা রক্ষোরাজ।

৭.৪.১.৫ জুতো মশমশিয়ে চলে গেল।

৭.৪.১.৬ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল।

৭.৪.২ নীচের বাক্যগুলিতে যেসব যুক্ত ক্রিয়াপদ ও যৌগিক ক্রিয়াপদ আছে সেগুলি চিহ্নিত করো (যে কোনো ৪ টি) ঃ ১ × ৪

৭.৪.২.১ খুব ভয় করছে।

৭.৪.২.২ আবার তোরা মানুষ হ ।

৭.৪.২.৩ দুধটা খেয়ে ফেলো।

৭.৪.২.৪ টাকাটা বুঝে নিয়েছি ।

৭.৪.২.৫ শিশুটি কাঁদতে থাকল।

৭.৪.২.৬ ঘটনাটা আমাকে খুব ধাক্কা দিয়েছে।

৭.৪.৩ উদাহরণ দাও (৪ টি) ঃ ১ × ৪

৭.৪.৩.১ বিশেষ্যার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া ।

৭.৪.৩.২ নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া।

৭.৪.৩.৩ সমকর্তৃক অসমাপিকা ক্রিয়া।

৭.৪.৩.৪ অকর্মক ক্রিয়া।

৭.৪.৩.৫ দ্বিকর্মক ক্রিয়া।

৭.৪.৩.৬ অসম্পূর্ণ ক্রিয়া।

৭.৪.৪ নীচের উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে যেসব ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে তাদের 'প্রকার'গুলি চিহ্নিত করো (৪ টি) ঃ ১ × ৪

৭.৪.৪.১ করুণ নয়নে চায় ।

৭.৪.৪.২ উত্তরিলা কাতরে রাবণি।

৭.৪.৪.৩ স্নেহের সে-দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা।

৭.৪.৪.৪ বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি।

৭.৪.৪.৫ হালকা হাসি হাসছে কেবল।

৭.৪.৪.৬ হেন অপমান ... তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে?

৭.৪.৪.৭ একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল।

৭.৪.৪.৮ বিশ্ব - প্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম ।

৭.৫ যে- কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ১ × ৪

৭.৫.১ উদাহরণ দাও (৪টি) ঃ

৭.৫.১.১. বৈকল্পিক অব্যয়।

৭.৫.১.২ সাপেক্ষ অব্যয়

৭.৫.১.৩ কারণাত্মক অব্যয়

৭.৫.১.৪ আবেগমূলক অব্যয়

৭.৫.১.৫ সম্বোধনসূচক যোজক

৭.৫.১.৬ প্রশ্নসূচক যোজক

৭.৫.২ চিহ্নিত পদ কী ধরনের যোজক তা লেখো (যে-কোনো ৪ টি) ১ × ৪

৭.৫.২.১ নদী আপন বেগে পাগল পারা।

৭.৫.২.২ লোকটা বুঝি চোখে দেখে না ।

৭.৫.২.৩ তোমার যা বুদ্ধি ।

৭.৫.২.৪ বেশ, তা-ই হবে ।

৭.৫.২.৫ ওরে ও গফরা, বলি ঘরে আছিস ?

৭.৫.২.৬ না পিসি। এ কথা ভালো নয়।

৭.৫.৩ যেটা শুদ্ধ সেটা লেখো (৪ টি) ১ × ৪

৭.৫.৩.১ শারোদোৎসব / শারদোৎসব ।

৭.৫.৩.২ কৃষিজীবি / কৃষিজীবী

৭.৫.৩.৩ দুর্ণাম / দুর্নাম

৭.৫.৩.৪ বন্দোপাধ্যায় / বন্দ্যোপাধ্যায়

৭.৫.৩.৫ উচিৎ / উচিত

৭.৫.৩.৬ মুখস্থ / মুখস্ত

৮. নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও (যে কোনো একটি) ঃ ১ × ৪

৮.১ উপযুক্ত বিরামচিহ্ন বসাও ঃ

বৃদ্ধ কহিলেন তবে তুমি এলে কেন

যুবা উত্ত র করিলেন আমি তো আগেই বলিয়াছি যে সমুদ্র দেখিব বড়ো সাধ ছিল সেইজন্যই আসিয়াছি পরে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন আহা কী দেখিলাম জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না

৮.২ নিম্নলিখিত বাগ্‌ধারা যোগে বাক্য রচনা করো (৪ টি) ১ × ৪

গোড়ায় গলদ; হাতের পাঁচ ; অমাবস্যার চাঁদ ; ভিজে বেড়াল ; ওজন বুঝে চলা; আকাশ থেকে পড়া।

ব্যাকরণ

[উত্তর সংকেত ও নমুনা-উত্তর]

৬.১ [এখানে লক্ষ করতে হবে যে, প্রশ্নপত্রে সন্ধিবদ্ধ পদটি চিহ্নিত করা নেই। উত্তর দেবার সময় পরীক্ষার্থী শব্দটি আগে বেছে নিয়ে খাতায় লিখবে, তারপর তার পাশে (ডান দিকে) সন্ধি বিচ্ছেদ করে দেখাবে, যেমন ঃ]

৬.১.১ বীরেন্দ্র = বীর + ইন্দ্র।

৬.১.১০ তেজস্ক্রিয়া = তেজঃ + ক্রিয়া। ইত্যাদি

৬.২ [এখানেও উত্তর দেবার সময় সমাসবদ্ধ শব্দটি আগে বেছে নিয়ে খাতায় লিখতে হবে, তারপর তার পাশে ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখবে , যেমন ঃ]

৬.২.২ অবিদিত — নয় বিদিত (না - তৎপুরুষ সমাস)।

৬.২.৪ বাবাঠাকুর — যিনি বাবা তিনিই ঠাকুর (কর্মধারয় সমাস)।

৬.২.৮ টিকিটবাবু — টিকিট বিক্রেতা বা পরীক্ষাকারী বাবু (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস)।

৬.২.৯ যথাসম্ভব — যথা (= যতটা) সম্ভব ততটা বা সেইভাবে (ক্রিয়াবিশেষণ - তৎপুরুষ)।

৬.২.১০ অনন্ত — নাই অন্ত যার (না - বহুব্রীহি)।

৬.৩ [এখানে যে পদটির সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্ক আছে সেটির কারক নির্দেশ করে বিভক্তির উল্লেখ করতে হবে; ক্রিয়ার বদলে অন্য পদের সঙ্গে যে-পদের সম্পর্ক আছে তার অর্থ বা কাজ বুঝে তাকে সম্বন্ধ বা সম্বোধন পদ বলে নির্দেশ করে তারপর বিভক্তির উল্লেখ করতে সবে ; যে পদে ক্রিয়ার ধরন বোঝায় তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বলে নির্দেশ করে তার বিভক্তির উল্লেখ করতে হবে; যেমন ঃ]

৬.৩.১ মানবে — অপাদান কারকে এ বিভক্তি।

৬.৩.২ অন্নহীনে — কর্মকারকে এঁ বিভক্তি।

৬.৩.৩ বাংলার — সম্বন্ধ পদ, র বিভক্তি।

৬.৩.৪ ভ্রূকুটি — কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি।

৬.৩.৫ পাপিষ্ঠ — সম্বোধন পদ, শূন্য বিভক্তি।

৬.৩.৮ কেহ — কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি ।

৬.৩.১০ পেট — কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি।

৬.৪.৫ ওই রূপমাধুরী এবং প্রীতিচাতুরীর তিলার্ধও ভুলিতে পারি না।

৬.৪.৬ আজিকার আহবে লঙ্কার কলঙ্ক ভঞ্জন করিব।

৬.৪.৯ সেজন্য তাঁরা ঢেউয়ের দুলুনি- কাঁপুনি বড়ো জানতে পারলেন না।

৬.৪.১০ গৌরবির শুষ্ক বক্ষে যেন কীসের ঢেউ লাগিল।

৭.১. [এখানে একটি প্রশ্নপুঞ্জের মধ্যে একাধিক ছোটো প্রশ্ন আছে; প্রত্যেক ছোটো প্রশ্নের উত্তর আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদে লিখতে হবে ; যেমন ঃ]

৭.১.১ কোনো ভাষাগোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের একটি নিরাকার ব্যবস্থা (system) র নাম ভাষা।

উপভাষা নিরাকার ভাষার প্রত্যক্ষ ব্যাবহারিক রূপ।

বাংলা উপভাষা প্রাথমিকভাবে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত —

কথ্য ও লেখ্য।

৭.১.২ ' স্বরভক্তি ' শব্দটির অর্থ স্বরের দ্বারা ভাগ।

বাংলা ব্যাকরণের ধ্বনিপরিবর্তনের প্রসঙ্গে শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

স্বরভক্তির দুটি উদাহরণ — রতন, গেলাস। 'রতন' শব্দটির মূলে আছে 'রত্ন' শব্দ এবং 'গেলাস' শব্দের মূলে আছে 'গ্লাস' শব্দ। ' রত্ন' শব্দে যে যুক্ত ব্যঞ্জন 'ত্ন' (= ত্ + ন্) আছে তাদের 'অ' স্বরধ্বনি দিয়ে ভাগ করার ফলে (রত্ + অ + ন) 'রতন' শব্দটি তৈরি হয়েছে; অন্যদিকে 'গ্লাস' (glass) শব্দে যে যুক্ত ব্যঞ্জন ' গ্ল' (=গ্ + ল্) আছে তাদের 'এ' স্বরধ্বনি দিয়ে ভাগ করার ফলে (= গ্ +এ+ ল্) ' গেলাস' শব্দটি তৈরি হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই মূল শব্দের ধ্বনিপরিবর্তন হয়েছে যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিকে স্বরধ্বনি দিয়ে ভাগ করার ফলে। তাই ' রতন ' ও 'গেলাস' স্বরভক্তির উদাহরণ।

৭.১.৩ 'প্রত্যয়' শব্দের একটি অর্থ প্রতীতি বা বোধ;

ধাতু বা শব্দের সঙ্গে যে চিহ্ন লাগালে নতুন শব্দের প্রতীতি হয় ব্যাকরণে তাকে প্রত্যয় বলে।

প্রয়োগ অনুসারে প্রত্যয় দু-রকম — কৃৎ ও তদ্ধিত।

কয়েকটি প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ ঃ (ক) দর্শন, সহিষ্ণু, চলন্ত, গাইয়ে (খ) জলীয়, লৌকিক, বোকামি, মামলাবাজ। শব্দগুলি এই ভাবে তৈরি হয়েছে ঃ

(ক) দর্শন = দৃশ্ + অন

সহিষ্ণু = সহ্ + ইষ্ণু

চলন্ত = চল্ + অন্ত

গাইয়ে = গা + ইয়ে

(খ) জল = জল + ঈয়

লৌকিক = লোক + ইক

বোকামি = বোকা + আমি

মামলাবাজ = মামলা + বাজ

(ক) গুচ্ছের শব্দগুলির ক্ষেত্রে (✓) ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে, এগুলির প্রত্যয় তাই কৃৎপ্রত্যয়। আর (খ) গুচ্ছের শব্দগুলির ক্ষেত্রে শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে, এগুলির প্রত্যয় তাই তদ্ধিত প্রত্যয়।

৭.১.৪ ভাষায় ধাতু বা শব্দের আগে বসে উপসর্গ শব্দের অর্থ বদলে দেয় কিংবা শব্দের অর্থকে বিশেষ দিকে চালিত করে। যেমন ঃ

গমন = যাওয়া — আগমন = আসা ('আ' উপসর্গ দিয়ে যাওয়ার উল্টো অর্থ বোঝানো হয়েছে), অনুগমন = পেছন পেছন আসা (এখানে অনু উপসর্গ দিয়ে আসা - ব্যাপারটার বিশেষ ভঙ্গি বোঝানো হয়েছে)।

উপসর্গ ও প্রত্যয়ের তুলনা ঃ

(১) উপসর্গ ধাতু ও শব্দের আগে বসে, প্রত্যয় বসে ধাতু ও শব্দের পরে ঃ

উপ (উপসর্গ) + হৃ + অ (প্রত্যয়) = উপহার

(২) উপসর্গ বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াপদের সঙ্গে বসে, কিন্তু প্রত্যয় শুধু বিশেষণ ও বিশেষ্যপদের সঙ্গে বসে। ধাতুর সঙ্গে বসলেও প্রত্যয় ক্রিয়াপদের সঙ্গে বসে না।

(৩) উপসর্গ মূলত ধাতু বা শব্দের অর্থ বদলে দেয়, কিন্তু প্রত্যয় মূলত শব্দের পদান্তর ঘটায়ঃ গম্ + অন = গমন (বিশেষ্য), গম্ + ত = গত (বিশেষণ)

৭.১.৫ ' সমাস ' শব্দের মূল অর্থ সংহতভাবে থাকা।

পরস্পর অর্থসম্পর্কযুক্ত একাধিক পদকে সংহত করার প্রক্রিয়াকেই ব্যাকরণে 'সমাস' বলা হয়।

সমাসের সাহায্যে ভাষায় অল্প পরিসরে অনেক ভাব প্রকাশ করা যায়। এজন্য সমাসকে রবীন্দ্রনাথ ভাষার ' গৃহিণীপনা' বলেছেন।

' যে ট্রেনটি দিল্লি যাচ্ছিল সেটি দুর্ঘটনায় পড়েছে' — এর বদলে যদি বলা যায় ' দিল্লিগামী ট্রেনটি দুর্ঘটনায় পড়েছে' তাহলে বাক্যের পরিসর ছোটো হয়ে আসে, অথচ অর্থ একই থাকে। এখানে ' দিল্লিগামী' পদটি উপপদ তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ। অন্যদিকে ' ভাইকে ফোঁটা দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে তাতে বোনেরা ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেয়' — এর বদলে ' ভাইফোঁটায় বোনেরা ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেয়' বললে একই অর্থ প্রকাশ পায়, কিন্তু বাক্যের গঠন সংহত হয়ে আসে। এখানে ' ভাইফোঁটা' শব্দটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ। তাহলে দেখা যাচ্ছে দুটি সমাসের মাধ্যমে ভাষার 'গৃহিণীপনা' অর্থাৎ অল্পপরিসরে বেশি ভাব গুছিয়ে বলার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

৭.১.৬ নামধাতু বিষা (বিষ + আ) ' যাহারা তোমার <u>বিষাইছে</u> বায়ু' ।

নীরব· <u>নীরবিলা</u> রক্ষোরাজ

ধ্বন্যাত্মক ধাতু হনহনা (হনহন + আ) ' আসছে কারা <u>হনহনিয়ে</u>'

ভনভনা (ভনভন + আ) ' উড়ছে কতক <u>ভনভনিয়ে</u>

উপরে নামধাতুর যে দুটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে সেখানে বিশেষ্য পদ (বিষ) ও বিশেষণ পদের (নীরব) সঙ্গে 'আ ' প্রত্যয় যোগ করে ধাতু তৈরি করা হয়েছে এবং ক্রিয়াপদ গঠনের সময় এই দুটি ধাতুর সঙ্গে প্রয়োজনীয় ক্রিয়াবিভক্তি যোগ করা হয়েছে।

উপরের ধ্বন্যাত্মক ধাতুর দুটি উদাহরণে ধ্বন্যাত্মক শব্দ 'হনহন' ও 'ভনভন' - এর সঙ্গে আ প্রত্যয় যোগে ধাতু তৈরি করে প্রয়োজনীয় ক্রিয়াবিভক্তির সাহায্যে ক্রিয়াপদ তৈরি করা হয়েছে।

গঠনের দিক থেকে নামধাতু ও ধ্বন্যাত্মক ধাতু উভয়েই সাধিত ধাতু অর্থাৎ এদের বিশ্লেষণ করলে উভয়ের মূলেই অন্য একটি শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু উভয়ের পার্থক্য হচ্ছে নামধাতুতে বিশেষ্য বা বিশেষণ পদকে ধাতু হিসাবে ব্যবহার করা হয় আর ধ্বন্যাত্মক ধাতুতে কোনো ধ্বন্যাত্মক শব্দকে ধাতু হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

৭.১.৭ সরল বাক্যের উদাহরণ ঃ

(১) সে নবম শ্রেণিতে পড়ে।

(২) নরেনবাবুর মেয়ে সুনন্দা আর করিম সাহেবের মেয়ে শবনম এক ক্লাসে পড়ে।

জটিল বাক্যের উদাহরণ ঃ

(১) যখন বৃষ্টি হয় তখন আবহাওয়া ঠান্ডা হয়।

(২) তুমি যদি যাও তবে আমি যাব ।

এখানে সরল বাক্যের ১ নং উদাহরণে একটি উদ্দেশ্য ('সে') ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া (' পড়ে') আছে। অন্যদিকে ২নং উদাহরণে উদ্দেশ্যপদ দুটি (' সুনন্দা' ও ' শবনম') হলেও দুইয়ে মিলে উদ্দেশ্য একটি এবং সমাপিকা ক্রিয়া ('পড়ে') একটি। এখানে দুটি বাক্যেই একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকায় বাক্যের উদ্দেশ্য অংশের সঙ্গে বিধেয় অংশের সরাসরি যোগ ঘটেছে এবং তার ফলে বাক্যের ভাবও সরাসরি (সৃ +অল= সরল) বা সোজাসুজি প্রকাশ পেয়েছে। যা সোজাসুজি তাকেই বলে সরল। এজন্য এ ধরনের বাক্যকে বলে সরল বাক্য।

অন্যদিকে জটিল বাক্যের দুটি উদাহরণেই গোটা বাক্যের মধ্যে দুটি করে পরস্পরনির্ভরশীল অংশ আছে — একটি অংশ ' আকাঙ্ক্ষা' -যুক্ত আর একটি অংশ সেই ' আকাঙ্ক্ষা'-র পূরক। প্রথমটি অপ্রধান বাক্যাংশ, আর দ্বিতীয়টি প্রধান খন্ডবাক্য। সেই অনুসারে —

(১) যখন বৃষ্টি হয় — আকাঙ্ক্ষাযুক্ত বাক্যাংশ; তখন আবহাওয়া ঠান্ডা হয় — আকাঙ্ক্ষাপূরণকারী খন্ড বাক্য ।

(২) তুমি যদি যাও — আকাঙ্ক্ষাযুক্ত বাক্যাংশ; তবে আমি যাব — আকাঙ্ক্ষাপূরণকারী খন্ড বাক্য।

দুটি বাক্যেই ভাব প্রকাশের দিক থেকে আকাঙ্ক্ষাযুক্ত বাক্যাংশের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষাপূরণকারী খন্ড বাক্য পরস্পর জট পাকিয়ে আছে। সাধারণভাবে যাতে জট পাকানো থাকে তাকে বলা হয় জটিল । বাক্যের দুই অংশের মধ্যে জট পাকানো আছে বলেই এই ধরনের বাক্যকে বলে জটিল বাক্য।

৭.১.৮ সাপেক্ষ শব্দজোড়ের উদাহরণ ঃ

(১) <u>পাছে</u> গোলমাল হয় <u>তাই</u> এত সতর্কতা ।

(২) <u>কী</u> ধনী <u>কী</u> গরিব সবার জন্যই তাঁর দরজা খোলা।

(১) নং উদাহরণটিকে ' গোলমালের ভয়ে এত সতর্কতা ' — এভাবেও লেখা যায়, কিন্তু তাতে শুধু একটা তথ্যের নির্দেশ পাওয়া যায়, ভাবের বৈচিত্র্য পাওয়া যায় না। এর বদলে সাপেক্ষ জোড় দিয়ে বিস্তারধর্মী দুটি বাক্যকে যে একত্র করা হয়েছে তাতে বাক্যের দুই অংশের মধ্যে একটা ভারসাম্য এসেছে এবং বাক্যের অন্বয়েও বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে।

তেমনি (২) নং বাক্যটিকে বদলে ' ধনী - গরিব সবার জন্যই তাঁর দরজা খোলা ' — এভাবে লিখলে অর্থ বদলায় না বটে কিন্তু ভাবপ্রকাশে কোনো বৈচিত্র্যের স্বাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু ' কী .... কী' — এই সাপেক্ষ শব্দজোড় ব্যবহার করায় (২)নং উদাহরণে একটা পরস্পর-বিরোধী বিকল্পের ভাব ফুটে উঠেছে এবং তার ফলে বাক্যের প্রকাশভঙ্গিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে।

সাপেক্ষ অব্যয়ের উদাহরণ

(১) তুমি যে বললে আজ বেড়াতে যাবে ?

(২) আমি বলি কী, এখন বাড়ি যাও ।

এখানে 'যে' 'কী' — সাপেক্ষ অব্যয়দুটি বাক্যের দুই অংশের মধ্যে অপেক্ষার সম্পর্ক তৈরি করেছে। কিন্তু সাপেক্ষ অব্যয় সংখ্যায় একটি আর সাপেক্ষ শব্দজোড় সংখ্যায় দুটি। তাছাড়া সাপেক্ষ শব্দজোড়ের প্রথম শব্দটির অল্প স্বল্প পরিবর্তন করে বাক্যের অন্বয়ে অর্থবৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায়; যেমন ঃ

(১) যদি তুমি যাও তবে আমি যাব ।

(২) যদি - বা তুমি যাও, আমি কিছুতেই যাব না।

(৩) যদিও - বা যাই বেশিক্ষণ থাকব না ।

৭.৪.৪. [এখানে কালের উল্লেখ করতে হবে না, শুধু 'প্রকার' উল্লেখ করতে হবে।]

৭.৪.৪.১ সাধারণ

৭.৪.৪.২ সাধারণ

৭.৪.৪.৩ সাধারণ

৭.৪.৪.৪ পুরাঘটিত

৭.৪.৪.৫ ঘটমান

৭.৪.৪.৬ ঘটমান

৭.৪.৪.৭ ঘটমান

৭.৪.৪.৮ নিত্যবৃত্ত

অধ্যায় ৯

পূর্ণাঙ্গ নমুনা প্রশ্নপত্র

প্রস্থ ১

প্রথম ভাষা ঃ বাংলা

(নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য)

প্রথম পত্র

সময় ঃ তিনঘন্টা

পূর্ণমান - ৯০

১. যে-কোনো ৩টি প্রশ্নের উত্তর লেখো। প্রতিটি উত্তর অনধিক তিনটি বাক্যে লিখতে হবে।

৩ × ২ = ৬

১.১ 'নিজগৃহপথ তাত দেখাও তস্করে' — এই উক্তির সাধারণ অর্থ ও কবিতায় বর্ণিত বিশেষ অর্থ — এই দুয়ের কোথায় মিল সেটা দেখাও।

১.২ 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় জন্মভূমির বর্ণনা আছে এমন দুটি চরণ উদ্ধৃত করো।

১.৩ 'ছেলের দল' কবিতায় কবি ছেলেদের অনেকগুলো গুণের পরিচয় দিয়েছেন। তার মধ্যে যে কোনো তিনটির উল্লেখ করো।

১.৪ 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতায় উল্লিখিত 'চাঁদ' ও 'চম্পা'-র পরিচয় দাও।

১.৫ 'উঠবি কি তুই পাষাণ ফুঁড়ে বনস্পতি মহিরুহ' — 'পাষাণ ফুঁড়ে বনস্পতি' বাক্যাংশটি কবিতায় বর্ণিত অগ্রদূতদের সম্বন্ধে কীভাবে খাটে বুঝিয়ে দাও।

১.৬ 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় উদ্ধৃত অন্য কবির পঙ্‌ক্তিটি উদ্ধৃত করো।

২. যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রতিটি উত্তর কমবেশি ৬টি বাক্যে লিখতে হবে ঃ

৪ × ৫ = ২০

২.১ 'গুণবান যদি পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ' — গুণবান পরজন ও গুণহীন স্বজনদের পরিচয় দাও। এখানে 'তথাপি নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ' কেন বলা হয়েছে বুঝিয়ে দাও। ২ + ৩

২.২ 'আমি শুনে হাসি, আঁখি জলে ভাসি; এই ছিল মোর ঘটে,
তুমি মহারাজ, সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।'

— প্রসঙ্গ উল্লেখ করো। বক্তার এ কথা বলার কারণ বুঝিয়ে দাও। ২ + ৩

২.৩ ‘ও রূপ-মাধুরী পিরিতি চাতুরী
তিল আধ পাসরিতে নারি’।

‘ও রূপ-মাধুরী’র বৈশিষ্ট্য বোঝাতে গিয়ে কবি কীসের তুলনা করেছেন? কবি যাঁর সম্পর্কে এ কথা বলেছেন তাঁর আর কোন্ মহিমা কবির চোখে ধরা পড়েছে ? ২ + ৩

২.৪ ‘নিজ কর্মদোষে হায়, মজাইলা
এ কনকলঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি।’

— এই অংশটির অর্থ কী? এখানে এই উক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে কেন বুঝিয়ে দাও। ২ + ৩

২.৫ ‘এমনি করিয়া জানিনা কখন জীবনের সাথে মিশে ......’ — ‘এমনি করিয়া’ বলতে কী বোঝায়? কোন্ কোন্ কাজের মধ্য দিয়ে দাদি বক্তার জীবনের সাথে মিশে গিয়েছেন বুঝিয়ে দাও। ২ + ৩

২.৬ ‘এসব নিশানা ধরেই
এখন ফিরছি আমি’ — নিশানাগুলো উল্লেখ করো। বক্তা কোথায় ফিরছেন লেখো ২ + ৩

২.৭ ‘ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল’ — ‘ছিন্ন খঞ্জনার মতো’ কেন বলা হয়েছে? এই নাচের মধ্য দিয়ে কবি কীসের পরিচয় দিয়েছেন? ২ + ৩

৩. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর লেখো। উত্তর কমবেশি ১৫ টি বাক্যে লিখতে হবে। ১ × ১০ = ১০

৩.১ কোন্ সামাজিক পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের ‘উজ্জ্বল উপস্থিতি’ কবিকে উদ্বেলিত করছে — ‘রবীন্দ্রনাথের প্রতি’ কবিতা অবলম্বনে তা বুঝিয়ে দাও।

৩.২ ‘মাটিরে আমি যে বড়ো ভালোবাসি, মাটিতে মিশায়ে বুক,
আয় আয় দাদু, গলাগলি ধরি কেঁদে যদি হয় সুখ।’
— ‘কবর’ কবিতা অবলম্বনে উদ্ধৃতাংশের তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

৩.৩ ‘উলঙ্গ রাজা’ কবিতায় ‘শিশু’ ও অন্যান্যদের যে পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে সেটা বিশদভাবে বুঝিয়ে দাও।

৪. উৎস উল্লেখ করে যে-কোনো ২টির টীকা লেখো। প্রতি উত্তর তিন-চারটি বাক্যে লিখতে হবে।
২ × ২ = ৪

৪.১ নিছনি

৪.২ শান্তির নীড়

৪.৩ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার

৪.৪ কালাপাহাড়

৪.৫ হিবাচি

৪.৬ বেহুলা

৫. যে কোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর দাও। কমবেশি পনেরোটি বাক্যে উত্তর লিখতে হবে। ১ × ১০ = ১০

৫.১ 'সুখ যে দুখেরই ফুল' — এই উক্তির সমর্থনে ' দুঃখের কবি' কবিতা থেকে মানবজীবনের তিনটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করো। 'দুঃখের কবি' কথাটিকে কবি ' সোনার পাথরবাটি ' বলেছেন কেন?

৬ + ৪ = ১০

৫.২ ' ফ্যান' কবিতায় দুর্ভিক্ষের যে ছবি আছে তার বর্ণনা দাও। ক্ষুধাতুর মানুষকে 'অন্ন ছেঁকে ' শুধু ফ্যানটুকু দেওয়ার কাজকে কবি পৈশাচিক ও নিষ্ঠুর মনে করেন কেন ? ৬ + ৪ = ১০

৬. নিম্নলিখিত যে-কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে কমবেশি ৫০০ শব্দের মধ্যে একটি প্রবন্ধ লেখো ঃ

২০

৬১. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা

৬.২ আধুনিক জীবনে বিজ্ঞান বনাম কুসংস্কার

৬.৩ গ্রন্থাগার

৬.৪ 'পাঠসংকলনে' র যে-গদ্যরচনাটি তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে

৭. চলিত গদ্যে বঙ্গানুবাদ করো ঃ ১০

Sister Nivedita, as Margaret Elizabeth Noble in earlier life, was born in Ireland in 1867. After finishing her education, she settled down in the teaching profession. During this period, she happened to meet SwamiVivekananda at a London home. Greatly attracted by his teachings, she accepted him as her Master and followed him to India for dedicating herself to the uplift of Indian women.

৮. যে-কোনো একটির উত্তর দাও ঃ ৫

৮.১ ভাবার্থ লেখো (প্রদত্ত রচনার এক-তৃতীয়াংশ আয়তনের মধ্যে) ঃ

আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হউক, আমার শুভে সকলের শুভ হউক, আমি যাহা পাই তাহা পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি — এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ। অনেক ছোটোখাটো বিষয়েও আমি হয়তো একটুকু আনন্দ পাই, — নিজের বাড়িখানি হইলে সুখী হই, পুষ্করিণীটি থাকিলে ভালো লাগে, গোরুগুলির কল্যাণ কামনা করি — গৃহপ্রবেশ, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, গোষ্ঠাষ্টমী —এইরূপ এক একটি উৎসব উপলক্ষ্যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ পন্ডিত, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী পোষ্যপরিজন, দীনদুঃখীকে আহ্বান করিয়া যথাসাধ্য সৎকারে আমার সুখের ভাগী করিতে চাহি। আমি যে একজন গৃহহীনকে আশ্রয় দিতে পারি, তৃষ্ণার্তের পিপাসা নিবারণ করিতে পারি, অবোলা জীবদের কিছুমাত্র সুখ বিধান করিতে সমর্থ হই, আমার এ সৌভাগ্য যেন সকলের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিতে চাহে। সাবিত্রীব্রত, জামাইষষ্ঠী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষ্যে আপন প্রিয়জন ও স্নেহাস্পদগণকে সৎকার করিয়া নিজেকে ধন্য মনে হয়; বিধাতা আমাকে যে এত সৌভাগ্যসুখ দিয়াছেন তাহা সকলের সহিত বণ্টন করিয়া না লইলে ইহার সফলতা কোথায়? উৎসব ইহারই উপলক্ষ্য। সেইজন্য আমাদের উৎসবে ভাবের প্রাধান্য — বাহিরের সমারোহ তাহার প্রধান অঙ্গ নহে।

৮২. ভাবসম্প্রসারণ করো (কমবেশি ১০টি বাক্যের মধ্যে) ঃ ৫

ছোটো বালুকার কণা, বিন্দু বিন্দু জল
গড়ি তোলে মহাদেশ, সাগর অতল।

৯. যে-কোনো একটির উত্তর দাও (কমবেশি ১০টি বাক্যে) ৫

৯.১ সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করোঃ

তোমাদের এলাকায় অরণ্যসপ্তাহ পালন।

৯.২ তোমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষক-দিবস উদ্‌যাপনের জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী -ছাত্রছাত্রী-শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে যে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়েছে তার একটি সভার কার্যবিবরণী লেখো।

প্রথম ভাষা ঃ বাংলা

(নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য)

দ্বিতীয় পত্র

সময় ঃ তিনঘন্টা

পূর্ণমান - ৯০

১. যে-কোনো ৩টি প্রশ্নের উত্তর লেখো (প্রতিটি উত্তর কমবেশি তিনটি বাক্যে) ঃ ৩ × ২ = ৬

১.১ " সাগরসঙ্গমে নবকুমার" গল্পের নৌকাযাত্রীরা কী কারণে ভয় পেয়েছিল ? ২

১.২ নদীর জলকণা কীভাবে সমুদ্রে মহাদেশ তৈরি করে? ' ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে ' রচনা অনুসরণ করে লেখো । ২

১.৩ 'ঘর ও বাহির' রচনার লেখক শ্যামের আঁকা খড়ির গন্ডীটাকে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মতো উড়িয়ে দিতে পারতেন না কেন? ২

১.৪ "বলাই চমকে উঠল।" — চমকে ওঠার কারণ কী ? ২

১.৫ "কেউ বললেও বিশ্বাস করবে না হয়তো।"
— কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তিটি করা হয়েছে? ২

১.৬ " এই নিষ্ঠুর অভিযোগে গফুরের যেন বাক্‌রোধ হইয়া গেল ।" — অভিযোগটি কী? ২

২. যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও [প্রতিটি উত্তর কমবেশি ৬টি বাক্যে] ঃ ৫ × ৫ = ২৫

২.১ সমীরুদ্দি বিদেশে থাকত কিন্তু নিজের জন্মভূমি গ্রামটিকে সে সব থেকে ভালবাসত — সমীরুদ্দি বিদেশে থাকত কেন? কীসে তার গ্রামকে ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায় ? ২ + ৩

২.২ ' অ্যাঁয় যেমন কায়দা করি মাইরবার চায়, মুইও বুদ্ধি করি বাঁইচমো। ' — 'অ্যাঁয়' কোন্ কায়দায় মারতে চায় ? বক্তা কী বুদ্ধি করে বাঁচতে চেয়েছে ? ২ + ৩

২.৩ ' পিতা ও কন্যার মাঝখানে এই যে একটুখানি ছলনার অভিনয় হইয়া গেল ' — এখানে কোন্ ঘটনার ইঙ্গিত আছে? 'ছলনার অভিনয়' কথাটির মধ্যে এই ঘটনায় কন্যার স্বভাবের কী পরিচয় পাওয়া যায়? ২ + ৩

২.৪ ' তখন সে নিতান্ত হতাশ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল' — এখানে ' তখন ' বলতে কোন্ সময়ের কথা বলা হয়েছে ? তার হতাশ হবার কারণ লেখো । ২ + ৩

২.৫ ‘অগ্নিদেবের শয্যা’ রচনায় আগ্নেয়গিরির অগ্নিলীলা সংক্ষেপে বর্ণনা করো। অগ্নিলীলা দেখে শংকর ‘রুদ্রদেব’কে প্রণাম করেছিল কেন তা লেখো। ৩ + ২

২.৬ বনাঞ্চলের প্রয়োজন কী ? দেশে বনাঞ্চল কমে গেলে কী ধরনের দূষণ হতে পারে? ‘পরিবেশদূষণ’ রচনা অনুসারে তা লেখো। ২ + ৩

২.৭ ‘বাড়ির ভিতরে আমাদের যে বাগান ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা বেশি বলা হয়।’ — ওই বাগান সম্পর্কে একথা বলার কারণ কী ? শরৎকালে লেখক ওই বাগানটিকে কীভাবে উপভোগ করতেন ? ২ + ৩

৩. কমবেশি ১৫টি বাক্যে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ১০

৩.১ ‘হারুণ সালেমের মাসি’ গল্প অনুসরণ করে গৌরবির মাতৃরূপের পরিচয় দাও। ১০

৩.২ ‘মহেশ’ গল্পের কোন্ কোন্ ঘটনায় আমিনার সেবাগুণ, নম্রতা ও সহ্যশক্তি প্রকাশ পেয়েছে তার বিবরণ দাও। ১০

৩.৩ যে ব্যথাগুলি বলাইয়ের নিজস্ব, সেগুলো যে অন্যদের ব্যথা হয়ে উঠতে পারে না — তার মূল কারণটি নির্দেশ করে বলাই চরিত্রের পরিচয় দাও। ১০

৪. উৎস উল্লেখ করে তিন-চারটি বাক্যে টীকা লেখো (যে-কোনো দুটি) ঃ ২ × ২ = ৪

৪.১ বসুন্ধরা শীর্ষ বৈঠক

৪.২ ওলডোনিয়ো লেঙ্গাই

৪.৩ শিব ও রুদ্র ! রক্ষক ও সংহারক

৪.৪ এমাক্

৪.৫ দিলরুবা

৪.৬ ফ্যারেস্তা

৫. কমবেশি ১৫টি বাক্যে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ১০

৫.১ “অসহযোগী” গল্পে হর্ষনাথের আশা ছিল রমেন মানুষ হবে, সূর্যপদও রমেনকে মানুষ করে দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন — রমেন কি দুজনেরই মনের মতো মানুষ হয়েছিল ? হর্ষনাথের অনুপস্থিতিতে তার আড়তে যা ঘটেছিল তাতে কাকে কেন অসহযোগী মনে হয়? ৬ + ৪ = ১০

৫.২ সময়ের আগে সিটি দেওয়া, টাকা পেমেন্টে অতিসতর্কতা ও চিমনির ধোঁয়া দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা — এইসব ঘটনার মধ্যে খাজাঞ্চিবাবুর চরিত্রের কী পরিচয় পাওয়া যায়? কারখানার ব্যবস্থাপনায় নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব লেখক কীভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ? ৫ + ৫ = ১০

৬. নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও ঃ ১০

৬.১ নীচে উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে যেসব সন্ধিবদ্ধ পদ আছে তাদের সন্ধিবিচ্ছেদ করো (যেকোনো ২টি) ২ × ১ = ২

৬.১.১ তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে ? (বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিৎ)

৬.১.২ তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে। (দুই বিঘা জমি)

৬.১.৩ ভগবানের আশীর্বাদে বইতে পারে সকল ভারে। (ছেলের দল)

৬.১.৪ যাহা জগদীশ্বরের হাত, তাহা পন্ডিতে বলিতে পারে না।

(সাগরসংগমে নবকুমার)

৬.১.৫ উঠানের কোণে যে উচ্ছিষ্ট ভাত পড়িয়াছে তাহারই উপর কাকের দলের সভা বসিয়া গেছে (ঘর ও বাহির)

৬.১.৬ অপস্বরের প্রাবল্যে যে উচ্চস্বরের সৃষ্টি হয় তা বিপজ্জনক। (পরিবেশদূষণ)

৬.২ নীচে উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে যেসব সমাসবদ্ধ পদ আছে তাদের ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লেখো (যেকোনো ২টি) ২ × ১ = ২

৬.২.১ গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি । (পতিত হেরিয়া কাঁদে)

৬.২.২ জনম তব কোন্ মহাকুলে ? (বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিৎ)

৬.২.৩ সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল। (বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি)

৬.২.৪ তিনি বয়স্যগণের সঙ্গভ্রষ্ট হইলেন। (সভ্য ও অসভ্য)

৬.২.৫ মোল্লাজি আমাদের সবাইকে বড্ড প্যার করেন। (নোনাজল)

৬.২.৬ ওরে আমার মা-সোয়াগি ছেলে ! (হারুন সালেমের মাসি)

৬.৩ নীচের চিহ্নিত পদগুলির মধ্যে যার ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে তার কারক এবং যার ক্রিয়া ছাড়া অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে সেটি সম্বন্ধ না সম্বোধন পদ তা নির্ণয় করে সংশ্লিষ্ট পদের বিভক্তি নির্দেশ করো (যে-কোনো ২ টি) ২ × ১ = ২

৬.৩.১ সচকিতে <u>বীরবর</u> দেখিলা সম্মুখে। (বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিৎ)

৬.৩.২ দুটি পাকা <u>ফল</u> লভিল ভূতল । (দুই বিঘা জমি)

৬.৩.৩ তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের <u>জলে</u>। (কবর)

৬.৩.৪ ওরে ও <u>গফরা</u>, বলি ঘরে আছিস ? (মহেশ)

৬.৩.৫ ভোর না হতে <u>বাড়ি</u> পৌঁছে যাবে । (নোনাজল)

৬.৩.৬ <u>বাসের</u> চাকরি খুইয়ে জামাই বহুদিন ঘরে বসা। (হারুন সালেমের মাসি)

৬.৪ নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো (যে-কোনো ৪ টি) ঃ ৪ × ১ = ৪

৬.৪.১ গৌরবির কথা শুনে ওর সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। (হারুন সালেমের মাসি)[জটিল বাক্যে]

৬.৪.২ সংগীতের সুস্বর এই শ্রেণিতে পড়ে না। (পরিবেশ-দূষণ) [ইতিবাচক বাক্যে]

৬.৪.৩ লোকের ধান এখনো সব ঝাড়া হয়নি । (মহেশ) [কর্তৃবাচ্যে]

৬.৪.৪ সেটা যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত বাহির করিতে পারি নাই। (ঘর ও বাহির) [ভাববাচ্যে]

৬.৪.৫ সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে। (দুই বিঘা জমি) [লেখ্য গদ্যে]

৬.৪.৬ আজ্ঞা করো দাসে, শাস্তি নরাধমে । (বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিৎ) [চলিত গদ্যে]

৬.৪.৭ বাল্যকাল হইতেই নদীর সহিত আমার সখ্য জন্মিয়াছিল । (ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে) [চলিত গদ্যে]

৬.৪.৮ একদিন সকালে একমনে খবরের কাগজ পড়ছি, বলাই আমাকে ব্যস্ত করে ধরে নিয়ে গেল বাগানে । (বলাই) [সাধু গদ্যে]

৭. নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও ঃ ২১

৭.১ যে-কোনো একটির উত্তর দাও ঃ ১ × ৫ = ৫

৭.১.১ 'স্বরভক্তি' শব্দটির অর্থ কী ? ব্যাকরণের কোন্ প্রসঙ্গে শব্দটি ব্যবহৃত হয়? ওই প্রসঙ্গে 'স্বরভক্তি'র আর কোন্ প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়? দুটি উদাহরণ দিয়ে

'স্বরভক্তি'র বিষয়টি বুঝিয়ে দাও। [১ + ১ + ১ + ২]

৭.১.২ 'সমাস' শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দেশ করো। ভাষার কোন্ প্রক্রিয়াকে ব্যাকরণে 'সমাস' বলা হয়? দুটি সমাসের উদাহরণের সাহায্যে সমাসের কাজ বুঝিয়ে দাও। [১ + ১ + ৩]

৭.২ যে-কোনো একটির উত্তর দাওঃ ১ × ৪ = ৪

৭.২.১ নীচের শব্দগুলিতে ধ্বনিপরিবর্তনের কোন্ কোন্ নিয়ম কাজ করেছে তা নির্ণয় করো (৪ টি)ঃ

সততা; বিলেত; মেয়ে; আস্তাবল; ডুমুর; ভাশুর।

৭.২.২ নীচের শব্দগুলির 'দল' বিশ্লেষণ করে কোন্ শব্দে কয়টি 'দল' আছে তা নির্দেশ করো (৪টি)ঃ

বৃন্দাবন; গোবিন্দদাস; নির্মূল; নির্মলা; জল; জলধর।

৭.২.৩ দুটি কৃৎ প্রত্যয় ও দুটি তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠনের উদাহরণ দাও।

৭.২.৪ উৎসের দিক থেকে নীচের শব্দগুলি কোন্ কোন্ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত তা নির্ধারণ করো (৪টি)ঃ

বালিকা; তালিকা; শুক্কুরবার; আলতা; বালতি; মহামিছিল।

৭.৩ যে-কোনো একটির উত্তর দাওঃ ১ × ৪ = ৪

৭.৩.১ আলাদা আলাদা বাক্যে প্রয়োগ করে যে-কোনো ৪টির উদাহরণ দাওঃ

আত্মবাচক সর্বনাম; সাপেক্ষ সর্বনাম; সমষ্টিবাচক সর্বনাম; পারস্পরিক সর্বনাম; প্রশ্নবাচক সর্বনাম; অনির্দেশক সর্বনাম।

৭.৩.২ নীচের চিহ্নিত পদগুলি কী কী ধরনের বিশেষণ তা নির্ণয় করো (৪টি)ঃ

৭.৩.২.১ বইটির দাম <u>ষাট</u> টাকা।

৭.৩.২.২ সে <u>সপ্তম</u> শ্রেণির ছাত্রী।

৭.৩.২.৩ <u>আচ্ছা</u> মুশকিলে পড়া গেল।

৭.৩.২.৪ <u>এ</u> কাজ সে ছাড়া আর কেউ করবে না।

৭.৩.২.৫ কত টাকা চাই ?

৭.৩.২.৬ টনটনে জ্ঞান।

৭.৩.৩ নীচের যে-কোনো ৪টি উপসর্গ যোগে ৪টি শব্দ তৈরি করো এবং চারটি আলাদা বাক্যে তাদের প্রয়োগ দেখাও ঃ

পরা; আ; অনু; বে; কু; রাম; খোশ; হা।

৭.৪ যে-কোনো একটির উত্তর দাও ঃ ১ × ৪ = ৪

৭.৪.১ উদাহরণ দাও (৪ টি) ঃ

মৌলিক ধাতু; নাম ধাতু ; যুক্ত ধাতু ; যৌগিক ক্রিয়া; অসম্পূর্ণ ক্রিয়া; দ্বিকর্মক ক্রিয়া।

৭.৪.২ নীচের বাক্যগুলিতে যেসব ক্রিয়াপদ আছে সেগুলির 'প্রকার' নির্ণয় করো (৪টি) ঃ

৭.৪.২.১ গল্পটা সবাই জানে।

৭.৪.২.২ ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়।

৭.৪.২.৩ পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার ।

৭.৪.২.৪ কান্ডারি! বলো ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।

৭.৪.২.৫ সন্ধ্যা হলেই একাকী নদীতীরে আসিয়া বসিতাম।

৭.৪.২.৬ আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।

৭.৫ যে-কোনো একটির উত্তর দাও ঃ ১ × ৪ = ৪

৭.৫.১ বাক্যে প্রয়োগ করে উদাহরণ দাও (৪ টি)ঃ

বৈকল্পিক অব্যয়; সাপেক্ষ অব্যয় ; সংকোচক অব্যয়; আলংকারিক অব্যয়; সম্বোধনসূচক যোজক; সাপেক্ষ শব্দজোড়।

৭.৫.২ যেটি শুদ্ধ সেটি লেখো (৪ টি) ঃ

পৈত্রিক / পৈতৃক; প্রাতঃরাশ / প্রাতরাশ ; সমৃদ্ধশালী /সমৃদ্ধিশালী ; গীতাঞ্জলি /

গীতাঞ্জলী ; অপরাহ্ন / অপরাহ্ণ ; মুখস্ত / মুখস্থ।

৮. যে-কোনো একটির উত্তর দাও ঃ ১ × ৪ = ৪

৮.১ নীচের উদ্ধৃতাংশে উপযুক্ত বিরামচিহ্ন বসাও ঃ

প্রথমটায় তিনিও কিছু বলতে চাননি পরে সমীরুদ্দির চাপে পড়ে সেই ধানখেতের মধ্যিখানটায় তাকে খবরটা দিলেন তার ভাই সব টাকা ফুঁকে দিয়েছে গোড়ার দিকে শ্রীমঙ্গল কুলাউড়া মৌলবিবাজারে শেষের দিকে কলকাতায় আমি থাকতে নাপেরে বললুম বল কী সারেং এরকম ঘা মানুষ কি সইতে পারে কিন্তু বলো দিকিন গাঁয়ের কেউ তাকে চিঠি লিখে খবরটা দিলে না কেন

৮.২ আলাদা আলাদা ৪টি বাক্যে যে-কোনো চারটি বাগ্‌ধারার প্রয়োগ দেখাও ঃ

আকাশ থেকে পড়া ; টনক নড়া ; গোড়ায় গলদ ; পাকাধানে মই দেওয়া ; তীর্থের কাক; মিছরির ছুরি।

প্রথম ভাষা ঃ বাংলা

(নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য)

প্রথম পত্র

সময় ঃ তিনঘন্টা

পূর্ণমান - ৯০

১. যে-কোনো ৩টি প্রশ্নের উত্তর লেখো। প্রতিটি উত্তর অনধিক তিনটি বাক্যে লিখতে হবে । ৩ × ২ = ৬

১.১ 'গৌর ভেল পরকাশ ' — উদ্ধৃতিটির অর্থ বুঝিয়ে দাও ।

১.২ ' আলাদিনের মায়ার প্রদীপ ওই আমাদের ছেলের দল।' — ছেলের দলকে ' আলাদিনের মায়ার প্রদীপ ' বলা হয়েছে কেন?

১.৩ টিকির গিঁঠে দাড়ির ঝোপে আজও যা উড়ছে টিকি-দাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক কী?

১.৪ 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতায় কোন্ কোন্ বৃক্ষ ও প্রাণীর কথা উল্লিখিত হয়েছে লেখো।

১.৫ ' তবুও তার আঁচলের হাওয়া আজও আমার নিভৃতে' — এখানে কবি 'তার' বলতে কী বুঝিয়েছেন?

২. যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রতিটি উত্তর কমবেশি ৬টি বাক্যে লিখতে হবে। ৪ × ৫ = ২০

২.১ 'স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে ;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায়? '
— উদ্ধৃতিটির সরল অর্থ বুঝিয়ে দাও। এই উক্তির কারণ কী? ২ + ৩

২.২ ' এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি।
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি। '
— উদ্ধৃতাংশটির অর্থ বুঝিয়ে দাও। বক্তা কেন একথা বলেছে ? ৩ + ২

২.৩ ' মাটিরে আমি যে বড়ো ভালোবাসি।'
— কী প্রসঙ্গে কথক একথা বলেছেন ? বক্তা মাটিকে বড়ো ভালোবাসেন কেন ? ৩ + ২

২.৪ ' উলঙ্গরাজা ' কবিতায় শিশুটি কীসের প্রতীক ? ছোটো শিশুটিকে কবি কেন খুঁজছেন ? ১ + ৪

২.৫ ‘ আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি।’

— কবি সুকান্ত কেন নিজেকে ‘দুর্ভিক্ষের কবি’ বলেছেন? তিনি জীবনের কোন্ সংকটের অভিজ্ঞতায় এই কথা বলেছেন ? ৩ + ২

৩. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। উত্তর কমবেশি ১৫ টি বাক্যে লিখতে হবে। ১ × ১০ = ১০

৩.১ ‘ পথের দিশা’ কবিতার নামকরণ সার্থক কিনা যুক্তিসহ আলোচনা করো।

৩.২ ‘বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিৎ’ কাব্যাংশে বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিতের অভিযোগ সংক্ষেপে বিবৃত করো।

৩.৩ ‘ বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি’ কবিতায় বাংলার প্রতি কবির কোন্ মনোভাব ফুটে উঠেছে তা কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৪. যে-কোনো ২টির টীকা লেখো। উৎস উল্লেখ করে প্রতি উত্তর তিন-চারটি বাক্যে লিখতে হবে। ২ × ২ = ৪

৪.১ বিভীষণ রণে ;

৪.২ সোনার বাড়া ;

৪.৩ আলাদিন ;

৪.৪ বেহুলা

৫. যে-কোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর দাও। কমবেশি ১৫টি বাক্যে উত্তর লিখতে হবে। ১ × ১০ = ১০

৫.১ ‘লোহার ব্যথা’ বলতে কবি আসলে কীসের ব্যথার কথা বলেছেন? কবি এই কবিতায় যে রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন তা তোমার ভাষায় বুঝিয়ে দাও। ৪ + ৬

৫.২ ‘ স্বাগত’ কবিতায় কবি কাকে স্বাগত জানিয়েছেন? কবি ভবিষ্যতের যে ছবি এঁকেছেন সংক্ষেপে তা বুঝিয়ে দাও। ৫ + ৫

৬. নিম্নলিখিত যে কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে অনধিক ৫০০ শব্দের মধ্যে একটি প্রবন্ধ লেখো ঃ ২০

৬.১ মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা

৬.২ অরণ্য ও অরণ্যপ্রাণী সংরক্ষণ

৬.৩ পাঠক্রম নির্বাচন ও তোমার জীবনের লক্ষ্য

৬.৪ শিক্ষাবিস্তারে গণমাধ্যমের ভূমিকা

৭. চলিত গদ্যে বঙ্গানুবাদ করো ঃ ১০

Education has no end. So you should keep up your reading. Many young men close their books when they have taken their degrees and learn no more. Therefore they very soon forget all they ever learnt. If you want to continue your education, you must find time for serious reading. But solitary study is not enough. You can earn much more through discussion and conversation with others.

৮. যে-কোনো একটির উত্তর দাও ঃ ৫

৮.১ ভাবার্থ লেখো ঃ (প্রদত্ত রচনার এক তৃতীয়াংশ আয়তনের মধ্যে)

ইতর প্রাণীর যেটুকু জ্ঞান আছে তার প্রায় সমস্তই সহজাত, কিন্তু মানুষ নূতন জ্ঞান অর্জন করে, কাজে লাগায় এবং অপরকে শেখায়। মানবস্বভাবের এই বৈশিষ্ট্যের ফলেই শিল্পকলা আর বিজ্ঞানের প্রসার হয়েছে। মানুষ নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে বিদ্যার সুপ্রয়োগ বা কুপ্রয়োগ করে। দুষ্টলোকে দলিল জাল করে, অনিষ্টকর পুস্তক প্রচার করে, কিন্তু সেজন্য লেখাপড়া নিষিদ্ধ করা চলে না। চোরের জন্য সিঁধকাঠি আর গুন্ডার জন্য ছোরা তৈরি হয়, বিষ ঔষধ দিয়ে মানুষ খুন করা হয়, কিন্তু কেউ চায় না যে কামারের কাজ আর ঔষধ তৈরি স্থগিত থাক। .... বিজ্ঞানচর্চা স্থগিত রাখলে এবং পরমাণু বোমা নিষিদ্ধ করলেও সংকট দূর হবে না। যখন কামান বন্দুক ছিল না তখনও মানুষ ধনুর্বাণ ও লোহার বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করেছে। দোষ বিজ্ঞানের নয়, মানুষের স্বভাবের দোষ।

৮.২ ভাবসম্প্রসারণ করো ঃ (কমবেশি ১০ টি বাক্যে) ৫

‘ রাত্রে যদি সূর্যশোকে ঝরে অশ্রুধারা
সূর্য নাহি ফেরে শুধু ব্যর্থ হয় তারা ।’

৯. যে-কোনো একটির উত্তর দাও ঃ (অনধিক ১০টি বাক্যে) ৫

৯.১ সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো ঃ
ভয়াল ভূমিকম্পের ফলে জেগে উঠল সমুদ্রদানব সুনামি

৯.২ কোনো বিশ্ব-বিখ্যাত ব্যক্তির প্রয়াণে কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিচালন-সমিতির বিশেষ অধিবেশনে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করে তার কার্য-বিবরণী রচনা করো ।

প্রথম ভাষা ঃ বাংলা

(নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য)

দ্বিতীয় পত্র

সময় ঃ তিনঘন্টা পূর্ণমান - ৯০

১. যে-কোনো ৩টি প্রশ্নের উত্তর লেখো (প্রতিটি উত্তর অনধিক তিনটি বাক্যে) ঃ ৩ × ২ = ৬

১.১ ‘কিছু আহার দিয়া আমার প্রাণরক্ষা করুন’ — কেন একথা বলা হয়েছে ?

১.২ ‘আহা ! কী দেখিলাম ! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না’ — কী দেখে এমন মন্তব্য ?

১.৩ ‘এই শৃঙ্গে উঠিলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।’ — অভীষ্টটি কী ?

১.৪ ‘ফায়দার গন্ধ পাইলে ঘস্‌টি ঘস্‌টি সব কামে যায়া ইয়ারা জুটে’ — কোন্ ‘কামে’ জুটে ?

১.৫ ‘কুলপি বরফটাতে ঠিক যেন কে আর একটা কামড় বসিয়েচে।’
— ‘কুলপি বরফ’ কাকে বলা হয়েছে ?

২. যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও (প্রতিটি উত্তর কমবেশি ৬টি বাক্যে) ঃ ৫ × ৫ = ২৫

২.১ ‘বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম।’
— বক্তা কেন বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল থেকে দেখতেন? আড়াল-আবডাল থেকে দেখার ফলে তাঁর মনে বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে কী মনে হত ? ২ + ৩

২.২ ‘মহারানির রাজাত্বে কেউ কারো গোলাম নয় ।’
— কেন এই কথা বলা হয়েছিল ? এই কথার পরিণতি কী হয়েছিল? ৩ + ২

২.৩ ‘নোনাজল’ গল্পে সমীরুদ্দি জাহাজ থেকে কোথায় পালিয়েছিল? কীভাবে পালিয়েছিল? ১ + ৪

২.৪ ‘এইসব সময়ে গৌরবির বড়ো কষ্ট হয়। ও রেললাইনের দিকে চেয়ে থাকে।’
— গৌরবির বড় কষ্ট হয় কেন ? রেললাইনের দিকে চেয়ে থাকার কারণ কী ? ৩ + ২

২.৫ সাধারণ দূষণ ও তেজস্ক্রিয় দূষণ কাকে বলে ? এই দুই প্রকার দূষণের পার্থক্য কোথায় তা ‘পরিবেশ দূষণ’ অবলম্বনে বুঝিয়ে দাও। ২ + ৩

২.৬ ‘হায় রে, বলাই ভুল করেছিল আমাকে ডেকে নিয়ে এসে।’ — বলাই বক্তাকে কেন ডেকে এনেছিল? ডেকে এনে কেন ভুল করেছিল ? ২ + ৩

৩. কমবেশি ১৫টি বাক্যে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ১০

৩.১ ‘ সভ্য ও অসভ্য’ গল্পের কাহিনি অবলম্বনে দুটি চরিত্রের মধ্যে কে প্রকৃত সভ্য তা বিচার করো ।

৩.২ ‘ সাগর সংগমে নবকুমার ’ — এর কাহিনি সংক্ষেপে লিখে নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

৩.৩ শঙ্কর ও আলভারেজ আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে আগ্নেয়গিরির সৌন্দর্য ও উপদ্রব কেমন উপলব্ধি করেছিল তা ‘ অগ্নিদেবের শয্যা’ অবলম্বনে বুঝিয়ে দাও।

৪. উৎস সহ টীকা লেখো (যে-কোনো দুটি) ঃ ২ × ২ = ৪

৪.১ দরিয়ার পাঁচপির ;

৪.২ ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্ত ;

৪.৩ অগ্নিদেবের শয্যা ;

৪.৪ ক্লিনএয়ার অ্যাক্ট।

৫. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ১০

৫.১ খাজাঞ্চিবাবুর চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে কাহিনির মধ্যে প্রকাশিত হাল আমল ও সাবেক আমলের দ্বন্দ্বের স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত করো।

৫.২ ‘ বঙ্কুবাবুর বন্ধু’ গল্পে বঙ্কুবাবুর বন্ধুটি কে — শ্রীপতিবাবুর বাড়ির আড্ডার কেউ, না অন্য কেউ? তোমার সিদ্ধান্তের সমর্থনে উপযুক্ত যুক্তি দাও ।

৬. নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও ঃ ১০

৬.১ নীচে উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে যেসব সন্ধিবদ্ধ পদ আছে তাদের সন্ধিবিচ্ছেদ করো (যেকোনো ২টি) ঃ
২ × ১ = ২

৬.১.১ যৎপরোনাস্তি অবমাননা পূর্বক, তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। (সভ্য ও অসভ্য)

৬.১.২ প্রতীক্ষা করিতে করিতে অনুভবে বেলা প্রায় এক প্রহর হইল। (সাগর সংগমে নবকুমার)

৬.১.৩ উঠবি কি তুই পাষাণ ফুঁড়ে বনস্পতি মহিরুহ? (পথের দিশা)

৬.১.৪ হে রক্ষোরথী, ভুলিলে কেমনে কে তুমি? (বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিৎ)

৬.২ নীচে উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে যেসব সমাসবদ্ধ পদ আছে তাদের ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো (যে কোনো ২টি) ঃ ২ × ১ = ২

৬.২.১ বক্তার স্বর অত্যন্ত ভয়কাতর (সাগর সংগমে নবকুমার)

৬.২.২ আমি আপনাকে লোকালয়ে পঁহুছাইয়া দিব। (সভ্য ও অসভ্য)

৬.২.৩ শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল (ঘর ও বাহির)

৬.২.৪ বেগনি হল্‌দে নামহারা ফুল । (বলাই)

৬.৩ নীচের চিহ্নিত পদগুলির মধ্যে যার ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে তার কারক এবং যার ক্রিয়া ছাড়া অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে সেটি সম্বন্ধ না সম্বোধন পদ তা নির্ণয় করে সংশ্লিষ্ট পদের বিভক্তি নির্দেশ করো (যে-কোনো ২টি) ঃ ২ × ১ = ২

৬.৩.১ <u>বক্ষে</u> জুড়িয়া পাণি। (দুই বিঘা জমি)

৬.৩.২ ভাঙতে এবার আসছে কী জাঠ <u>কালাপাহাড়</u>। (পথের দিশা)

৬.৩.৩ তখন জগৎটা এবং জীবনটা <u>রহস্যে</u> পরিপূর্ণ। (ঘর ও বাহির)

৬.৩.৪ তোর জন্য <u>আহার</u> প্রস্তুত করিয়া রাখি নাই। (সভ্য ও অসভ্য)

৬.৪ নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো (যে কোনো ৪টি) ৪ × ১ = ৪

৬.৪.১ অদ্য সময় অতীত হইয়াছে। (নেতিবাচক বাক্যে) (সভ্য ও অসভ্য)

৬.৪.২ মহাশয়ের আসা ভালো হয় নাই। (কর্তৃবাচ্যে) (সাগর সংগমে নবকুমার)

৬.৪.৩ যে যায়, সে আর ফিরে না। (সরল বাক্যে) (ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে)

৬.৪.৪ তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম । (কর্মবাচ্যে) (ঘর ও বাহির)

৬.৪.৫ এই দেখতে তার ঔৎসুক্যের সীমা নেই। (ইতিবাচক বাক্যে) (ঘর ও বাহির)

৬.৪.৬ আমিনা তাহা জানিত না । (ভাববাচ্যে) (মহেশ)

৭. নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও (৫ টি) ঃ ২৫

৭.১ যে-কোনো একটির উত্তর দাও ঃ ১ × ৫ = ৫

৭.১.১ 'সাধুভাষা' — ভাষার ' সাধু' নামকরণের কারণ কী ? সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য উদাহরণ সহ লেখো । ২ + ৩

৭.১.২ 'অপিনিহিতি' শব্দটির অর্থ কী ? কোন্ অঞ্চলের উচ্চারণে অপিনিহিতির প্রধান্য ? উদাহরণসহ 'অপিনিহিতি' র বিষয়টি বুঝিয়ে দাও । ১ + ১ + ৩ =

৫

৭.২ যে-কোনো একটির উত্তর দাও ঃ ১ × ৪ = ৪

৭.২.১ নীচের শব্দগুলিতে ধ্বনিপরিবর্তনের কোন্ কোন্ নিয়ম কাজ করেছে তা নির্ণয় করো (৪টি) ঃ ১ × ৪ = ৪

মুকুতা ; ইস্কুল ; এসে ; নিলেম ; কন্ম ; পিচাশ ।

৭.২.২ ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করো (৪ টি) ঃ ১ × ৪ = ৪

জিজ্ঞাসা, মৃন্ময়, ঢাকাই, শৈব, জগৎ, ভাড়াটিয়া

৭.৩ যে কোনো একটির উত্তর দাও ঃ ১ × ৪ = ৪

৭.৩.১আলাদা আলাদা বাক্যে প্রয়োগ করে উদাহরণ দাও (৪ টি) ঃ ১ × ৪ = ৪

ব্যক্তিবাচক সর্বনাম পদ ; নির্দেশক সর্বনাম পদ ; প্রশ্নবাচক সর্বনাম পদ ; সাপেক্ষ সর্বনাম ; পারস্পরিক সর্বনাম।

৭.৩.২নীচের যে কোনো ৪টি উপসর্গ যোগে ৪টি শব্দ তৈরি করো এবং চারটি আলাজা বাক্যে তাদের প্রয়োগ দেখাও ঃ ১ × ৪ = ৪

প্র ; অপ ; অব ; বি ; অধি ; পাতি

৭.৪ যে কোনো একটির উত্তর দাও ঃ ১ × ৪ = ৪

৭.৪.১উদাহরণ দাও (৪টি) ঃ ১ × ৪ = ৪

সাধিত ধাতু ; মৌলিক ধাতু ; নামধাতু ; ধ্বন্যাত্মক ধাতু ; সমাপিকা ক্রিয়া; দ্বিকর্মক ক্রিয়া

৭.৪.২বাক্যে প্রয়োগ করো (৪ টি) ঃ ১ × ৪ = ৪

পুরাঘটিতঅতীত ; নিত্যবৃত্ত অতীত ; ঘটমান বর্তমান ; ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা, ঐতিহাসিক বর্তমান, পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত।

৭.৫ যেটি শুদ্ধ সেটি লেখো (৪টি) ঃ ১ × ৪ = ৪

আবিস্কার / আবিষ্কার; বাল্মিকী / বাল্মীকি

সমিচীন / সমীচীন ; ভৌগলিক / ভৌগোলিক

কৃষিজিবী / কৃষিজীবী ; কৌতুহল / কৌতূহল ।

৭.৬ আলাদা আলাদা ৪টি বাক্যে যে কোনো চারটি বাগ্ধারার প্রয়োগ দেখাও ঃ ১ × ৪ = ৪

একাই একশো, উত্তম মধ্যম ; ঠোঁট কাটা ; আষাঢ়ে গল্প ; বুকের পাটা ; হাতের পাঁচ

প্রথম ভাষা ঃ বাংলা

(নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য)

প্রথম পত্র

সময় ঃ তিনঘন্টা

পূর্ণমান - ৯০

১. যে-কোনো ৩টি প্রশ্নের উত্তর লেখো (প্রতিটি উত্তর অনধিক তিনটি বাক্যে) ঃ ৩ × ২ = ৬

১.১ ' পথের দিশা ' কবিতায় ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে এমন দুটি চরণ উদ্ধৃত করো।

১.২ ' মাটিরে আমি যে বড়ো ভালোবাসি ' — বক্তার মাটিকে ভালোবাসার কারণ কী ?

১.৩ ' বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতায় দিন -রাত্রির কোন্ কোন্ সময়ের কথা উল্লিখিত আছে ?

১.৪ ' রবীন্দ্রনাথের প্রতি ' কবিতায় একটি যৌগিক বাক্যে কবি নিজেকে এক বিশেষ বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। সেই যৌগিক বাক্যটি উদ্ধৃত করো।

১.৫ ' কিন্তু সেই শিশুটিকে আমি / ভিড়ের ভিতরে আজ কোথাও দেখছি না' — এখানে কোন্ শিশুটির কথা বলা হয়েছে ?

১.৬ 'পরদোষে কে চাহে মজিতে ' — বক্তা এখানে 'পরদোষ' বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন ?

২. যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রতিটি উত্তর কমবেশি ৬টি বাক্যে লিখতে হবে। ৪ × ৫ = ২০

২.১ 'সবাই দেখছে যে রাজা উলঙ্গ, তবুও / সবাই হাততালি দিচ্ছে ' — এই হাততালি দেওয়ার পেছনে কার কী মনোভাব ছিল ? ৫

২.২ ' হায় তাত উচিত কি তব ,
এ কাজ ....'
— কোন্ কাজ অনুচিত ? এ কাজ অনুচিত কেন ? ২ + ৩

২.৩ 'দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া ' — প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বক্তার একথা বলার কারণ লেখো। ২ + ৩

২.৪ ' চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ ' — ' পল্লবের স্তূপ' কোন্ কোন্ গাছের? এইসব গাছ আর কে কে দেখেছে বলে কবি উল্লেখ করেছেন ? এই উল্লেখের মধ্য দিয়ে কবি বাংলার কোন্ রূপের আভাস দিতে চেয়েছেন ? ২ + ২ + ১

২.৫ ‘বরন আশ্রম — কিঞ্চন- অকিঞ্চন
কারো কোনো দোষ নাহি মানে।’
‘বরন আশ্রম’ — বলতে কী বোঝ ? কবি যার সম্পর্কে একথা বলেছেন তাঁর কোন্ মহিমা এখানে প্রকাশিত হয়েছে? ২ + ৩

২.৬ ‘শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস,’ — ‘শান্তির ললিত বাণী’ - কথাটির অর্থ কী? একে ‘ব্যর্থ পরিহাস’ বলা হয়েছে কেন ? কী দেখে কবি সুকান্তরও একথা বিশ্বসযোগ্য মনে হয়েছে ? ১ + ২ + ২

২.৭ ‘উড়ছে আজো ধর্মধ্বজা টিকির গিঁঠে দাড়ির ঝোপে’
— ‘ধর্মধ্বজা’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ধর্মধ্বজা কীভাবে টিকির গিঁঠে, দাড়ির ঝোপে উড়ছে বুঝিয়ে দাও। ২ + ৩

৩. **যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। উত্তর কমবেশি ১৫ টি বাক্যে লিখতে হবে।** ১ × ১০ = ১০

৩.১ ‘এখানে ফিরেছি আমি’ — কবি কোথা থেকে কোথায় ফিরছেন ? তাঁর ফিরে আসার পথের পরিচয় দাও । ৬ + ৪

৩.২ ‘বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিৎ’ কাব্যাংশ অবলম্বনে ইন্দ্রজিৎ চরিত্রের পরিচয় দাও । ১০

৩.৩ ‘এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ’ — ‘তার’ সঙ্গে বক্তার জীবনব্যাপী সম্পর্ক কীভাবে কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে? ১০

৪. **উৎস উল্লেখ করে যে-কোনো ২টির টীকা লেখো। (প্রতিটি উত্তর তিন-চারটি বাক্যে লিখতে হবে।)** ২ × ২ = ৪

৪.১ ভেস্ত
৪.২ চাঁদ চম্পা
৪.৩ বাসবত্রাস
৪.৪ আলাদিনের মায়ার প্রদীপ
৪.৫ বীণাপাণি
৪.৬ দ্বিতীয় প্রহর
৪.৭ দুলহ প্রেমধন

৫. যে-কোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর দাও। কমবেশি ১৫টি বাক্যে উত্তর লিখতে হবে। ১ × ১০ = ১০

৫.১ 'দুরন্ত আশা ' কবিতায় বাঙালির যে স্বভাবধর্ম বর্ণিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করো । বাঙালির জীবনচর্যাবর্ণনায় কবির কৌতুক ও কটাক্ষ কীভাবে কবিতায় ফুটে উঠেছে? ৪ + ৬

৫.২ ' স্বাগত' কবিতায় কবি মন্বন্তরগ্রস্ত সমাজের যে করুণ প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন তা নিজের ভাষায় লেখো। এই মর্মান্তিক পরিস্থিতিকে কাটিয়ে উঠে আলোর দিশা পাওয়ার প্রতীক্ষা কীভাবে কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে? ৫ + ৫

৬. নিম্নলিখিত যে কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে অনধিক ৫০০ শব্দের মধ্যে একটি প্রবন্ধ লেখো ঃ ২০

৬.১ দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান

৬.২ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ছাত্রসমাজের ভূমিকা

৬.৩ একটি গাছ একটি প্রাণ

৬.৪ একটি নির্জন দুপুর

৭. চলিত গদ্যে বঙ্গানুবাদ করো ঃ ১০

Man is an animal which is much weaker than other animals. He has not the strength of the elephant, nor the speed of the horse. But he has a mind such as no other animal has. By his superior intelligence man has learnt to catch and tame natural forces like wind, fire, steam and electricity,. He has used these powers as his servants.

৮. যে-কোনো একটির উত্তর দাও ঃ ৫

৮.১ ভাবার্থ লেখো ঃ (প্রদত্ত রচনার এক তৃতীয়াংশ আয়তনের মধ্যে)

ভয় মানুষের অবধারিত শত্রু। সে তাহার আত্মশক্তির সুদৃঢ় ভিত্তিকে দুর্বল করিয়া সাধন করে তাহার চরম সর্বনাশ। ভয়হীনতাই শক্তি। স্নেই শক্তিতে ভীতির কবল মুক্ত করিয়া ভয়কে পদদলিত করিয়া ঋজু মেরুদন্ড লইয়া এই পৃথিবীতে যথার্থ মানুষের মত বাঁচিতে হইবে। নিশ্চেষ্ট ও পরনির্ভর হইয়া বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। সেই মৃত্যুতেও আছে গৌরব। দুর্বল ভয়গ্রস্ত হইয়া বাঁচিয়া থাকা চরম অবমাননাকর। যাহারা ভীরু, ভয়ের গুহায় যাহারা সারা জীবন আত্মগোপন করিয়া থাকে,

যাহারা মৃত্যুর পূর্বে বহুবার মরে তাহারা মানবতার কলঙ্ক। মানুষ তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, ইতিহাস তাহাদের সম্পর্কে কঠিন ভাবে নীরব। ঘৃণা ও বিকৃত জীবনই তাহাদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

৮.২ ভাবসম্প্রসারণ করো ঃ (কমবেশি ১০ টি বাক্যে) ৫

' যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমাকে পশ্চাতে টানিছে। '

৯. যে-কোনো একটির উত্তর দাও ঃ (অনধিক ১০টি বাক্যে) ৫

৯.১ সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো ঃ
তোমাদের এলাকায় অনুষ্ঠিত একটি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা।

৯.২ তোমাদের বিদ্যালয়ে ছাত্র -স্বাস্থ্য -সেবাকেন্দ্রের বর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক - শিক্ষয়িত্রী ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে যে প্রস্তুতি-কমিটি গঠিত হয়েছে তার একটি সভার কার্য বিবরণী লেখো।

প্রথম ভাষা ঃ বাংলা

(নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য)

দ্বিতীয় পত্র

সময় ঃ তিনঘন্টা

পূর্ণমান - ৯০

১. যে-কোনো ৩টি প্রশ্নের উত্তর লেখো (প্রতিটি উত্তর অনধিক তিনটি বাক্যে) ঃ ৩ × ২ = ৬

১.১ ' সাগর সংগমে নবকুমার' গল্পে নৌকারোহীদের সঙ্গীহীন হবার কারণ কী ?

১.২ ' ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে ' রচনায় নদীকে লেখকের একটি ' গতি পরিবর্তনশীল জীবন' বলে মনে হত কেন?

১.৩ ' বড়ো দুঃখ হল গৌরবির' —গৌরবির দুঃখের কারণ কী ?

১.৪ ' ঘর ও বাহির ' রচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ' অনাদর একটা মস্ত স্বাধীনতা ' — এমন মন্তব্যের কারণ কী ?

১.৫ কলম্বো, এঁইডন বন্দর, সুয়েজ কানাল, হামবুর্গ — এগুলি জাহাজের মেজো সারেং- এর সিলেটি উচ্চারণে কী রূপ লাভ করেছে ' নোনাজল ' রচনা অনুসরণে লেখো ।

১.৬ দূষিত বায়ু থেকে জড়পদার্থ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ? ' পরিবেশ দূষণ' প্রবন্ধ অনুসরণে লেখো।

২. যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও (প্রতিটি উত্তর কমবেশি ৬টি বাক্যে) ঃ ৫ × ৫ = ২৫

২.১ ' আমার ভাইপো বলাই — তার প্রকৃতিতে কেমন করে গাছপালায় মূল সুরগুলোই হয়েছে প্রবল' — 'গাছপালার মূলসুর' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? বলাইয়ের স্বভাবে যে সেই সুরগুলি প্রবল হয়েছিল তা কীভাবে বোঝা যেত ? ৩ + ২

২.২ ' তখন তিনি হতবুদ্ধি হইয়া অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন' — উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কোন্ পরিস্থিতিতে হতবুদ্ধি ও অধোবদন হয়েছিলেন? তার ' হতবুদ্ধি' ও ' অধোবদন' হওয়ার কারণ কী ? ৩ + ২

২.৩ ' শ্রীমন্ত, তুইয়ে তো দ্যাখোঁ মোর ফ্যারিস্তা হলুরে' — 'ফ্যারিস্তা' বলতে কী বোঝ? কীভাবে শ্রীমন্ত বক্তা রহিমের কাছে ফ্যারিস্তা হয়ে উঠল ? ২ + ৩

২.৪ 'সেই কেবল কাঁদিল না ' — 'সে' কাঁদল না কেন ? সে ছাড়া নৌকার অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা কাঁদছিল কেন ? ২ + ৩

২.৫ ‘এই তো স্বর্গ। তার স্বর্গ আর হারার মার স্বর্গ কি এক হতে পারে ?’— কোন্ অবস্থাকে স্বর্গ বলে মনে হল গৌরবির ? স্বর্গ সম্পর্কে এ প্রশ্ন গৌরবির মনে কেন জাগত ? ২ + ৩

২.৬ ‘কতক্ষণ পর সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল’ — সম্মুখে দৃষ্টিপাত করে বক্তার হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও দেহ পুলকিত হয়ে উঠল কেন ? এতক্ষণ তিনি সম্মুখে দৃষ্টিপাত করতে পারেননি কেন ? ৩ + ২

২.৭ ‘কিন্তু এর যে নাম ম্যাপে দেওয়া আছে তা খুব অর্থপূর্ণ’ — ম্যাপে যে নাম দেওয়া আছে তা অর্থপূর্ণ কেন ? ম্যাপে তাকে আগ্নেয়গিরি বলে চিহ্নিত করা হয়নি কেন ? ৩ + ২

২.৮ ‘ডিসপ্যাচের পুঁটি ও মানওয়ারির তিমি দুই-ই মাছ — একেই জিজ্ঞাসা করা যাক না কেন, ‘রূপদর্শী’ দর্শন করেছে কতটুকু আর কল্পনায় বুনেছে কতখানি !’ — ‘রূপদর্শী’র দর্শন সম্পর্কে লেখকের মনে সন্দেহ জেগেছে কেন ? এখানে ‘ডিসপ্যাচের পুঁটি’ ও ‘মানওয়ারির তিমি’ - কথাদুটি ব্যবহারের তাৎপর্য কী ? ২ + ৩

৩. **অনধিক ১৫টি বাক্যে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ** ১০ × ১ = ১০

৩.১ ‘পরিবেশ দূষণ’ প্রবন্ধ অনুসরণে পরিবেশ কীভাবে দূষিত হতে পারে তা আলোচনা করো।

৩.২ ‘ছেঁড়া তার’ নাটকটি অবলম্বনে ফুলজান চরিত্রের পরিচয় দাও।

৩.৩ ‘ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সবচেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে, তখন জগৎ টা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ,’ — রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলার কোথায় কোথায় এইসব রহস্যের পরিচয় পেয়েছিলেন ‘ঘর ও বাহির’ রচনা অবলম্বনে তার পরিচয় দাও।

৪. **উৎস উল্লেখ করে যে-কোনো দুটির টীকা লেখো (প্রতিটি উত্তর তিন-চারটি বাক্যে লিখতে হবে) ঃ** ২ × ২ = ৪

৪.১ দরিয়ার পাঁচপির ;

৪.২ নন্দাদেবী ;

৪.৩ লঙ্গরখানা ;

৪.৪ রূপদর্শী ;

৪.৫ ফুলবেড়ের চটকল ;

৪.৬ নিবিড় চাষ।

৫. কমবেশি ১৫ টি বাক্যে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ১০

৫.১ 'দুধের দাম' গল্পে এক বৃদ্ধার সংক্ষিপ্ত ট্রেনযাত্রার অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে সমাজের যে অমানবিক রূপটি প্রকাশিত হয়েছে তা নিজের ভাষায় লেখো। বয়স্ক মানুষদের প্রতি সমাজের দায়বদ্ধতার কথা লেখক এখানে কীভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ? ৬ + ৪

৫.২ 'সওগাত' গল্পে মায়ের সওগাত পাঠানোর মধ্য দিয়ে সামাজিকতার যে দিকটি ধরা পড়েছে তা নিজের ভাষায় লেখো। এই গল্পের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের কোন্ মূল ভাবনাটি প্রকাশ পেয়েছে তা বুঝিয়ে দাও। ৫ + ৫

৬. নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও ঃ ১০

৬.১ নীচে উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে যেসব সন্ধিবদ্ধ পদ আছে তাদের সন্ধিবিচ্ছেদ করো (যেকোনো ২টি) ঃ ২ × ১ = ২

৬.১.১ মসজিদ আর মন্দির ওই শয়তানদের মন্ত্রণাগার। (পথের দিশা)

৬.১.২ দেশ দেশান্তে ছুটছে আজি আনতে দেশে জ্ঞান - বিভব (ছেলের দল)

৬.১.৩ নিজ গৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে ? (বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিৎ)

৬.১.৪ যে পুকুরটি এই বনস্পতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দর্পণ ছিল তাহাও এখন নাই। (ঘর ও বাহির)

৬.১.৫ মেয়ের বাড়িতে গৌরবির দুরবস্থা দেখে গৌরবিকে এখানে নিয়ে আসে মুকুন্দ। (হারুন সালেমের মাসি)

৬.২ নীচে উদ্ধৃত বাক্যগুলির মধ্যে যেসব সমাসবদ্ধ পদ আছে তাদের ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো (যে কোনো ২টি) ঃ ২ × ১ = ২

৬.২.১ কুটিরস্বামীকে বলিলেন, তুমি আমায় আমার আলয়ে পঁহুছাইয়া দাও। (সভ্য ও অসভ্য)

৬.২.২ আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, উপকূল — কোনো দিকে কিছুই দেখা যাইতেছে না। (সাগর সংগমে নবকুমার)

৬.২.৩ আলভারেজ সেদিকে চেয়ে ভয়ে বিস্ময়ে বলে উঠল - আগ্নেয়গিরি। (আগ্নিদেবের শয্যা)

৬.২.৪ ভাবছে তারা সুন্দরেরই জয়ধ্বনি করছে জোরে ? (পথের দিশা)

৬.২.৫ ঐছন সদয় / হৃদয় রসময় / গৌর ভেল পরকাশ (পতিত হেরিয়া কাঁদে)

৬.২.৬ বড়ো পাতাটির নীচে বসে আছে / ভোরের দোয়েলপাখি (বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি)

৬.৩ নীচের চিহ্নিত পদগুলির মধ্যে যার ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে তার কারক এবং যার ক্রিয়া ছাড়া অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে সেটি সম্বন্ধ না সম্বোধন পদ তা নির্ণয় করে সংশ্লিষ্ট পদের বিভক্তি নির্দেশ করো (যে-কোনো ২ টি) ২ × ১ = ২

৬.৩.১ গল্পটা সবাই জানে। (উলঙ্গ রাজা)

৬.৩.২ আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে (রবীন্দ্রনাথের প্রতি)

৬.৩.৩ চতুর্দিকে অতিগাঢ় কুজ্‌ঝটিকায় ব্যাপ্ত হইয়াছে।(সাগর সংগমে নবকুমার)

৬.৩.৪ তারপর হুজুর আমি পুরো সাতবচ্ছর জাহাজে কাটাই। (নোনাজল)

৬.৩.৫ কাকি আমার সেই শিমুলগাছের একটা ফটোগ্রাফ পাঠিয়ে দাও। (বলাই)

৬.৩.৬ বাবু ছিপ হাতে পারিষদ সাথে ধরিতেছিলেন মাছ। (দুই বিঘা জমি)

৬.৪ নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো (যে কোনো ৪টি) ৪ × ১ = ৪

৬.৪.১ মাঝি উত্তর করিল না (সাগর সংগমে নবকুমার) (ইতিবাচক বাক্যে)

৬.৪.২ মাঝরাতে শংকরের ঘুম ভেঙে গেল (অগ্নিদেবের শয্যা) (জটিল বাক্য)

৬.৪.৩ আমার খাওয়া দাওয়া হয়নি। (মহেশ) (কর্তৃবাচ্যে)

৬.৪.৪ দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে। (দুই বিঘা জমি) (লেখ্য গদ্যে)

৬.৪.৫ স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে। (বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিৎ) (চলিত গদ্যে)

৬.৪.৬ নাবিকেরা এই পরামর্শে সম্মত হইয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিল। (সাগর সংগমে নবকুমার) (চলিত গদ্যে)

৭. নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও ঃ ২১

৭.১ যে-কোনো একটির উত্তর দাও ঃ ১ × ৫ = ৫

৭.১.১ 'স্বরসংগতি' — শব্দটির অর্থ কী ? বর্তমানে বাংলার কোন্ কথ্য উপভাষায় এজাতীয় ধ্বনি পরিবর্তন প্রচলিত আছে ? দুটি উদাহরণ দিয়ে স্বরসংগতি বিষয়টি বুঝিয়ে দাও। ১ + ১ + ৩

৭.১.২ 'অনুসর্গ' শব্দটির অর্থ কী ? বাক্যের কোন্ অংশকে ব্যাকরণে অনুসর্গ বলা হয় ? দুটি উদাহরণের সাহায্যে অনুসর্গের কাজ বুঝিয়ে দাও। ১ + ২ + ২

৭.১.৩ প্রত্যয় কাকে বলে ? কৃদন্ত শব্দ ও তদ্ধিতান্ত শব্দ কাকে বলে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও। ১ + ২ + ২

৭.২ যে-কোনো একটির উত্তর দাও ঃ ১ × ৪ = ৪

৭.২.১ নীচের শব্দগুলিতে ধ্বনিপরিবর্তনের কোন্ কোন্ নিয়ম কাজ করেছে তা নির্ণয় করো (৪টি) ঃ ১ × ৪ = ৪

জনম, লাউ, কাঁইচি, ভিক্ষে, শেয়াল, দুগ্‌গা, রিশ্‌কা।

৭.২.২ নীচের শব্দগুলির শেষ দলগুলির মধ্যে কোন্‌টি রুদ্ধ দল, কোন্‌টি মুক্তদল তা লেখো ঃ (৪ টি) ১ × ৪ = ৪

আলো, ছবি , হরিণ, ভারত, কথা, দেখলাম।

৭.২.৩ উৎসের দিক থেকে নীচের শব্দগুলির কোন্‌টি কোন্ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত নির্ধারণ করো (৪ টি)
প্রভাত, কাঠ, গেরাম, ডিঙি, চা, হাটবাজার।

৭.৩ যে কোনো একটির উত্তর দাও ঃ ১ × ৪ = ৪

৭.৩.১ আলাদা আলাদা বাক্যে প্রয়োগ করে যে কোনো ৪ টির উদাহরণ দাও ঃ ১ × ৪ = ৪
ব্যক্তিবাচক সর্বনাম ; নির্দেশক সর্বনাম ; অনির্দেশক সর্বনাম ; প্রশ্নবাচক সর্বনাম ; সাপেক্ষ সর্বনাম ; সমষ্টিবাচক সর্বনাম।

৭.৩.২ নীচের চিহ্নিত পদগুলির কোন্‌টি কী ধরনের বিশেষণ তা নির্ণয় করো (৪টি) ঃ

৭.৩.২.১ দু'খানি কাপড় তার সম্বল।

৭.৩.২.২ এটি আমার দ্বিতীয়া কন্যা।

৭.৩.২.৩ লোকটি অত্যন্ত দাম্ভিক ।

৭.৩.২.৪ হলুদ শাড়ি পরে তোমায় সুন্দর লাগছে।

৭.৩.২.৫ তুমি বোকা, তাই লোকে ঠকায়।

৭.৩.২.৬ চটপট তৈরি হয়ে নাও।

৭.৩.৩ নীচের যে কোনো ৪টি উপসর্গ যোগে ৪ টি শব্দ তৈরি করো এবং চারটি আলাদা বাক্যে তাদের প্রয়োগ দেখাও ঃ
কু, পাতি, ফি, বে, প্র, পরা, অপ।

৭.৪ যে কোনো একটির উত্তর দাও ঃ ১ × ৪ = ৪

৭.৪.১ উদাহরণ দাও (৪টি) ঃ ১ × ৪ = ৪
প্রযোজক ধাতু ; নামধাতু ; ধ্বন্যাত্মক ধাতু ; সকর্মক ক্রিয়া ; সংযোগমূলক ধাতু, সমাপিকা ক্রিয়া; নিরপেক্ষ কর্তা।

৭.৪.২ নীচের বাক্যগুলির ক্রিয়াপদের কাল নির্ণয় করো ঃ (৪ টি)

৭.৪.২.১ বহুবার বলা সত্ত্বেও আপনি কাজটি করেন নি।

৭.৪.২.২ কাজটা সে নিশ্চয়ই করে ফেলবে।

৭.৪.২.৩ শৈশবে নিয়মিত আমি গঙ্গায় সাঁতার দিতাম।

৭.৪.২.৪ আমি বই পড়ছি।

৭.৪.২.৫ মা তখন রান্না করছিল।

৭.৪.২.৬ সে রোজ স্কুলে গিয়ে থাকে।

৭.৫ যে কোনো একটির উত্তর দাও ঃ ১ × ৪ = ৪

৭.৫.১ বাক্যে প্রয়োগ করে উদাহরণ দাওঃ

সম্মতি সূচক অব্যয়, সংশয় সূচক অব্যয়, সম্বোধন সূচক অব্যয়, আবেগসূচক অব্যয়, সংযোজক অব্যয় , সাপেক্ষ শব্দজোড়

৭.৫.২ সঠিক বানানটি বেছে লেখো (৪টি) ঃ

অহোরাত্রি / অহোরাত্র, মহত্ব / মহত্ত্ব, কৌতুহল / কৌতূহল, শ্রীমতি / শ্রীমতী

দুরাবস্থা / দুরবস্থা, নিরোগ / নীরোগ

৮. যেকোনো একটির উত্তর দাও ঃ ১ × ৪ = ৪

৮.১ নীচের উদ্ধৃতাংশে উপযুক্ত বিরাম চিহ্ন বসাও ঃ

বক্তার স্বর অত্যন্ত ভয়কাতর বৃদ্ধ বুঝিলেন যে কোনো বিপদ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে সশঙ্ক চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন মাঝি কী হয়েছে মাঝি উত্তর করিল না কিন্তু যুবক উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বাহিরে আসিলেন বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে প্রায় প্রভাত হইয়াছে

৮.২ আলাদা আলাদা ৪টি বাক্যে যে -কোনো চারটি বাগ্‌ধারার প্রয়োগ দেখাও ঃ

গড্ডলিকা প্রবাহ, চোখের চামড়া , ঝাঁকের কই, টাকার কুমির, জিলিপির প্যাঁচ, জড়ভরত।

প্রথম ভাষা ঃ বাংলা

(নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য)

প্রথম পত্র

সময় ঃ তিনঘন্টা পূর্ণমান - ৯০

১. যে-কোনো ৩টি প্রশ্নের উত্তর লেখো (প্রতিটি উত্তর অনধিক তিনটি বাক্যে লিখতে হবে) ঃ ৩ × ২ = ৬

১.১ 'দান করয়ে জগজনে ' গৌরাঙ্গ জগজ্জনকে কী দান করেন?

১.২ 'প্রফুল্ল কমলে কীটবাস' — উক্তিটির বিশেষ অর্থ কী ?

১.৩ 'একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়োই বাসনা হল ' — বক্তা দেশ ছেড়ে কোথায় কোথায় গিয়েছিল?

১.৪ 'ওই আমাদের ছেলেরা সব, - ত্রুটি ওদের অনেক হয়' — কবি ছেলের দলের যেসব ত্রুটির কথা বলেছেন তার মধ্যে দুটির উল্লেখ করো।

১.৫ 'কবর' কবিতায় কথক তার স্ত্রীকে দেখতে যাবার সময় শ্বশুরবাড়িতে কী কী নিয়ে যেত ?

১.৬ 'পথের দিশা ' কবিতায় উল্লিখিত 'কালাপাহাড়' - এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ।

২. যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রতিটি উত্তর কমবেশি ৬টি বাক্যে লিখতে হবে। ৪ × ৫ = ২০

২.১ 'কেউ ভাবছে,....... চোখে পড়ছে যদিও, তবু আছে ' — কীসের সম্পর্কে এই ভাবনা ? এই ভাবনার কারণ কী ? ২ + ৩

২.২ 'মাটিরে আমি যে বড়ো ভালোবাসি ' — এখানে 'মাটি' কথাটির বিশেষ অর্থ কী? 'মাটি' কে বড়ো ভালোবাসার কারণ কী ? ২ + ৩

২.৩ ' মৃগেন্দ্র কেশরী, কবে, হে বীরকেশরী, সম্ভাষে শৃগালে মিত্রভাবে' — বক্তা 'মৃগেন্দ্রকেশরী' ও 'শৃগাল' বলতে কাদের বোঝাচ্ছেন ? এই উক্তির তাৎপর্য কী ? ২ + ৩

২.৪ 'এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি!
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।'
— উদ্ধৃতাংশের সাধারণ অর্থ লেখো । বক্তার একথা বলার কারণ কী ? ২ + ৩

২.৫ ‘ পদ্মকোষের বজ্রমণি ওরাই ধ্রুব সুমঙ্গল’ — ‘পদ্মকোষের বজ্রমণি’ কথাটির অর্থ কী ? ‘ওরা ’ বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? ওদের সম্পর্কে এই মন্তব্যের কারণ কী ? ২ + ১ + ২

২.৬ ‘ এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি ’ — ‘ এখনো’ বলতে কখনকার কথা বলা হয়েছে ? ‘তোমার’ বলতে কবি কাকে বুঝিয়েছেন ? ওই সময়েও তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতির কারণ কী ? ১ + ১ + ৩

৩. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। উত্তর কমবেশি ১৫ টি বাক্যে লিখতে হবে। ১ × ১০ = ১০

৩.১ ‘ তুমি মহারাজ, সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে’ — কোন্ পরিস্থিতিতে এবং কেন বক্তা এই মন্তব্য করেছেন ? প্রসঙ্গক্রমে সংশ্লিষ্ট কবিতায় ‘মহারাজ’ ও ‘ চোর’ - এর যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করো। ৪ + ৬

৩.২ ‘গল্পটা সবাই জানে ’ — ‘গল্পটা’ উল্লেখ করো। ‘নেমেছে গল্পের রাজা বাস্তবের প্রকাশ্য রাস্তায় ’ — গল্পের সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির পার্থক্য কোথায় তা বিশদভাবে বুঝিয়ে দাও। ৩ + ৭

৪. উৎস নির্দেশ করে যে-কোনো ২টির টীকা লেখো। (প্রতিটি উত্তর তিন-চারটি বাক্যে লিখতে হবে।) ২ × ২ = ৪

৪.১ নন্দনকানন

৪.২ খড়্গপাণি

৪.৩ অমরা

৪.৪ রূপকথা

৪.৫ কাফন

৪.৬ মোহগর্ত

৫. যে-কোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর দাও। অনধিক ১৫টি বাক্যে উত্তর লিখতে হবে। ১ × ১০ = ১০

৫.১ ‘দুরন্ত আশা’ কবিতায় ‘ দুরন্ত আশা ’ কথাটি কোন্ পটভূমিকায় কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ? ‘দুরন্ত আশা ’ কবিতায় কবির রচনাভঙ্গির যে বিশিষ্টতা লক্ষ করা যায় তা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও। ৬ + ৪

৫.২ ‘ লোহার ব্যথা’ কবিতা অবলম্বনে লোহার ব্যথার স্বরূপ বুঝিয়ে দাও। এই কবিতায় কবি আসলে কী বলতে চেয়েছেন? ৪ + ৬

৬. প্রবন্ধ ২০

৭. চলিত গদ্যে বঙ্গানুবাদ করো ঃ ১০

৮. যে-কোনো একটির উত্তর দাও ঃ ৫

৮.১ ভাবার্থ লেখো ঃ (প্রদত্ত রচনার এক তৃতীয়াংশ আয়তনের মধ্যে)

৮.২ ভাবসম্প্রসারণ করো ঃ (কমবেশি ১০ টি বাক্যে) ৫

৯. যে-কোনো একটির উত্তর দাও ঃ (অনধিক ১০টি বাক্যে) ৫

৯.১ প্রতিবেদন রচনা

৯.২ সভার কার্য বিবরণী

প্রশ্ন চার

প্রথম ভাষা ঃ বাংলা

(নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য)

<u>দ্বিতীয় পত্র</u>

সময় ঃ তিনঘন্টা

পূর্ণমান - ৯০

১. যে-কোনো ৩টি প্রশ্নের উত্তর লেখো (প্রতিটি উত্তর অনধিক তিনটি বাক্যে) ঃ ৩ × ২ = ৬

১.১ 'আহা, কী দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না' — বক্তা কী জন্য এমন মন্তব্য করেছেন ?

১.২ 'এই বটকে উদ্দেশ্য করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম' — যা লিখেছিলেন পাঠের অনুসরণে তা উদ্ধৃত করো।

১.৩ 'ও সব থাক্ মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে' — মহেশের 'প্রাচিত্তির' কথাটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও ?

১.৪ 'শংকর, আগুনটা ভালো করে জ্বালো' — আলভারেজ কেন একথা বলেছেন ?

১.৫ কানা ফকির কেমন করে কলেরা চালান করছে বলে রহিম মনে করে?

২. যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও (প্রতিটি উত্তর কমবেশি ৬টি বাক্যে) ঃ ৫ × ৫ = ২৫

২.১ 'সাগর সংগমে নবকুমার' গল্পে বৃদ্ধের গঙ্গাসাগরে আসার কারণ উল্লেখ করো। এ থেকে তার চরিত্রের যে পরিচয় পাও তা লেখো। ৩ + ২

২.২ সমীরুদ্দি তার ছোটো ভাইকে সাতবছরে প্রায় বিশ হাজার টাকা পাঠিয়েছিল কেন ? এই টাকা পাঠানোর উদ্দেশ্য কী সফল হয়েছিল? ৩ + ২

২.৩ অপস্বর দূষণ আমাদের কী কী ক্ষতি করে? কারখানায় শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়? ৩ + ২

২.৪ 'ছেঁড়া তার' নাট্যাংশে রহিম কেন বলেছে 'হাকিমুদ্দির মনের সাধটা মিটিল' ? এর উত্তরে শ্রীমন্ত তাকে কী বলে সান্ত্বনা দিয়েছিল? ৩ + ২

২.৫ 'শহরে গৌরবির আর হারার সমাজ অনেক বড়ো। সমুদ্রের মতো।' — গৌরবির আর হারার সমাজের পরিচয় দাও। শহরে তা 'সমুদ্রের মতো' কেন? ৩ + ২

৩. যে কোনো একটি প্রশ্নের কমবেশি ১৫টি বাক্যে উত্তর দাও ঃ ১০ × ১ = ১০

৩.১ ' ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে ' গদ্যাংশে কথক কীভাবে ভাগীরথীর প্রবাহপথ অবলম্বন করে তার উৎপত্তিস্থান দেখে আসেন বর্ণনা করো।

৩.২ ' ছেঁড়া তার ' নাটকটি অবলম্বনে রহিম চরিত্রটির পরিচয় দাও।

৪. উৎস নির্দেশ করে তিন-চারটি বাক্যে টীকা লেখো যে-কোনো দুটি ঃ ২ × ২ = ৪

৪.১ পাঁচপির ;

৪.২ মহাদেবের জটা ;

৪.৩ রাষ্ট্রপুঞ্জ ;

৪.৪ রামায়ণ;

৪.৫ কুলুম শহর ;

৫. কমবেশি ১৫ টি বাক্যে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ১০

৫.১ 'দেবতার জন্ম ' গল্পে লেখক কী বলতে চেয়েছেন ? লেখকের উপস্থাপন- ভঙ্গিটির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো । ৬ + ৪

৫.২ 'অযান্ত্রিক' গল্পে সমাজের কোন্ সত্য ফুটে উঠেছে? গল্পে যে মানবিক রস ফুটে উঠেছে তার পরিচয় দাও। ৬ + ৪

৬. নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও ঃ ১০

৬.১ নীচে উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে যেসব সন্ধিবদ্ধ পদ আছে তাদের সন্ধিবিচ্ছেদ করো (যেকোনো ২টি) ঃ ২ × ১ = ২

৬.১.১ বুঝিলেন .... দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে । (সাগর সংগমে নবকুমার)

৬.১.২ দেখিলাম অনন্ত প্রসারিত নীল্ নভোমন্ডল । (ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে)

৬.১.৩ দেহ যেমনি দুর্বল তেমনি শ্রান্ত। (মহেশ)

৬.১.৪ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্‌ভে পশিল দম্ভী (বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিৎ)

৬.১.৫ আমি তো নীরবে দিয়েছি আমার সব । (দুই বিঘা জমি)

৬.১.৬ নিরুপম হেম তিনি । (পতিত হেরিয়া কাঁদে)

৬.২ নীচের বাক্যগুলিতে যে সব সমাসবদ্ধ পদ আছে সেগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো (যে কোনো ২টি) ঃ ২ × ১ = ২

৬.২.১ এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে (বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিৎ)।

৬.২.২ টুটল তিমির, খুলল দুয়ার পুব-দুয়ারি? (পথের দিশা)

৬.২.৩ সোনালি উষায় সোনামুখ তার আমার নয়নে ভরি (কবর)

৬.২.৪ ছেলেটি আমার নিঃসন্তান ঘরে কাকির কোলেই মানুষ (বলাই)

৬.২.৫ মাঠখানা জ্বলিয়া পুড়িয়া ফুটিফাটা হইয়া আছে (মহেশ)

৬.২.৬ ত্রিসংসারে তার আর কেউ ছিল না। (নোনাজল)

৬.৩ নীচের চিহ্নিত পদগুলির মধ্যে যার ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে তার কারক এবং যার ক্রিয়া ছাড়া অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে সেটি সম্বন্ধ না সম্বোধন পদ তা নির্ণয় করে সংশ্লিষ্ট পদের বিভক্তি নির্দেশ করো (যে-কোনো ২ টি) ২ × ১ = ২

৬.৩.১ আর কি কোথায় ফিরে পাব সে-জীবন (দুই বিঘা জমি)

৬.৩.২ হিবাচিতে আগুন জ্বেলে শিখছে ওরা কব্‌জাকল (ছেলের দল)

৬.৩.৩ বিষের জ্বালায় বিশ্ব পুড়ে ... (পথের দিশা)

৬.৩.৪ আমিনা, চল্ আমরা যাই (মহেশ)

৬.৩.৫ কাকি গোপনে চোখের জল মোছেন (বলাই)

৬.৩.৬ শুনিবামাত্র তাহারা আর্তনাদ করিয়া উঠিল । (সাগর সংগমে নবকুমার)

৬.৪ নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো (যে কোনো ৪টি) ৪ × ১ = ৪

৬.৪.১ এর যে নাম ম্যাপে দেওয়া আছে তা খুব অর্থপূর্ণ (অগ্নিদেবের শয্যা) (সরল বাক্যে)

৬.৪.২ মহেশ প্রত্যুত্তরে শুধু গলা বাড়াইয়া আরামে চোখ বুজিয়া রহিল। (মহেশ) (যৌগিক বাক্য)

৬.৪.৩ আমি তোর জন্য আহার প্রস্তুত করিয়া রাখি নাই (সভ্য ও অসভ্য) (প্রশ্নবাচক বাক্য)

৬.৪.৪ কোথা হইতে আসিয়াছ ? (ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে) (ভাববাচ্যে)

৬.৪.৫ আমাকে সাহায্য করতে হল শুধু একটা পেতলের ডেগচি জোগাড় করে দিয়ে। (নোনাজল) (কর্তৃবাচ্যে)

৬.৪.৬ দুলহ প্রেমধন দান করয়ে জগজনে। (পতিত হেরিয়া কাঁদে) (চলিত গদ্যে)

৬.৪.৭ সূর্যের তেজে উত্তপ্ত হইয়া উর্ধ্বে উড্ডীন হইতেছে। (ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে)(চলিত গদ্যে)

৬.৪.৮ কেঁদে কেঁদে যখন হারা ঘুমোল তখন বিকেল হয়ে গেছে (হারুন সালেমের মাসি) (সাধু গদ্যে)

৭. নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও ঃ ২১

৭.১ যে-কোনো একটির উত্তর দাও ঃ ১ × ৫ = ৫

৭.১.১ 'অভিশ্রুতি ' — কোন্ কথ্য উপভাষার বৈশিষ্ট্য ? এই উপভাষার প্রচলন আছে পশ্চিমবঙ্গের এমন একটি জেলার নাম করো । দুটি উদাহরণ দিয়ে ' অভিশ্রুতি' র বিষয়টি বুঝিয়ে দাও। ১ + ১ + ৩

৭.১.২ ' বিভক্তি ' শব্দটির সাধারণ অর্থ কী ? ব্যাকরণে ভাষার কোন্ বৈশিষ্ট্যকে বিভক্তি বলা হয় ? দুটি উদাহরণ দিয়ে বিভক্তি ও অনুসর্গের তফাত বুঝিয়ে দাও । ১ + ২ + ২

৭.২ যে-কোনো একটির উত্তর দাও ঃ ১ × ৪ = ৪

৭.২.১ নীচের শব্দগুলিতে ধ্বনিপরিবর্তনের কোন্ কোন্ নিয়ম কাজ করেছে তা নির্ণয় করো (৪টি) ঃ ১ × ৪ = ৪

শোলক, আস্পর্ধা, ফলার, কত্তা (মশায়), রিস্কা, গামছা

৭.২.২ নীচের শব্দগুলির 'দল' বিশ্লেষণ করে কোন্ শব্দে কয়টি দল আছে তা নির্দেশ করোঃ (৪ টি) ১ × ৪ = ৪

পতিত , পাষন্ড, ছেলে, রবীন্দ্রনাথ, রমজান, চাঁদ

৭.২.৩ নীচের শব্দগুলির কোন্ কোন্‌টি কৃদন্ত ও কোন্ কোন্‌টি তদ্ধিতান্ত তা নির্ণয় করো (৪ টি)

সাহিত্যিক, পিপাসা, ইন্দ্রজিৎ, সৌমিত্রি, খাটুনি, পূজনীয়

৭.২.৪ উৎসের দিক থেকে নীচের শব্দগুলির শ্রেণি বিচার করো ঃ (৪টি) ১ × ৪

শ্রদ্ধা, ঘেন্না, মাছ, বাদুড়, সওগাত, মাস্টারমশাই

৭.৩ যে কোনো একটির উত্তর দাও ঃ ১ × ৪ = ৪

৭.৩.১ নীচের চিহ্নিত পদগুলি কী কী ধরনের সর্বনাম তা নির্ণয় করো ঃ ১ × ৪ = ৪

৭.৩.১.১ আমি নিজে এ কাজ করেছি ।

৭.৩.১.২ যা মনে করেছিলুম তা হল না।

৭.৩.১.৩ সবাই তাকে ভালো বলে।

৭.৩.১.৪ আপনাআপনি করেছি এ কাজ।

৭.৩.১.৫ তাকে কে না চেনে ?

৭.৩.১.৬ কেউ হয়তো বলেছে।

৭.৩.২ আলাদা আলাদা বাক্যে প্রয়োগ করে যে কোনো ৪টির উদাহরণ দাও ঃ ১ × ৪

সংখ্যাবাচক বিশেষণ, পূরণবাচক বিশেষণ, অব্যয়জাত বিশেষণ, সর্বনামীয় বিশেষণ, প্রশ্নবাচক বিশেষণ, ধ্বন্যাত্মক বিশেষণ।

৭.৩.৪ নিম্নলিখিত উপসর্গযুক্ত ও উপসর্গহীন শব্দযুগলের মধ্যে অর্থের পার্থক্য নির্ণয় করো (৪টি) ঃ ১ × ৪

সেবা - পরিষেবা, ভাষা - উপভাষা, নত - অবনত, উক্তি - অত্যুক্তি, তুষ্ট - সন্তুষ্ট রাজি - নিমরাজি।

৭.৪ যে কোনো একটির উত্তর দাও ঃ ১ × ৪ = ৪

৭.৪.১ উদাহরণ দাও (৪টি) ঃ ১ × ৪ = ৪

প্রযোজক ধাতু ; ধ্বন্যাত্মক ধাতু ; বহুপদ ধাতু, সকর্মক ক্রিয়া ; সমাপিকা ক্রিয়া; অসম্পূর্ণ ক্রিয়া।

৭.৪.২ নীচের বাক্যগুলির অন্তর্গত ক্রিয়াপদের ‘ প্রকার’ নির্ণয় করো ঃ (৪ টি)

৭.৪.২.১ আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদুর সীমন্তসীমা পরে।

৭.৪.২.২ ওরা চিরকাল টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল।

৭.৪.২.৩ আমি প্রতিদিন সকালে ফুল তুলতাম।

৭.৪.২.৪ এতক্ষণে হয়তো তাঁরা পৌঁছে গেছেন।

৭.৪.২.৫ দয়া করে আসবেন ।

৭.৪.২.৬ কতরূপে সাজায়েছ এ ভুবন।

৭.৫ যে কোনো একটির উত্তর দাও ঃ ১ × ৪ = ৪

৭.৫.১ ধ্বন্যাত্মক শব্দকে বিশেষ্য, বিশেষণ, নামধাতু ও ক্রিয়াবিশেষণ হিসাবে ব্যবহার করে চারটি আলাদা বাক্য লেখো ।

৭.৫.২ যেটি শুদ্ধ সেটি নির্ণয় করে লেখো (৪টি) ঃ

বন্দোপাধ্যায় / বন্দ্যোপাধ্যায় , এতদ্বারা / এতদ্‌দ্বারা

সম্বর্ধনা / সংবর্ধনা, মূল্যায়ন / মূল্যায়ণ

সখ্য / সখ্যতা, সংস্কৃতিবান / সংস্কৃতিমান

৮. যে কোনো একটির উত্তর দাও ঃ ১ × ৪ = ৪

৮.১ নীচের উদ্ধৃতাংশে উপযুক্ত বিরামচিহ্ন যথাযথভাবে বসাও ঃ

শংকর আলভরেজকে কী একটা জিগগেস করতে যাবে তারপরই প্রলয় ঘটল অন্তত শংকরের তো তাই বলেই মনে হল সমস্ত পৃথিবীটা দুলে এমন কেঁপে উঠল যে ওরা দুজনই টলে পড়ে গেল মাটিতে সঙ্গে সঙ্গে হাজারটা বাজ যেন কাছেই কোথায় পড়ল মাটি যেন চিরে ফেড়ে গেল আকাশটাও যেন সেই সঙ্গে ফাটল

৮.২ আলাদা আলাদা ৪টি বাক্যে যে -কোনো চারটি বাগ্‌ধারার প্রয়োগ দেখাও ঃ

আঠারো মাসে বছর, ঠোঁটকাটা, হাতের পাঁচ, একাই একশো, ঠুঁটো জগন্নাথ, মুখের কথা।

নমুনা - উত্তর

[প্রথম পত্র]

১.৫ কথক তার স্ত্রীকে দেখতে যাবার সময় শ্বশুরবাড়িতে একছড়া পুঁতির মালা, দেড় পয়সার তামাক এবং মাজন নিয়ে যেত।

[দ্বিতীয় পত্র]

২.৩ মার্কিন মুলুকের মানুষ যেমন চাষবাসের খামার করে এবং ভদ্রলোকের মতো ফ্যাশানের বাড়িতে থাকে, সমিরুদ্দিরও গ্রামে সেভাবে থাকার ইচ্ছা ছিল। ' গতর খাটিয়ে জান পানি করে ' সাতবছরে জামানো বিশহাজার টাকা' তাই ভাইকে পাঠিয়েছিল যাতে ভাই মহাজনের টাকা শোধ করে বাড়ি ছাড়িয়ে নেয় এবং বাড়ির পাশে জমি কেনে। এছাড়া দিঘি খনন, মসজিদ নির্মাণ, আরও ধানের জমি, বলদ, গাই, গোয়ালঘর, মরাই, বাড়ির পিছনে মেয়েদের পুকুব, সর্বোপরি শহুরে ঢঙে পাকা চুনকাম করা বড়ো বাড়ির জন্য সে এত টাকা পাঠিয়েছিল।

না, তার উদ্দেশ্য সফল হয়নি; কারণ তার ভাই ঘোড়া, মেয়েমানুষ আরও অনেক বাজে নেশার পিছনে সব টাকা নষ্ট করে ফেলেছিল।

[প্রথম পত্র]

৫.২ 'লোহার ব্যথা' কবিতায় লোহাকে ভোর থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত কর্মকারের হাতে নির্যাতন সহ্য করতে হয়। অত্যাচারের সহকারীরা যেমন নেহাই, আগুন, সাঁড়াশি, ছেনি, হাতুড়ি বা হাপর ক্লান্ত হয়ে পড়লেও কর্মকারের বজ্রমুঠি তখনও শিথিল হয় না। আগুনের তাপে, সাঁড়াশির চাপে বা হাতুড়ির আঘাতে ঘন ঘন পরিবর্তনের ফলে লোহা তার পুরোনো চেহারাও মনে করতে পারে না। বাহুল্য বোধে কর্মকার ধড় থেকে তার মাথাটাও কেটে বাদ দেয়। কর্মকারের চাতুরীতে নেহাই বা হাতুড়ি ভায়েরা বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে। নিরুপায় হয়ে কর্মকারের হাতে লোহাকে সহ্য করতে হচ্ছে 'শান', 'শোন' ও 'পোড়' অর্থাৎ কখনও তাকে শান দেওয়া হচ্ছে, কখনো গায়ে লাগানো হচ্ছে পান, আবার কখনও সহ্য করতে হচ্ছে পোড়। অথচ এই লোহা না থাকলে কর্মকারের রোজগারই কিপন্ন হয়ে যেত।

এই কবিতার মধ্য দিয়ে আসলে কবি বলতে চেয়েছেন সমাজের অত্যাচারিত ও নিপীড়িত মানুষের প্রতীক হল লোহা আর অত্যাচারী শোষক বা নিপীড়কের প্রতীক কর্মকার। এই সমস্ত শ্রমজীবী নিপীড়িত মানুষকে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয়, ক্লান্তিতে শরীর আর না চললেও এদের বিশ্রাম নেই। শোষণের চাপে, তাপে এদের জীবন ঘন ঘন এত পরিবর্তিত হয় যে নিজের পুরোনো অস্তিত্বও চেনা যায় না। স্বার্থান্বেষীদের চাতুরীতে এরা ব্যবহৃত হয়, 'ভাই হয়ে ভায়ে পেটে' কিংবা রামের শত্রু শ্যামকে হত্যার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এসমস্ত শ্রমজীবী মানুষ ছাড়া শোষক শ্রেণির রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে যেত। তাই শোষক শ্রেণি আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে শোষিত শ্রেণিকে প্রলোভন দেখায় যে একদিন তারাও মুনাফা অর্জন করবে, যদিও নিপীড়িত মানুষ কখনই শাসক শ্রেণির স্থান নিতে পারে না।

প্রথম ভাষা ঃ বাংলা

(নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য)

প্রথম পত্র

সময় ঃ তিনঘন্টা পূর্ণমান - ৯০

১. যে-কোনো ৩টি প্রশ্নের উত্তর দাও (অনধিক তিনটি বাক্যে) ঃ ৩ × ২ = ৬

১.১ ‘ দুই বিঘা জমি ’ কবিতায় উপেনের জমি জমিদার কেন কিনতে চেয়েছিলেন ?

১.২ ‘ কহ তাত, সহিব কেমনে হেন অপমান আমি ’ — বক্তা এখানে কোন্ অপমানের কথা বলেছেন?

১.৩ ‘ ছেলের দল’ কবিতায় কেন বলা হয়েছে ‘ কারণ ওরা দেবতা নয় ’ ?

১.৪ ‘ পারবি যেতে ভেদ করে এই চক্র পথের চক্রব্যূহ’ — ‘পথের দিশা ’ কবিতায় অগ্রদূত সম্বন্ধে কবির এই সংশয় কেন?

১.৫ ‘ পতিত হেরিয়া কাঁদে ’ কবিতায় কবি গৌরাঙ্গ সম্পর্কে বলেছেন ‘ঐছন সদয় ’ — গৌরাঙ্গের যেসব আচরণে কবি সদয় ভাব লক্ষ করেছেন তার একটির উল্লেখ করো।

২. যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর দাও। (প্রতিটি কমবেশি ৬টি বাক্যে) ৪ × ৫ = ২০

২.১ ‘হে পিতৃব্য তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে ’ — ‘তব বাক্য’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে ? বক্তা কেন নিজের মৃত্যু - ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ? ২ + ৩

২.২ ‘ এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি’
— প্রসঙ্গ উল্লেখ করো এবং এই উপলব্ধির কারণ বুঝিয়ে দাও ? ২ + ৩

২.৩ ‘ রবীন্দ্রনাথের প্রতি ’ কবিতায় কবি নিজেকে দুর্ভিক্ষের কবি বলেছেন কেন? ‘দুর্ভিক্ষের কবি’ হিসাবে তাঁর দিন ও রাত্রি কীভাবে কাটে কবিতা অবলম্বনে তা লেখো। ২ + ৩

২.৪ ‘ ছেলের দল ’ কবিতায় ছেলেদের ‘নিখাদ সোনা ’ ও ‘ আশার প্রদীপ’ বলা হয়েছে কেন? ২ + ৩

২.৫ ‘ দাদিকে কতদিন আগে কোথায় কবর দেওয়া হয়েছিল ? ছোটো বয়সে তাকে ঘরে আনার স্মৃতি কেমন ছিল ? ২ + ৩

৩. একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। কমবেশি ১৫ টি বাক্যে লেখো ঃ ১ × ১০ = ১০

৩.১ ' মসজিদ আর মন্দির ঐ শয়তানদের মন্ত্রণাগার,
রে অগ্রদূত ভাঙতে এবার আসছে কী জাঠ কালাপাহাড় ?' ' প্রসঙ্গ উল্লেখ করে উদ্ধৃতাংশের বক্তব্য সহজভাবে বুঝিয়ে দাও । ৬ + ৪

৩.২ 'বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিৎ' কবিতায় ইন্দ্রজিতের ভর্ৎসনায় বিভীষণের প্রতিক্রিয়া কীভাবে প্রকাশিত? এতে বিভীষণের চরিত্রের কী বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে ?

৩.৩ ' দুই বিঘা জমি ' কবিতা অবলম্বনে সুন্দরী বঙ্গভূমির রূপ বর্ণনা করো। গ্রামবাংলার যে পথ অতিক্রম করে উপেন নিজগৃহ-সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল তার পরিচয় দাও। ৬ + ৪

৪. যে-কোনো ২টির টীকা লেখো। (তিন-চারটি বাক্যে) ২ × ২ = ৪

৪.১ উজোর গোরা -তনু

৪.২ মৃগেন্দ্র কেশরী

৪.৩ মোহগর্ত

৪.৪ পরান্নভোজী

৫. ১টি প্রশ্নের উত্তর দাও। (১৫টি বাক্যে) ১ × ১০ = ১০

৫.১ 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন' — ' দুরন্ত আশা ' কবিতায় কোন্ জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে কবি এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন? ওই জীবনের বর্ণনায় কবির প্রকাশভঙ্গির বিশিষ্টতা বুঝিয়ে দাও। ৬ + ৪

৫.২ 'চম্পা' কবিতায় চম্পার গর্বিত আত্মপ্রকাশে জীবনের কোন্ সত্যের প্রকাশ ঘটেছে? চম্পা দিনদেবকে নমস্কার করেছে কেন? ৬ + ৪

৫.৩ 'করমে র যুগ ' কবিতায় কোন্ কর্তব্য সাধনের কথা বলা হয়েছে? কর্তব্য পালনে দেশবাসী কীভাবে আগুয়ান হবে? ৭ + ৩

৬. ৫০০ শব্দের মধ্যে একটি প্রবন্ধ লেখো ঃ ২০

৬.১ প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমাজের কর্তব্য

৬.২ মানুষ ও প্রকৃতি

৬.৩ তোমার স্মরণীয় বাঙালি বৈজ্ঞানিক

৬.৪ একটি মেলার বর্ণনা

৭. বঙ্গানুবাদ ১০

৮. ভাবসম্প্রসারণ অথবা ভাবার্থ ৫

৯. প্রতিবেদন অথবা সভার কার্য বিবরণী ৫

প্রথম ভাষা ঃ বাংলা

দ্বিতীয় পত্র (লিখিত)

সময় ঃ তিনঘন্টা পূর্ণমান - ৯০

১. যে-কোনো ৩টি প্রশ্নের উত্তর লেখো (প্রতিটি উত্তর অনধিক তিনটি বাক্যে) ঃ ৩ × ২ = ৬

১.১ ‘সাগর সংগমে নবকুমার’ গল্পে গঙ্গাসাগর থেকে ফেরার পথে যাত্রীবাহী নৌকা সঙ্গীহীন হয়ে পড়েছিল কেন ?

১.২ ‘ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে’ রচনায় এক প্রিয়জনের নশ্বর দেহ নদীতীরে ভস্মীভূত হবার পর লেখকের মনে কোন্ ভাব জেগেছিল ?

১.৩ ‘ঘর ও বাহির’ রচনায় শিশু রবীন্দ্রনাথের কাছে জগৎ ও জীবন রহস্যে পরিপূর্ণ মনে হত কেন?

১.৪ ‘......... ও প্রত্যহ দেখে বেড়িয়েছে —’

—‘বলাই’ গল্পে বলাই প্রত্যহ কী দেখে বেড়িয়েছে?

১.৫ ‘কী অদ্ভুত ধরনের ভীষণ সুন্দর দৃশ্য!’ — দৃশ্যটি কী ?

১.৬ ‘তাহার এতবড়ো শাস্তির হেতু প্রধানত মহেশ’ — মহেশের কোন্ কাণ্ডের জন্য গফুরকে শাস্তি পেতে হয়েছিল?

২. যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও (প্রতিটি উত্তর কমবেশি ৬টি বাক্যে) ঃ ৫ × ৫ = ২৫

২.১ ‘বৃদ্ধের শ্রুতি কবিতার প্রতি ছিল না’ — এখানে যে-কবিতার কথা বলা হয়েছে তাতে কীসের কেমন ছবি আছে ? কবিতাটি কোন্ ভাষায় রচিত ? বৃদ্ধের শ্রুতি কবিতার প্রতি ছিল না কেন? ২ + ১ + ২

২.২ ‘আমাকে সাহায্য করতে হল শুধু একটা পেতলের ডেগচি জোগাড় করে দিয়ে’ — বক্তাকে কোন্ ব্যাপারে কাকে সাহায্য করতে হয়েছিল ? বক্তা ডেগচি জোগাড় করে দেওয়ায় তার কী সাহায্য হয়েছিল ? ২ + ৩

২.৩ ‘আইজ মোরও পরীক্ষা’ — কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে? বক্তার কীসের পরীক্ষা? পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য বক্তা কী করতে চেয়েছে ? ২ + ২ + ১

২.৪ ‘এই প্রার্থনা শুনিয়া, ইউরোপীয় মহাপুরুষ বলিলেন ’ — এখানে কার কোন্ প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে ? প্রার্থনা শুনে ইউরোপীয় যা বলেছিলেন তাতে কী তাকে ‘মহাপুরুষ’ বলা যায় ? ৩ + ২

২.৫ ‘মহেশ’ গল্পের কাশীপুর গ্রামে জল সরবরাহের কী ব্যবস্থা ছিল ? আমিনা কীভাবে পানীয় জল সংগ্রহ করত ? পানীয় জলকে কেন্দ্র করে গফুরের সংসারে কী বিপর্যয় নেমে এসেছিল ? ২ + ১ + ২

২.৬ ‘শংকর তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বেলে বাইরে আসছিল, আলভারেজ বারণ করলে’ — শংকর তাড়াতাড়ি টর্চ জেলে বাইরে আসছিল কেন ? আলভারেজ- ই বা তাকে বারণ করল কেন ? ২ + ৩

২.৭ ‘ তাহাদের পৃথিবীর অধিকাংশই তাহাদের কাছে অপব্যয়েই নষ্ট হয়’ — ‘তাহাদের’ বলতে লেখক কাদের বুঝিয়েছেন ? তাদের পৃথিবীর অধিকাংশই অপব্যয়েই নষ্ট হয় কী করে ? ২ + ৩

৩. **কমবেশি ১৫টি বাক্যে যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ** ১০ × ১ = ১০

৩.১ ‘সাগর সংগমে নবকুমার’ গল্পে নবীন ও প্রবীণ নৌকারোহী দুজনের চরিত্রের সংক্ষিপ্ত তুলনা করো।

৩.২ ‘ অসম্ভব দুশ্চিন্তা হল গৌরবির । .... তার নিজের আধপেটা অন্ন জোটে কি না জোটে ! তাছাড়া গৌরবি কেমন করে বা হারাকে ঠাঁই দেয় ? হারা কি তার ধর্মের মানুষ না সমাজের ?’ — গৌরবির এই দুশ্চিন্তার প্রকৃত কারণ কী — তার নিদারুণ দারিদ্র্য না তার ধর্মীয় গোঁড়ামি ? আলোচনা করো।

৩.৩ ‘বলাই’ গল্পে প্রকৃতির সঙ্গে বলাইয়ের যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ প্রকাশ পেয়েছে উদাহরণ সহ তার পরিচয় দাও ।

৪. **তিন-চারটি বাক্যে টীকা লেখো যে-কোনো দুটি ঃ** ২ × ২ = ৪

৪.১ গঙ্গাসাগর;

৪.২ নন্দাদেবী ;

৪.৩ গোলাবাড়ি ;

৪.৪ হজ;

৪.৫ জাহান্নাম ;

৪.৬ রুদ্রদেব ;

৪.৭ রমজানের মাস;

৫. কমবেশি ১৫ টি বাক্যে যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ ১০

৫.১ বনফুলের 'দুধের দাম' গল্পে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির যে চিত্র পাওয়া যায় নিজের ভাষায় তার পরিচয় দাও। এর বিপরীতে বৃদ্ধার প্রতি শিক্ষাহীন মালবাহী অবাঙালির আচরণে যে মানবিক সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ৬ + ৪

৫.২ 'উঠে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখলাম কেউ দেখে ফ্যালেনি তো?' — বক্তা এখানে কী দেখে ফেলার কথা বলেছে? ঘটনাটি গোপন রাখার ইচ্ছায় বক্তার স্বভাবের কী বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ৬ + ৪

৬. নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাওঃ ১০

৬.১ নীচে উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে যেসব সন্ধিবদ্ধ পদ আছে তাদের সন্ধিবিচ্ছেদ করো (যেকোনো ২টি): ২ × ১ = ২

৬.১.১ আপাদমস্তক ভীতু, ফন্দিবাজ অথবা নির্বোধ (উলঙ্গ রাজা)

৬.১.২ শুধু দুটি আম ভিখ মাগি মহাশয় (দুই বিঘা জমি)

৬.১.৩ ছাড়ো দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে। (বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিৎ)

৬.১.৪ নমস্কার করিয়া সে প্রস্থান করিল (সভ্য ও অসভ্য)

৬.১.৫ প্রাচীন যুবকের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন (সাগর সংগমে নবকুমার)

৬.১.৬ তোর জন্যে আমার এতো দুর্ভোগ (হারুন সালেমের মাসি)

৬.২ নীচের উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে যেসব সমাসবদ্ধ পদ আছে তাদের ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো (যে কোনো ২টি): ২ × ২ = ৪

৬.২.১ বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায় (বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি)

৬.২.২ মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী (বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিৎ)

৬.২.৩ বঞ্চিত গোবিন্দদাস (পতিত হেরিয়া কাঁদে)

৬.২.৪ সে প্রকৃত মহাসমুদ্র নহে (সাগর সংগমে নবকুমার)

৬.২.৫ তর্করত্ন একটু নরম হইয়া কহিলেন (মহেশ)

৬.২.৬ হারার মার সাতকুলে কেউ নেই (হারুন সালেমের মাসি)

৬.৩ নীচের চিহ্নিত পদগুলির মধ্যে যার ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে তার কারক এবং যার ক্রিয়া ছাড়া অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে সেটি সম্বন্ধ না সম্বোধন পদ তা নির্ণয় করে সংশ্লিষ্ট পদের বিভক্তি নির্দেশ করো (যে-কোনো ২টি) ঃ ২ × ১ = ২

৬.৩.১ ভাবছে তারা সুন্দরেরই জয়ধ্বনি করছে জোরে (পথের দিশা)

৬.৩.২ ভাবনা যা সে ওদের পিঠে (ছেলের দল)

৬.৩.৩ রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি (দুই বিঘা জমি)

৬.৩.৪ কর্তা তোকে জ্যান্ত কবর দেবে (মহেশ)

৬.৩.৫ আমাদের পরিবেশে নানা শব্দ শ্রুতিগোচর হয় (পরিবেশ দূষণ)

৬.৩.৬ ‘ মাসি, মেটে আলু আন্না করবে ?’ (হারুন সালেমের মাসি)

৬.৪ নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করো (যে কোনো ৪টি) ৪ × ১ = ৪

৬.৪.১ বিকেলে মাসি এসে উঠোনে বসল (যৌগিক) (হারুন সালেমের মাসি)

৬.৪.২ খাদ্যের জন্য তাকে মাটির উপর নির্ভর করতে হয় (কর্তৃবাচ্য) (পরিবেশ দূষণ)

৬.৪.৩ মুসলমান তো জন্মান্তর মানে না । (জটিল) (ছেঁড়া তার)

৬.৪.৪ বিনা বন্দুকেই বা যাচ্ছ কোথায়। (ভাববাচ্যে) (অগ্নিদেবের শয্যা)

৬.৪.৫ আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে (লেখ্য গদ্যে) (দুই বিঘা জমি)

৬.৪.৬ একদা আমেরিকার এক আদিম নিবাসী ব্যক্তি মৃগয়া করিতে গিয়াছিল (চলিত গদ্যে) (সভ্য ও অসভ্য)

৬.৪.৭ ছেলেবেলা থেকেই চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস, নড়ে চড়ে বেড়ানো নয় (সাধু গদ্যে) (বলাই)

৬.৪.৮ তাহাই দুই হাতে গ্রহণ করিয়া সে মহেশের অবনত মাথার উপরে সজোরে আঘাত করিল (চলিত গদ্যে) (মহেশ)

২১

৭. নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও ঃ ১ × ৫ = ৫

৭.১ যে-কোনো একটির উত্তর দাও ঃ

৭.১.১ ‘সমীভবন ’ — শব্দটির অর্থ কী ? ব্যাকরণের কোন্ প্রসঙ্গে শব্দটি ব্যবহৃত হয় ? দুটি উদাহরণ দিয়ে ‘সমীভবন ’ বিষয়টি বুঝিয়ে দাও। ২ + ১ + ২

৭.১.২ উপসর্গ পদের কোথায় বসে? উপসর্গের কাজ কী ? উপযুক্ত উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
১ + ৪

৭.২ যে-কোনো একটির উত্তর দাও ঃ ১ × ৪ = ৪

৭.২.১ নীচের শব্দগুলিতে ধ্বনিপরিবর্তনের কোন্ কোন্ নিয়ম কাজ করেছে তা নির্ণয় করো (৪টি) ঃ
১ × ৪ = ৪

মেটে, ইস্টিমার, কনুই, বউদি, বরফ, বিলেত

৭.২.২ নীচের শব্দগুলির 'দল' বিশ্লেষণ করে কোন্ শব্দে কয়টি দল আছে তা নির্দেশ করোঃ (৪ টি) ১ × ৪ = ৪

রবীন্দ্রনাথ, বাবু, দিয়ে, চারদিকে, দেবতা, উমেদার।

৭.২.৩ নীচের যে-কোনো ৪টি প্রত্যয় যোগে ৪টি শব্দ তৈরি করো এবং ৪টি আলাদা বাক্যে তাদের প্রয়োগ দেখাও ঃ ১ × ৪

ইষ্ণু, তি, ইয়ে, আয়ন, এয়, ময়, উক, গিরি

৭.২.৪ উৎসের দিক থেকে শব্দগুলি কোন্ শ্রেণিভুক্ত তা নির্ধারণ করো ঃ (৪টি)

মিষ্টি,, হাতি, ঘুঁটে, মক্কেল, চিংড়ি, উড়ালপুল।

৭.৩ যে কোনো একটির উত্তর দাও ঃ ১ × ৪ = ৪

৭.৩.১ আলাদা আলাদা বাক্যে প্রয়োগ করে যে কোনো ৪টির উদাহরণ দাও ঃ ১ × ৪ = ৪

ব্যক্তি বাচক সর্বনাম, অনির্দেশক সর্বনাম, সমষ্টিবাচক সর্বনাম, পারস্পরিক সর্বনাম, প্রশ্নবাচক সর্বনাম, নির্দেশক সর্বনাম।

৭.৩.২ নীচের চিহ্নিত পদগুলি কী কী ধরনের বিশেষণ চিহ্নিত করো (৪টি)

৭.৩.১.১ মূর্খ তুমি, তাই ও কাজ করতে চেয়েছ

৭.৩.১.২ যত মত তত পথ

৭.৩.১.৩ টকটকে লাল শাড়ি

৭.৩.১.৪ সে আমার স্নেহের পাত্র

৭.৩.১.৫ আলস্য সমাজের শত্রু

৭.৩.১.৬ রমা আমার তৃতীয়া কন্যা

৭.৩.৩ ভাষার সঙ্গে উপভাষার সম্পর্ক কী ? পাঠসংকলনের ' ছেঁড়া তার ' নাটকের সংলাপগুলি বাংলার কোন্ কথ্য উপভাষায় রচিত ? এই উপভাষা পশ্চিমবঙ্গের কোন্ অঞ্চলে প্রচলিত?
২ + ১ + ১

৭.৪ যে কোনো একটিরউত্তর দাও ঃ ১ × ৪ = ৪

৭.৪.১ সংযোগমূলক ক্রিয়া , সমাপিকা ক্রিয়া , সিদ্ধ ধাতু, প্রযোজক ক্রিয়া, ধ্বন্যাত্মক ধাতু, নামধাতুজ ক্রিয়া।

৭.৪.২ নীচের বাক্যগুলির যেসব ক্রিয়াপদ আছে সেগুলির 'কাল' নির্ণয় করো ঃ (৪ টি)

৭.৪.২.১ বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি

৭.৪.২.২ হালকা হাসি হাসছে কেবল

৭.৪.২.৩ এ জমি লইব কিনে

৭.৪.২.৪ তাহা পড়িতে বলিতে পারে না

৭.৪.২.৫ ছুটির দিনে সুযোগ পাইলে এই গোলাবাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম

৭.৪.২.৬ বলাই অনেক দিন থেকে বুঝতে পেরেছিল।

৭.৫ যে কোনো একটির উত্তর দাও ঃ ১ × ৪ = ৪

৭.৫.১ বাক্যে প্রয়োগ করে উদাহরণ দাও (৪টি)

সম্বোধনসূচক অব্যয়, সাদৃশ্য সূচক অব্যয়, প্রশ্নসূচক অব্যয়, অসম্মতিসূচক অব্যয়, সংশয়সূচক অব্যয়, বাক্যালংকার বা আলংকারিক অব্যয়।

৭.৫.২ যেটি শুদ্ধ সেটি নির্ণয় করে লেখো (৪টি) ঃ

মৃণ্ময় / মৃন্ময়, শূন্য / শূণ্য, উচিৎ / উচিত, কৃষিজীবি / কৃষিজীবী, বিভৎস / বীভৎস., ঘনিষ্ট / ঘনিষ্ঠ

৮. যে কোনো একটির উত্তর দাও ঃ ১ × ৪ = ৪

৮.১ নীচের উদ্ধৃতাংশে উপযুক্ত বিরামচিহ্ন বসাও ঃ

এই ছেলের আসল বয়স সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে যেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুনজাগা পঙ্কস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়েছে সেদিন পশু নেই পাখি নেই জীবনের কলরব নেই চারদিক পাথর পাঁক আর জল

৮.২ আলাদা আলাদা ৪টি বাক্যে যে -কোনো চারটি বাগ্‌ধারার প্রয়োগ দেখাও ঃ

ধামাধরা, টাকার গরম, কান-কাটা, ছড়ি ঘোরানো, হিতে বিপরীত, হাত-ওঠা।

নমুনা - উত্তর

[প্রথম পত্র]

১.১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ' সাগর সংগমে নবকুমার ' কাহিনিতে আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কোনো মাঘমাসের রাত্রিশেষে গঙ্গাসাগরে তীর্থ সেরে একদল যাত্রী নৌকায় ফিরছিলেন। পোর্তুগিজ আর মগ জলদস্যুদের উৎপাত এড়াবার জন্য যাত্রীদের দলবদ্ধভাবেই যাতায়াত করার রেওয়াজ ছিল; কিন্তু শেষরাতের ঘন কুয়াশায় নৌকার মাঝিমাল্লারা দিক ঠিক করতে না পারায় যাত্রীবাহী নৌকা মূল বহর থেকে দূরে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

২.১ সংশ্লিষ্ট কবিতাটিতে সমুদ্র ও সমুদ্রের বেলাভূমির প্রাকৃতিক শোভার বর্ণনা আছে। এই বর্ণনায় সমুদ্র তীরের তমাল ও তালবনেরও উল্লেখ আছে। দূরের বেলাভূমিতে তমাল ও তালগাছের নীলাভ বিস্তার দেখে মনে হচ্ছে সমুদ্রের নোনা জলরাশির চারপাশে যেন চক্রাকারে সরু লৌহবেষ্টনী রয়েছে। কবিতাটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। বৃদ্ধের সামনে কবিতাটির আবৃত্তি হলেও সে মাঝিদের কথাবার্তা শুনতে ব্যস্ত থাকায় কবিতাটি তার শ্রুতিগোচর হয়নি।

৩.১ এই কাহিনিতে যে সময়ের বর্ণনা আছে লেখকের কালনির্দেশ অনুসারে বাংলার ইতিহাসে তখন মধ্যযুগ। মধ্যযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য যুক্তিহীন ধর্মান্ধতা ও ধর্মীয় আচার- সর্বস্বতা। কাহিনির নবীন ও প্রবীণ চরিত্রদুটিকে এই সময়ের পটভূমিকায় বিচার করতে হবে।

কাহিনির নবীন চরিত্রটি সময়ের দিক থেকে মধ্যযুগের মানুষ হলেও নানা ব্যাপারে তার মধ্যে মধ্যযুগীয় অন্ধতার বদলে যুক্তিবাদী আধুনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে প্রবীণ চরিত্রটি সময় ও মানসিকতায় একেবারেই মধ্যযুগের মানুষ। মধ্যযুগের অন্ধ মানসিকতার জন্যই বৃদ্ধ আচারসর্বস্ব ধর্মাচরণের উদ্দেশ্যে প্রথাগত পুণ্যসঞ্চয়ের আশায় গঙ্গাসাগরে তীর্থ করতে বেরিয়ে ছিল। কিন্তু তার মনে প্রকৃত ধর্মবোধ ছিল না, ছিল বিষয়ভোগের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। অন্যদিকে, নবীন চরিত্রটি নাস্তিক না হয়েও যুক্তিবাদী, তাই তার যুক্তিতে ' তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে'। অর্থাৎ তার মতে পুণ্যলাভ বাহ্য ধর্মাচরণের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে আন্তরিক ধর্মানুভূতিতে। এছাড়া, বৃদ্ধের মন একান্তভাবে বিষয়মগ্ন হওয়ায় তীর্থদর্শন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে বাড়ি ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছে, যাত্রাপথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তার উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে নি। পক্ষান্তরে নব্যযাত্রীটির গঙ্গাসাগর যাত্রার উদ্দেশ্য ধর্মাচরণ নয়, সমুদ্রের সৌন্দর্যসম্ভোগ। এদিক থেকে নব্যযুবক শুধু বয়সে নয়, মানসিকতাতেও আধুনিক। এছাড়া, ব্যক্তিত্বের দিক থেকেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। বৃদ্ধ ব্যক্তিত্বহীন অতিসাধারণ মানুষ, আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মরক্ষায় তৎপর। পক্ষান্তরে নব্যযুবার মধ্যে দলপতিসুলভ নেতৃত্বপ্রবণতা লক্ষ করা যায়। সবাই যখন বিপদের আশংকায় কাতর, তখন তারই যুক্তিনির্ভর পরামর্শে মাঝিরা নৌকা বাওয়া বন্ধ রেখে শেষ পর্যন্ত বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েছে।

অধ্যায় ১০

পরিশিষ্ট

১০.১ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বাঙ্গালা ভাষায় কিছু কম আড়াইশত বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিত হইয়াছে। গত দশ বৎসরের মধ্যেই ইহাদের অধিকাংশ প্রাদুর্ভূত হইয়া বঙ্গীয় বালকগণের মস্তিষ্ক বিকৃত এবং তাঁহাদের অভিভাবকগণের পয়সা অপহরণ করিতেছেন। এতগুলি ব্যাকরণ বাহির হইয়াছে বলিয়া বাঙ্গালীর গৌরব করিবার কিছুই নাই। কারণ সমস্ত বাঙ্গালা ব্যাকরণগুলিই দুই শ্রেণীর লোক কর্তৃক দুই প্যাটেন্টে প্রস্তুত হইতেছে ; একটি মুগ্ধবোধ-প্যাটেন্ট গ্রন্থকার পন্ডিতগণ আর একটি হাইলি-প্যাটেন্ট গ্রন্থকার মাষ্টারগণ। এক প্যাটেন্টের গ্রন্থ খুলিলেই বর্ণের উচ্চারণস্থান ও নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় অপর প্যাটেন্টের ব্যাকরণ খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, শব্দসমূহ পাঁচ ভাগ বিভক্ত — বিশেষ্য বিশেষণ সর্ব্বনাম ক্রিয়া ও অব্যয়। ক্রমে এক প্যাটেন্টে সংস্কৃত সূত্রগুলির তর্জমা, আর এক প্যাটেন্টে ইংরেজী রুলগুলির তর্জমা। বাঙ্গালাটা যে একটা স্বতন্ত্র ভাষা, উহা যে পালি মাগধী অর্দ্ধমাগধী, সংস্কৃত, পার্সি, ইংরেজি প্রভৃতি নানাভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে, গ্রন্থকারগণ সে কথা একবারও ভাবেন না। অনেকে আবার দুই প্যাটেন্ট মিশাইয়া একপ্রকার খিচুড়ি প্রস্তুত করেন। সে অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ। তাহাতে যুক্তির লেশমাত্রও নাই ; বহুদর্শিতার নামও নাই। উদাহরণ দেখুন — সংস্কৃত-ব্যাকরণকারেরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলেন, পদরাশিকে দুইভাগে ভিন্ন বিভক্ত করা যায় না। সেই জন্য তাঁহারা লিখিলেন — পদ দুই প্রকার — সুবন্ত ও তিভন্ত। তাঁহাদের সংস্কার 'নাপদং শাস্ত্রে প্রযুঞ্জীত' বিভক্তিযুক্ত না হইলে ধাতু ও শব্দ প্রয়োগ করা যায় না ; সুতরাং ধাতুর উত্তর তিবাদি বিভক্তি এবং সর্ব্বপ্রকার শব্দের উত্তর সুবাদি বিভক্তি হয়, এই তাঁহাদের ব্যবস্থা ; তাঁহারা অব্যয়ের উত্তর বিভক্তি করিয়া লোপ করিবেন ; কিন্তু বিনা বিভক্তিতে শব্দ প্রয়োগ করিতে পারা যায়, ইহা কিছুতেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন না। কিন্তু বাঙ্গালা ব্যাকরণকারেরা বলিলেন, অব্যয়ের উত্তর বিভক্তি হয় না। সুবুদ্ধি বালক যদি জিজ্ঞাসা করে, 'রাম রাবণকে মারিলেন' 'কেশব আম খাইলেন' এসকল স্থানে 'রাম', 'কেশব' ও 'আম' কেন অব্যয় শব্দ হইবে না তাহা হইলেই ব্যাকরণকারেরা অবাক। তাঁহারা দেখিয়াছেন সংস্কৃত ব্যাকরণকারেরা বিভক্তি দেন ; সুতরাং তাঁহাদিগকে বিভক্তি দিতে হইবে। তাঁহারা দেখিয়াছেন ইংরেজি ব্যাকরণকারেরা Parts of speech দেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে দুই দিতে হইবে। নৈলে বাহাদুরী হয় না, বৈ বিক্রি হয় না; কিন্তু দুইরকম ব্যাকরণ হইতে দুই রকম নিয়ম চুরি করিয়া নিজের বিদ্যা প্রকাশ হইয়া গেল, তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। আবার দেখুন সংস্কৃত ব্যাকরণে বিভক্তি স্বতন্ত্র জিনিস, কারক স্বতন্ত্র জিনিস। কারক অর্থসাপেক্ষ, বিভক্তি শব্দসাপেক্ষ। সংস্কৃতে অনেকগুলি বিভক্তি আছে, অনেকগুলি কারক আছে ; কারক ভিন্ন নানা সম্বন্ধে নানা কারণে নানা বিভক্তির উৎপত্তি হয় ; সুতরাং সংস্কৃত ব্যাকরণে কারক ও বিভক্তি দুইটি স্বতন্ত্র রাখা প্রয়োজন হইয়াছে। সংস্কৃতে কারকের লক্ষণ স্বতন্ত্র ; ক্রিয়ার

কারক ও বিভক্তি দুইটি স্বতন্ত্র রাখা প্রয়োজন হইয়াছে। সংস্কৃতে কারকের লক্ষণ স্বতন্ত্র ; ক্রিয়ার সহিত অন্বয় না হইলে কারক বলা যায না ; কিন্তু ইংরেজিতে Case এর লক্ষণ অন্যরূপ ; নাউনের কন্ডিশন্ দেখাইয়া দিলে Case হয় ; সুতরাং Case ও কারকে আকাশপাতাল তফাত। ইংরেজিতে পসেসিভ কেস, সংস্কৃতে উহা কারক নহে ; কিন্তু বাঙ্গালা ব্যাকরণে সম্বন্ধ পদ কারক রূপে বিরাজ করিতেছেন। ইংরেজিতে বিভক্তি বলিয়া জিনিস এক। পসেসিভ আপস্ট্রফি এস্ আছে, আর বহুবচনে কিছু পরিবর্ত্তন আছে ; সুতরাং কর্ম্মবাচ্যস্থলে ইংরাজিতে মোটামুটি কর্ত্তাকে নমিনেটিভ্ কেসই বলে ; কিন্তু সংস্কৃতে কর্ম্মবাচ্যের সবজেক্টকে ঐরূপে কর্ত্তা কারক বলিলে লন্ডভন্ডকান্ডউপস্থিত হয় ; কিন্তুআমরা দুইচারিখান ব্যাকরণ দেখিয়াছি তাহাতে একেবারে বিভক্তির নাম নাই। মাঝে মাঝে আছে, কর্ত্তাকারকে অধিকরণ কারক হয়, যথা,— ' ছাগলে পাতা খায়' ; করণকারকেও অধিকরণ কারক হয় ; যথা ' ছুরিতে কাটে ' ' মুখে খায় ' ইত্যাদি। এইরূপে কারক ও বিভক্তিতে গোলযোগ করিয়া অনেক ব্যাকরণেই ছেলেদের মনে একটা ত্রাস জন্মাইয়া দেয়। কিন্তু যদি বিভক্তি ও কারক স্বতন্ত্র রাখিয়া তাহাদের কার্য লক্ষণ প্রয়োগ স্বতন্ত্র রূপে দেখাইয়া দেওয়া যায়, কোন কারকে কোন বিভক্তি হয়, কোন্ অর্থে কোন বিভক্তি হয়, এইগুলি ভাল করিয়া দেখাইয়া দিলে প্রণালী শুদ্ধ রূপে বালকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

বিভক্তির আকার লইয়াই কত গোলযোগ আছে। কেহ লিখিলেন, বিভক্তির াাকার এইরূপ

প্রথমা	রা	
দ্বিতীয়া	কে রে য় তে দিগকে দের	
তৃতীয়া	দ্বারা	দিগের দ্বারা
	দিয়া এ য়	দিগকে দিয়া
চতুর্থী	কে	দিগকে
পঞ্চমী	হইতে	দিগের হইতে
	থেকে	দিগের থেকে

ইত্যাদি। কেহ বা প্রথমার বিসর্গের পরিবর্ত্তে ফাঁক দিয়া থাকেন। সংস্কৃতে যেমন বিভক্তির রূপগুলি আছে, বাঙ্গালার সেইরূপ থাকা চাই, নহিলে চন্ডী অশুদ্ধ হইবে।

আমরা জিজ্ঞাসা করি 'দ্বারা' 'দিয়া' বিভক্তি হইলে কিরূপে ? শব্দের সঙ্গে জমাট না বাঁধিলে বিভক্তি হয় না। আমাদিগের দ্বারা ' ' আমার দ্বারা ' দিব্য সম্বন্ধ পদ রহিয়াছে, কেমন করিয়া বলিব উহা বিভক্তি ? ' ছুরি দিয়া কাটিবে ' এস্থলে 'দিয়া ' অসমাপিকা ক্রিয়া ; কর্ম্ম 'ছুরি ' ; কি বলিয়া 'দিয়া 'কে করণের বিভক্তি বলিব ? অথচ সকল ব্যাকরণেই দেখি 'দিয়া' করণের বিভক্তি। কেমন করিয়া বলিব ব্যাকরণকারেরা ব্যাকরণ লিখিবার সময় মস্তিষ্ক বিলোড়ন করেন। তাহার পর আবার 'দিগকে' বিভক্ত করা হইয়াছে ; কিন্তু 'দিগকে' কি আমরা কখনও ব্যবহার করি ? পশ্চিম রাঢ়ে 'দিগগে' একটা কথা আছে বটে ; আমাদেরও পুরাণ দলিলাদিতে 'আমার দিগরের' দেখিতে পাই বটে ; কিন্তু'দিগকে' কখনও দেখিতে পাই না, কখনও বলিও না। যখন আমার 'দিগরকে' ব্যবহার করিত, তখন 'দিগর' বিভক্তি ছিল না। 'দিগর' পারস্য শব্দ — অর্থ গণ। যদি বিভক্তি বলিতে হয়, যে টুকু জমাট বাঁধে সেইটুকু 'দের '। বিভক্তি বলিতে গেলে দের কেই বলিতে হয়।

অনেক প্রাকৃত ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক নাই, বাঙ্গলায়ও সম্প্রদান কারক নাই ; কিন্তু

মুগ্ধবোধ প্যাটেন্টই হউক, আর হাইলি প্যাটেন্টই হউক, উভয় প্রকার ব্যাকরণেই সম্প্রদান কারকের অস্তিত্ব বজায় রাখা হইয়াছে। দুই একখানি ব্যাকরণে "ধোপাকে কাপড় দিলাম" সম্প্রদান কারকের অস্তিত্ব উদাহরণ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। 'রজকস্য বস্ত্রং দদাতি' যে সম্প্রদান হয় না, আর তা লইয়া যে সংস্কৃত ব্যাকরণকারেরা অনেক মাথা কুটাকুটি করিয়া গিয়াছেন, তাহা শোনাই বা কে আর পড়েই বা কে। বাঙ্গালা ব্যাকরণকার দেখিলেনম , দান ক্রিয়ার কর্ম্মকেই সম্প্রদান বলে ; সুতরাং রজক কেন সম্প্রদান হইবে না ? সংস্কৃতওয়ালারা বলেন, স্বস্বত্ব ধ্বংসপূর্ব্বক পরস্বত্বোৎপত্ত্যনুকূল ব্যাপারকে দান ; বলে রজককে যে বস্ত্র দেওয়া গেল তাহাতে স্বস্বত্বেরও ধ্বংস হইল না পরস্বত্বের ও উৎপত্তি হইল না ; তবে রজককে বস্ত্র দান করা হইল কিরূপে, রজকই বা সম্প্রদান হইল কিরূপে ?

তার পর সন্ধি — বাঙ্গালা ব্যাকরণ খুলিলেই চতুর্থ বা পঞ্চম পত্রের সন্ধি আরম্ভ — 'অকারের পর অকার কিংবা আকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয় — আকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়'। সুবুদ্ধি বালক যদি জিজ্ঞাসা করে ' রাম আইস ' এ স্থলে ' রামাইস ' কেন হইবে না, তখন অবিনাশ বলিল ' তখনাবিনাশ বলিল ' কেন হইল না, পণ্ডিত মহাশয় নিরুত্তর । সংস্কৃত ব্যাকরণে পদান্ত সন্ধি আছে ; সুতরাং কোন কোন ব্যাকরণকার সংজ্ঞা প্রকরণের পরেই সন্ধি আরম্ভ করিয়াছেন । বাঙ্গালায় পদান্ত সন্ধি নাই, সংতরাং ব্যাকরণের প্রথমেই সন্ধি থাকা উচিত নহে ; থাকিলেই " পাঁচ পণ বিচালি কিনিলাম, তথাপ্যাকচালাখানা বাঁধা হইল না " এইরূপ প্রয়োগ হইবে। বাস্তবিকও বাঙ্গালা ব্যাকরণের প্রথমে সন্ধি দেওয়া কেবল চিন্তাশূন্যতার পরিচয়। সংস্কৃতে লিখিত কাশ্মীরী ভাষায় একখানি ব্যাকরণ সম্প্রতি প্রচারিত হইয়াছে, তাহার প্রথম দুইটি সূত্র "সন্ধি পদেষু" "ন বাক্যেষু" । কাশ্মীরীদের যে সুবুদ্ধিটুকু আছে, বাঙ্গালীর সেটুকু নাই ; অনেক ব্যাকরণে " পদের অন্তে স্থিত নকারের পর ল থাকিলে ন কারের স্থলে ল হয় এবং অনুনাসিকত্বসূচক চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত হয় ; যথা , — বিদ্বাল্লিখঁতি " এই রূপ সূত্র বা পদ আছে। আবার " পদের অন্তস্থিত একার অথবা ওকারের পর অকার থাকিলে অকারের লোপ হয় ও লুপ্ত অকারের চিহ্ন থাকে।" বলুন দেখি এসকল ব্যাকরণকারকে কি বলিতে ইচ্ছা হয়।

কেহ কেহ বলিবেন, যদি ব্যাকরণের গোড়ায় সন্ধি না দাও, তাহা হইলে ' যদ্যপি ' ' অদ্যাপি ' ' অতএব ' ইতস্ততঃ ইত্যাদি স্থলে বালকে কিরূপে জানিবে যে এস্থলে সন্ধি আছে। তাহার উত্তর এই যে এরূপ স্থলইত অতি অল্প; তার পর সেগুলি সন্ধিতে জমাট করা জিনিস সংস্কৃত হইতে পাইয়াছি এবং আমরা তাহাকে একপদ রূপেই ব্যবহার করিয়া থাকি। উহা ভাঙ্গিবার জন্য ইচ্ছাও হয় না, প্রবৃত্তিও হয় না, প্রয়োজনও নাই। আর যদি ঐ কটা সংস্কৃত শব্দের জন্যই ব্যাকরণের গোড়ায় সন্ধি শিখিতে হয়, তাহা হইলে অমন অনেক জমাট বাঁধা ইংরেজি শব্দ আমরা বাঙ্গালায় ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার জন্যও ত সন্ধির সূত্র রাখা প্রয়োজন, যথা — ' মানোয়ারি গোরা ' । এইরূপ পার্সী শব্দেরও করিতে হয়, যথা — ' সিরাজ উদ্দৌলা ' ' নিজাম উল্মুলুক' ইত্যাদি। হিন্দী শব্দের ও করিতে হয় ; ফরাসী শব্দের ও দিতে হয়।

বাঙ্গালার সমাস হইলে অনেক পদ একত্র করিয়া এক পদ হইলে সন্ধি হয়, একথা অনেকে স্বীকার করিয়াছেন। আমরা বলি সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্যত্র সমাসেও সন্ধি হয় না ; যথা, ' রেলওয়ে ' ' কমল আঁখি ' ' জ্যাকেট

আস্তেন ' ' নিলাম ইস্তাহার ' ' বাঙ্গালা ইতিহাস ' ' সংস্কৃত অভিধান ' ' বাঙ্গালা অভিধান ' 'তুমি আমি ' ইত্যাদি। তবে যে সকল সমাস করা পদ সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে তাহাতেই সন্ধি থাকে ; যথা 'মহাশয় ' 'দেবালয় ' 'বিদ্যালয়' 'কুশাসন ' ইত্যাদি। তবেই নিজ বাঙ্গালা ভাষায় সমাসেই হউক আর অসমাসেই হউক, সন্ধির দরকার নাই। তবে সন্ধির আর এক দরকার হইতে পারে কৃতে ও তদ্ধিতে; এখানেও সেই কথা ; যে সকল শব্দ সংস্কৃত কৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হইয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে, তাহাতেই সন্ধি আছে, নিজ বাঙ্গালায় নাই। তদ্ধিত যথা — 'বাড়ীওয়ালা ' ' ঘড়ীওয়াল ' ; কৃৎ যথা — 'দেওন ' 'লওন' 'লইয়া' 'যাইয়া' ইত্যাদি। সতরাং সন্ধি জিনিসটা খাঁটি বাঙ্গালা ব্যাকরণে একেবারেই দরকার নাই। সংস্কৃত হইতে যে সকল শব্দ আসিয়াছে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শব্দ বলিয়াই ব্যবহার করিব। যাঁহাদের তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রবৃত্তি হইবে, তাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ুন।

সংস্কৃতজ্ঞেরা বলিবেন, বাঙ্গালায় সব শব্দই সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে অথবা এত অধিক শব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে আসিয়াছে, যে সংস্কৃত ব্যাকরণ একেবরে ছাড়িয়া দিবার যো নাই। আমরা একথা স্বীকার করি না। লিখিত ভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুকরণে সংস্কৃতের বাড়াবাড়ি কিছু বেশী হইয়াছিল বটে, কিন্তু ক্রমে সে ভাষা অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি দেল শব্দ সংস্কৃতে তৈল প্রাকৃতে তেল্ল প্রাচীন বাঙ্গালায় তেল। আমরা যদি তেল লিখি চন্ডী অশুদ্ধ হইবে কেন যদি অলঙ্কার শাস্ত্রের ব্যবস্থা শুনি তাহা হইলে তৈল শব্দ প্রয়াগে করিলেই অপ্রযুক্তত্ব দোষ আসিয়া পড়িবে। কাজ শব্দ প্রাকৃত কজ্জ শব্দ হইতে উৎপন্ন এখনকার পন্ডিতাভিমানীরা সংস্কৃত কার্য্য শব্দ হইতে আসিয়াছে বলিয়া কায অন্তঃস্থ য দিয়া বানান করেন, এ জায়গায় পাঠকবর্গ বলুন দেখি জ শুদ্ধ না য শুদ্ধ। আমরা ছেলেদের যাদু বলিয়া আদর করিয়া থাকি, পন্ডিতদিগের সংস্কার উহা যাদব শব্দ হইতে উৎপন্ন, সতরাং তাঁহারা যাদু লিখিয়া থাকেন কিন্তু যাদব শব্দ হইতে ছেলেদের আদর অর্থ আসে কেমন করিয়া আসিবার ত কোন সম্ভাবনাই নাই। যদুবংশে উৎপন্ন বলিলে যদি আদর হয়, তবে রঘুবংশে উৎপন্ন বলিলে আদর হইবে না কেন বাস্তবিক জাদু শব্দটি যাদব হইতে উৎপন্ন নহে সংস্কৃতে ছেলেদের আদর করার জন্য জাত একটি শব্দ আছে প্রাকৃতে উহা জাদ হয়, তাহা হইতেই বাঙ্গালায় জাদু হইয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালায় অন্তঃস্থ য দিয়া যাদু লিখিলে খাঁটি ভুল হইয়া যায়। অনেক স্থলে সংস্কৃত ও প্রাকৃতমূলক দুটি শব্দ একই অর্থে বাঙ্গালায় চলিত আছে, আমরা লিখিবার সময় সংস্কৃতমূলক শব্দটি ব্যবহার করি, আর কথা কহিবার সময় প্রাকৃতমূলকশব্দটি ব্যবহার করি অদ্য আজ কল্য কাল কেন আজ কাল লিখিলে কি অর্থ পরিষ্কার হয় না আমরাও দেখি অর্থের কোন ব্যত্যয়ই হয় না তবে কেন সাধ করিয়া শব্দ ত্যাগ করি, আর অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া ছেলেদের মানের বই এর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া দিই। গোড়ায়ও সেই আহাম্মুকি করি, আবার শেষ রক্ষা করিবার জন্য পৃথিবী শুদ্ধ সন্ধির সূত্র মুখস্থ করিয়া মরি।

শব্দবিভাগ সম্বন্ধে একটি কৌতুকের কথা মনে পড়িয়া গেল। একজন সুবুদ্ধি বাঙ্গালা ব্যাকরণকার প্রাতিপাদিকের শ্রেণীবিভাগ করিতে গিয়া দেখিলেন, একজাতীয় শব্দ বিভক্তিযুক্ত হইলেও বিকৃত হয় না, আর এক জাতীয় শব্দ বিকৃত হয় ; যাহারা বিকৃত হয় না, সংস্কৃতে তাহাদের অব্যয় বলে, সেইজন্য যাহারা বিকৃত হয়, তিনি তাহাদিগকে সব্যয় বলেন। সব্যয় শব্দ না আছে সংস্কৃতে, না আছে বাঙ্গালায়। যদিবা সংস্কৃতে ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলেও উহার অর্থ তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা কোনক্রমেই হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনেক বিভক্তিতে বাঙ্গালা শব্দের কোন বিকারই হয় না, সেগুলিও তবে অব্যয় হইয়া যাউক। বাস্তবিক বাঙ্গালায় তিন চারিটি বই বিভক্তি নাই। তাহার মধ্যে অব্যয় ' এ ' বিভক্তিটি সকল কারকেই হয়, সুতরাং সংস্কৃতের মত

প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী ইত্যাদি এবং একবচন, বহুবচন করিয়া একটা লম্বা গাছ আঁকিবার প্রয়োজন কি? ইংরেজিতে বিভক্তি দুটি বই নাই, বাঙ্গালায় চার পাঁচটি আছে, সুতরাং বিভক্তিটি একেবারে লোপ করিলে চলিবে না। বিশেষ যখন বিভক্তি শব্দের অঙ্গ ও কারক অর্থের অঙ্গ, তখন ও দুটা বাল্যকাল হইতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়া দেখাইয়া দেওয়া উচিত।

বাংলা ব্যাকরণকারদিগের অতি অদ্ভুত আবিষ্কার 'মিশ্র ক্রিয়া'। তাঁহারা বলেন 'আহার করা' 'প্রচার করা' এ সকল 'মিশ্র ক্রিয়া', অর্থাৎ ক্রিয়াটার খানিকটা বিশেষ্য ও খানিকটা ক্রিয়া ; দুইই মিশিয়াছে, বলিয়া উহার নাম মিশ্র ক্রিয়া। পাণিনির চৌদ্দ পুরুষেও এত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে পারে নাই। বাঙ্গালা ব্যাকরণকারেরা বলেন, যদি 'আহার করা' ক্রিয়া না হয়, তবে 'অন্ন আহার করিতেছেন' এস্থলে 'অন্ন' কর্ম্মকারক কিরূপে হইবে? সুতরাং মিশ্র ক্রিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে 'করে' ক্রিয়ার কর্ম্ম 'আহার', 'অন্ন' ঐ ক্রিয়ার কর্ম্ম হইতে পারে না ;'অন্ন' পদটি 'আহার' এই কৃদন্ত পদের কর্ম্ম। সংস্কৃতে যেমন কৃদন্ত পদের কর্ত্তা ও কর্ম্মে ষষ্ঠী হয়, বাঙ্গালায় সেইরূপ কৃদন্ত পদের কর্ম্মের রূপান্তর হয় না। কিন্তু পণ্ডিত-মানীরা বাঙ্গালার শক্তি যে সংস্কৃতের শক্তি হইতে বিভিন্ন, তাহা স্বীকার করিতে সাহস করেন না, সুতরাং 'আহার' এই কৃদন্ত ক্রিয়ার কর্ম্মে ষষ্ঠী হয় নাই দেখিয়া 'আহার'টাকে সূক্ষ্ম ক্রিয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। দুই একজন বাঙ্গালা লেখক এরূপ স্থলে 'অন্নের আহার করিতেছেন' এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে আরও একটি কথা আছে "আহার করিতেছেন" বা "অন্ন আহার করিতেছেন" উহা ত সাধুভাষা বা কেতাবী ভাষা, আমরা কি সচরাচর এরূপ কথা বলিয়া থাকি? আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি 'তিনি খাইতে বসিয়াছেন" বা "তিনি ভাত খাইতে বসিয়াছেন"। কিন্তু আমাদের এমনই রোগ যে যাহা সচরাচর ব্যবহার করি, তাহা লিখিতে চাই না। "Familiarity breeds contempt". কিন্তু contempt সম্পূর্ণ অমূলক ; উহাদের দ্বারা ভাষার ক্ষতি হইতেছে বই বৃদ্ধি হইতেছে না। উহাতে একার্থ-বোধক বহুতর শব্দ ভাষায় জমিয়া যাইতেছে, বহুতর ভাব সংগৃহীত হইবার পথে কণ্টক হইতেছে। বালকেরা নিরর্থক কতকগুলা শব্দ ও তাহার অর্থ মুখস্থ করিতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাঙ্গালা ব্যাকরণের প্রথমেই শব্দের উচ্চারণস্থান ও নিয়ম বলিয়া একটি অধ্যায় আছে ;কিন্তু এ অধ্যায়ের কিছুই প্রয়োজন নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণে এ অধ্যায়টি নহিলে চলে না, কারণ তাহাতে সবর্ণ ও অসবর্ণ ভেদের প্রয়োজন ;সেই জন্য বোপদেব বর্ণের উচ্চারণ স্থান দিয়া বলিলেন "এষাং যো যেন সমঃ স তস্য তত্র ততঃ"। কিন্তু বাঙ্গালা ব্যাকরণে কোথায়ও সবর্ণ শব্দেরও প্রয়োগ দেখি না। অথচ উচ্চারণ স্থান সম্বন্ধে মুগ্ধবোধকে অনেক দূর ছাড়াইয়া গিয়াছে ; মুগ্ধবোধে স্বল্প প্রাণ ও মহাপ্রাণের অন্তঃস্থ স্পর্শ উষ্ম প্রভৃতির উল্লেখ নাই। বাঙ্গালা ব্যাকরণে এসকল না থাকিলে এ অধ্যায়ই হয় না। মুগ্ধবোধকার, কেন অমুক শব্দ অমুক স্থান হইতে উচ্চারিত হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যান নাই। বাঙ্গালা ব্যাকরণকারেরা অনুসন্ধান করিতে গিয়া অনেক সময় অনেক কৌতুককর ব্যাপারের অবতারণা করিয়াছেন। একজন লিখিয়াছেন, শ,ষ,স এবং হ উষ্মবর্ণ, কারণ এইসকল বর্ণের উচ্চারণ কালে মুখ দিয়া *গরম বাতাস* নির্গত হয়। অনুস্বার ও বিসর্গ অযোগবাহ বর্ণ, কারণ উহারা যে স্বরবর্ণের পরে থাকে, তাহাদেরও যে উচ্চারণ স্থান, উহাদেরও সেই উচ্চারণ স্থান। "অযোগবাহ" শব্দের পাণিনি ভিন্ন অন্য কোনও সংস্কৃত ব্যাকরণে

প্রয়োগ নাই। "অযোগ" অর্থাৎ শিবসূত্র সমূহে যোগ নাই, অথচ 'বাহ' অর্থাৎ ব্যাকরণের কার্য নির্ব্বাহক, পাণিনির এই অর্থ। বাঙ্গালা ব্যাকরণকারেরা যে অর্থ করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমরা বলি বাঙ্গালা ব্যাকরণে এ অধ্যায়টি রাখিবার কোনও প্রয়োজন নাই। সপ্তমবর্ষীয় বালকেরা শিক্ষকের শাণিত বেত্রাঘাতে এ অধ্যায়টি অতি কষ্টে মুখস্থ করে ; কিন্তু ব্যাকরণের কোথায়ও ইহার একটা প্রয়োগও পায় না।

বাঙ্গালা ব্যাকরণের আর একটা বিস্‌মোল্লায় গলদের কথা বলি—তাঁহারা বলেন বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিতেছি ; কিন্তু লক্ষণ লেখেন "যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ"; অর্থাৎ সংস্কৃত ব্যাকরণ শব্দ ব্যবহার করেন ; কিন্তু লক্ষণ দেন ইংরেজি গ্রামারের। সংস্কৃতে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ "ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে শব্দা অনেন" অর্থাৎ "ইটিমলোজি-ডেরিভেশন"। বাস্তবিকই মুগ্ধবোধাদিতে পদটি তৈয়ার করিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত ব্যাকরণের কার্য্য ; ইংরেজিতে যাকে Syntax বলে, সে সম্বন্ধে ব্যাকরণকারেরা বড় ব্যস্ত নহেন। ইংরেজি গ্রামার কিন্তু সচরাচর পাঁচ ভাগে বিভক্ত,—অর্থোগ্রাফি, ইটিমলোজি, সিন্ট্যাক্স, পংচুয়েসন এবং প্রসডি সময়ে সময়ে উহাতে Figures of Speech এবং Composition ও থাকে ; সংস্কৃতে কিন্তু Orthography র জন্য শিক্ষানামে শাস্ত্র, Syntax এর জন্য বাদার্থ, Prosodyর জন্য ছন্দঃশাস্ত্র, Figures of Speech এর জন্য অলঙ্কার শাস্ত্র আছে ; Punctuation ও Composition এর জন্য সংস্কৃতে স্বতন্ত্র শাস্ত্র নাই। ব্যাকরণ শুদ্ধ Etymology মাত্র ; সেই ব্যাকরণকে Grammar এর লক্ষণে লক্ষিত করা উচিত কিনা, সহজেই বোধ করা যাইতে পারে। অনেক বাঙ্গালা ব্যাকরণকারের এ বিষয়ে উদ্বোধ হইয়াছে ; এজন্য তাঁহারা 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' না লিখিয়া 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্ব', "বাঙ্গালা ভাষাবোধ' প্রভৃতি নাম দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এবার কতকগুলি স্থূল বিষয়ের আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম ; বারান্তরে বিস্তারিত বর্ণনার বাসনা রহিল।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা অষ্টম ভাগ প্রথম সংখ্যা ১৩০৮। প্রবন্ধে মূল বানান রক্ষা করা হয়েছে।

১০.২ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' এবং তারপর

নির্মল দাশ

বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাসে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' প্রবন্ধটি (১৩০৮/১৯০১) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনা। তবে এটি কোনো আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন রচনা নয়, এর পেছনে ইতিহাসের ধারাবাহিক পটভূমিকা আছে। এই পটভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গেলে বাংলা ব্যাকরণ রচনার ইতিহাসের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করতে হয়। এই ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মোটামুটি খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী থেকে বাংলা ভাষার উন্মেষ ও বিকাশ শুরু হলেও তার ব্যাকরণ বই লেখা শুরু হয়েছে তার কয়েক শো বছর পর এবং তা-ও আবার ইউরোপ থেকে আসা বিদেশিদের হাতে বিভিন্ন বিদেশি ভাষায়। এ থেকে বোঝা যায়, মধ্যযুগের বাঙালি সমাজে শিক্ষিত লোকের অভাব না থাকলেও তখনকার শিক্ষিত কোনো বাঙালিই ওই সময়ে মাতৃভাষার ব্যাকরণ রচনার প্রেরণা বোধ করেন নি। এর প্রধান কারণ মধ্যযুগের শিক্ষিত বাঙালি সমাজ জীবনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পড়া ও লেখার কাজে বাংলা ভাষাকে ব্যবহারযোগ্য মনে করেনি। দ্বিতীয় সহস্রাব্দের গোড়ার দিকে যখন অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষারও বিকাশ হয় তখন শিক্ষিত সমাজের লেখ্য ভাষা ছিল সংস্কৃত বা শৌরসেনী অপভ্রংশ। এর পর বাংলার মুসলিম শাসকদের আমলে সংস্কৃতের সঙ্গে ফারসির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল। ধর্মীয় সাহিত্যের লিখিত অনুশীলনে সারা বাংলায় যদিও বাংলা পদ্য-ভাষার রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ দেখা গিয়েছে, তবু বাঙালি সমাজে বাংলা গদ্য-ভাষার লিখিত অনুশীলন কোনো সর্বজনীন মান্য রূপ লাভ করেনি। অথচ মাতৃভাষার ব্যাকরণ রচনার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার লেখ্যরূপের মান্যতার আদর্শ সন্ধানের প্রেরণাই সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করে। কিন্তু তখনকার বাঙালি সমাজে মাতৃভাষা বাংলার মান্য লেখ্য রূপ সন্ধানের কোনো প্রেরণা সক্রিয় না থাকায় মধ্যযুগের শিক্ষিত বাঙালি সমাজে মাতৃভাষার ব্যাকরণ রচনার প্রয়োজন দেখা দেয়নি। ষোড়শ শতক থেকে এদেশে পোর্তুগিজদের আনাগোনা শুরু হয়, তারপর একে একে ইউরোপের অন্যান্য দেশের ঔপনিবেশিকরা এদেশে ঘাঁটি স্থাপন করে। এদের কারো উদ্দেশ্য খ্রিস্টধর্মপ্রচার, কারো ব্যাবসা, কারো লুঠপাট, কারো কারো ক্ষেত্রে 'বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে।' যার যে উদ্দেশ্যই থাক তাদের প্রত্যেকেরই দরকার হয়েছিল এখানকার বাংলাভাষী মানুষদের সঙ্গে ভাববিনিময়ের, আর সেই জন্যই তাদের কাছে জরুরি ছিল বাংলাভাষা শেখা। তাদের কেউ কেউ নিজে বাংলা শিখে অন্য স্বদেশবাসীর বাংলা শেখার কাজটা সহজসাধ্য করার জন্য নিজেদের ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা শব্দকোশ, বাংলা কথোপকথনের বই সংকলন করেছে। এই কারণেই বাংলা ব্যাকরণ রচনার সূত্রপাত বিদেশিদের হাতে এবং বিদেশি ভাষায়, কিন্তু উপযুক্ত সামাজিক প্রেরণার অভাবে তখন কোনো বাঙালির হাতে তার মাতৃভাষায়

মাতৃভাষার ব্যাকরণ রচিত হয়নি।

কিন্তু উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এই অবস্থার পরিবর্তন হল। এই সময়ে ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে ছাপাখানার প্রচলন, বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন, দেশীয় শিক্ষার পুনর্গঠন, বিভিন্ন সাময়িক পত্রের নিয়মিত প্রকাশ ইত্যাদি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষিত বাঙালি সমাজে বাংলা গদ্যের ব্যবহার অভূতপূর্বভাবে বেড়ে গেল। এর ফলে বাংলা লেখ্য গদ্যের মান্য রূপের আদর্শ সন্ধান খুব জরুরি হয়ে পড়ল এবং এরই সূত্র ধরে বাঙালি শিশুদের মাতৃভাষার আদর্শরূপ শেখানোর জন্য বাংলা ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ শেখানোর প্রয়োজন দেখা দিল। দেশীয় শিক্ষাকে সময়োপযোগী করার জন্য ১৮১৭ সালের জুলাই মাসে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হল এবং দেশীয় পাঠশালাগুলির সংস্কার সাধনের জন্য স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে ১৮১৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হল। স্কুল সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক (Native Secretary) রাধাকান্ত দেব (১৭৮৩-১৮৬৭) এই সময়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন 'পাঠশালার গুরুমহাশয়গণকে বাংলা ব্যাকরণ বিশেষরূপে আয়ত্ত করিতে হইবে' (সাহিত্যসাধক-চরিতমালা, খণ্ড ২০, পৃ ২৫)। প্রায় সমসাময়িক কালে 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকার সপ্তম সংখ্যায় বাঙালি ছাত্রদের পক্ষে মাতৃভাষার ব্যাকরণপাঠের উপযোগিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উইলিয়ম অ্যাডাম ১৮৩৫ সালে দেশের শাসক-কর্তৃপক্ষের কাছে দেশীয় শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে যে প্রতিবেদন পেশ করেন তাতে এই সময়কার দেশীয় শিক্ষার অবস্থাটি বেশ ফুটে উঠেছে। অ্যাডামের প্রথম প্রতিবেদনে (জুলাই ১৮৩৫) কলকাতার আরপুলি বিদ্যালয়ের বাংলা শিক্ষাপদ্ধতির বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিবরণে দেখা যায় এই বিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগ থাকলেও বাংলা শিক্ষার উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হত। বিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে বাংলা বর্ণপরিচয়, বানান, পড়া, লেখা ও ব্যাকরণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। মাতৃভাষায় যথেষ্ট অধিকার না জন্মালে কোনো ছাত্রকে ইংরেজি শেখানো হত না। এই সব তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের মধ্যেই বাঙালি সমাজের বাল্যশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ব্যাকরণ পড়ানোর একটা চাহিদা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু চাহিদা তৈরি হলেও বাঙালি শিশুর উপযোগী বাংলা ভাষায় লেখা বাংলা ব্যাকরণের তখন খুব অভাব। রাধাকান্ত দেব দেশীয় ছাত্রদের বাংলা শিক্ষার দিকে তাকিয়ে এই সময়ে *বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ* (১৮২১) প্রকাশ করলেন বটে, কিন্তু তাতে বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের প্রকৃত অভাব মিটল না, কারণ এ বই পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ নয়, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এতে শুধু বর্ণমালা, বর্ণের উচ্চারণ স্থান, 'উচ্চারণ ভেদে বর্ণসংস্থাপন' এবং বর্ণের বিবিধ সংযোগ-বিয়োগ মাত্র আলোচিত হয়েছে এবং সেই আলোচনারীতিতে সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাপ খুব স্পষ্ট। এই সময়ে (১৮২০) রেভারেণ্ড জে. কিথ *বালকদিগের শিক্ষার্থে/স্পষ্ট প্রশ্নোত্তর ধারাতে/বঙ্গভাষার ব্যাকরণ* নামে একখানি ছোটো বাংলা ব্যাকরণ সংকলন করেন। বইটি প্রকাশিত হবার পর স্কুল বুক সোসাইটি এর ৫০০ কপি কিনে নেয়। সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক রিপোর্ট (১৮১৯-২০)-এ এই বই সম্পর্কে বলা হয় : a work which appears calculated to be useful and acceptable both to the native teachers of the Bengalee language and to their pupils (p. 3)। কিন্তু এ বইও প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণের অভাব মেটাতে পারে নি। কারণ এই বইটি একালের 'মেড ইজি' ধরনে প্রশ্নোত্তরের ধারায় লেখা এবং সেই প্রশ্নোত্তরের ধারায় বাংলা ভাষার বিশদ পরিচয় স্পষ্টভাবে ধরা পড়েনি। এইজন্য সোসাইটিকে তখন ভালো বিকল্পের সন্ধানে থাকতে হচ্ছিল। এই সময়ে ইংরেজ

ঔপনিবেশিকদের ইংরেজিতে লেখা অনেকগুলো বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়েছিল। রামমোহন রায়ও সেই ধারা অনুসরণ করে ইংরেজিতে Bengalee Grammar in the English Language (Unitarian Press, Calcutta, 1826) প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষায় বাংলা ব্যাকরণের অভাব লক্ষ করে স্কুল বুক সোসাইটি এবার রামমোহনকেই বাংলা ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ লিখতে অনুরোধ করল। রামমোহন এই অনুরোধ রক্ষা করে 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' রচনায় হাত দেন এবং ১৮৩৩ সালের এপ্রিল মাসে সোসাইটি বইটি প্রকাশ করে। প্রকাশিত হবার পর প্রায় দুই দশক ধরে বইটি বিভিন্ন বাংলা বিদ্যালয়ে, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় এবং হিন্দু কলেজের বাংলা শ্রেণির পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে বাংলা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বইয়ের ব্যবহার সংকুচিত হয়ে আসে। এর কারণ জানতে হলে বাংলা লেখ্য ভাষার মান্য আদর্শ সম্পর্কে সমকালীন বাঙালি সমাজের শিক্ষিত অংশের পরিবর্তমান মনোভাবও আনুষঙ্গিক ঘটনাবলির দিকে তাকাতে হবে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য বাংলা গদ্যে পাঠ্য বই ছাপানো শুরু (১৮০১) হওয়ার পর থেকেই বাংলা লেখ্য গদ্য সংস্কৃত-ঘনিষ্ঠতা ও আরবি-ফারসি মিশ্রণ—এই দ্বিমুখী প্রবণতার মধ্যে দোদুল্যমান ছিল। পরে বাঙালি সমাজের শিক্ষিতদের একাংশে বাংলা গদ্যচর্চায় সংস্কৃতানুগত্যের প্রবণতা বাড়তে থাকে। এঁদের অনেকেই ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে সমাজে বেশ প্রভাবশালী। এঁদের অনেকেই ইংরেজের দেওয়া 'রাজা' উপাধি পেয়ে ক্লাসিক্যাল যুগের হিন্দু রাজধর্মের অনুকরণ ও অনুসরণ করতে উৎসুক ছিলেন। ক্লাসিক্যাল যুগের হিন্দু রাজাদের মতোই তাঁরা সামাজিক আধিপত্যলাভের প্রয়াসী এবং রাজসভা, সভাপণ্ডিত, পুরোহিততন্ত্র, শাস্ত্র ও সংস্কৃতবিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষ উৎসাহী। এঁদেরই প্রভাবে তখনকার বাঙালি সমাজের শিক্ষিতদের একটা অংশ বাংলা লেখ্য গদ্যের মান্য আদর্শ খুঁজতে গিয়ে গদ্যের সংস্কৃতানুগত্যকে বরণীয় বলে মনে করছিলেন। সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত পাঠকদের চিঠিপত্রে এর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।[১] এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, এই সময়ে বাঙালি সমাজের মুসলমান অংশ কিন্তু ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে অংশ নেয় নি। মুসলমানদের প্রভাবশালী আশরাফ বা উচ্চবর্গীয় অংশ পলাশির যুদ্ধে ইংরেজের বিশ্বাসঘাতক আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের আগে ইংরেজদের কাছ থেকে কোনো সামাজিক সুযোগ-সুবিধা নিতে চায় নি, আর মুসলমানদের আতরাফ বা নিম্নবর্গীয় অংশ ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মতো আর্থসামাজিক অবস্থার অধিকারী ছিল না। সুতরাং এই সময়টা ছিল পুরোপুরি হিন্দু বাঙালিদের আধিপত্যের সময়। এই আধিপত্যপরায়ণদের মধ্যে আবার হিন্দুত্ববাদী তথা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রভাব খুব বেশি। তখনকার বাঙালি সমাজের এই হিন্দু-মুসলমান বিভাজন বা দ্বিভাজন সুচতুর ইংরেজ শাসকদের দৃষ্টি এড়ায় নি। ঔপনিবেশিক স্বার্থবোধ থেকে তারা স্বভাবতই কামনা করত বাঙালি সমাজে এই সাম্প্রদায়িক বিভাজন বা দ্বিভাজন নানা দিক থেকে আরও বেড়ে যাক, তাহলেই তাদের শোষণ-শাসন নিষ্কণ্টক হতে পারবে। আর এই কারণেই ...যত ১৮৩৮ সালে ইংরেজ সরকার ঘোষণা করল, এই সময় থেকে রাজভাষা তথা সরকারি ভাষা হবে ফারসির বদলে ইংরেজি এবং যেখানে বাংলার ব্যবহার হবে সেখানে সেই বাংলায় আরবি-ফারসি ভাষার উপাদান বর্জন করতে হবে। ইংরেজ সরকারের এই হুকুমনামার ফলে শিক্ষিত বাঙালিদের ব্রাহ্মণ্যবাদী অংশের খুব সুবিধা হল। তারা রাজ-আনুকূল্য লাভের আশায় বাংলা পড়া ও লেখার ভাষায় সংস্কৃতের আনুগত্য বাড়িয়ে দিল। এই কারণে উনিশ শতকের তিরিশের দশকের শেষ দিকে এবং চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে পরপর অনেকগুলো

বাংলা-ফারসি অভিধান প্রকাশিত হল, যেগুলির উদ্দেশ্য ফারসি শব্দের বাংলা অর্থ নির্দেশ বা তার বিপরীত ক্রমের বিন্যাস নয়, কোন্ ফারসি শব্দের জায়গায় কোন্ সমার্থক সংস্কৃত শব্দ বসাতে হবে তার বর্ণানুক্রমিক তালিকা তৈরি করা। ঠিক একই ভাবে সরকারি ও সরকারি আনুকূল্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের বাংলা শ্রেণিতে সংস্কৃতবহুল এবং সংস্কৃতানুযায়ী গদ্য লেখার শিক্ষা দেওয়া হতে লাগল। উনিশ শতকের চল্লিশের দশকের শুরু থেকেই এই সংস্কৃতানুসারী গদ্য লেখার নিয়ম-কানুন জানার জন্য একাধিক সাধুভাষার ব্যাকরণ প্রকাশিত হতে লাগল। বলা বাহুল্য এই পটভূমিকায় রামমোহনের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' বাংলা ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে পড়তে বাধ্য, কারণ রামমোহনের ব্যাকরণের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল বাংলা ভাষার সংস্কৃতনিরপেক্ষ নিজস্ব পরিচয়টি উদ্‌ঘাটন করা। ফলে সংস্কৃত-প্রভাবিত বাংলা ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্র থেকে রামমোহন অচিরেই নির্বাসিত হলেন, শূন্যস্থান পূরণ করল সংস্কৃতব্যবসায়ী পণ্ডিতদের মুগ্ধবোধাশ্রয়ী দুর্দান্ত সব সাধু ভাষার ব্যাকরণ। এমনকি উনিশ শতকের অনেক বিদ্যালয়ে বাংলা ব্যাকরণের ক্লাসে বিদ্যাসাগরের *সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা* (১৮৫১) পড়ানো হত। এই ব্যবস্থা বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাঁর জীবনের শেষ দিকে বাংলা শেখার পক্ষে উপযোগী নয় বলে মন্তব্য করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে গোটা উনিশ শতক ধরেই বাংলা ব্যাকরণের এই সংস্কৃতানুগামিতা প্রায় অব্যাহত ছিল এবং অত্যুক্তি না করেও বলা যায় যে বিংশ শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ সময়েও এই প্রবণতারই অল্পবিস্তর অনুবৃত্তি ঘটেছে। শুধু উনিশ শতকের শেষ দিকে কোনো কোনো ব্যাকরণ-প্রণেতা বাংলা ভাষা সম্পর্কে বিমস, হর্নলে প্রমুখ বিদেশি গবেষকদের গবেষণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং রিচার্ড হাইলি প্রমুখ জনপ্রিয় ইংরেজি ব্যাকরণ-প্রণেতাদের বিন্যাসপদ্ধতি আংশিকভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ওই সব ব্যাকরণে নিরপেক্ষ সত্যসন্ধানের বদলে নূতনত্বপ্রিয় অনুচিকীর্ষাই প্রাধান্য পাওয়ায় বাংলা ভাষার ব্যাকরণ হিসাবে সেগুলি সামগ্রিক পূর্ণাঙ্গতা পায় নি। তাছাড়া, স্কুলপাঠ্য বাংলা ব্যাকরণের সমসাময়িক বাজারেরও তো একটা পিছুটান তখন ছিল, যা পুরোপুরি উপেক্ষা করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না।

তবে এহ বাহ্য আগে কহ আর। বাংলা গদ্যচর্চার ক্ষেত্রে বাঙালির শিক্ষিত সমাজের এটাই একমাত্র বা সম্পূর্ণ চিত্র নয়, চিত্রের আরও একটা দিক আছে। তখনকার শিক্ষিত বাঙালি সমাজের প্রভাবশালী অংশে সংস্কৃতের প্রতি পক্ষপাত থাকলেও আর একটা অংশ (তা সে যত দুর্বল বা সংখ্যালঘু হোক) কিন্তু সংস্কৃত-প্রভাবের বাইরে থাকা বাংলা গদ্যের চলতি রূপটি বর্জন করতে পারেন নি। ১৮০২ সালে প্রকাশিত 'লিপিমালা' গ্রন্থে রামরাম বসু বাংলা গদ্যের এই রূপটিকে 'চলন ভাষা' নামে অভিহিত করেছিলেন। সাধু ভাষার ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তির মধ্যেও বাঙালি শিক্ষিত সমাজের এই অংশ এই 'চলন ভাষা'র ধারা ক্ষীণভাবে হলেও বজায় রেখেছিল। এই জন্য রামমোহনের (১৭৭৪-১৮৩৩) সাধু চালের *বেদান্ত গ্রন্থ* (১৮১৫) বা *পাষণ্ড পীড়ন* (১৮২৩) সত্ত্বেও তখন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭-১৮৪৮) চলতি চালের 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩) বা *নববাবু বিলাস* (১৮২৫) প্রকাশিত হয়েছে। এরপর বিদ্যাসাগরের হাতে সাধু গদ্য তার উৎকর্ষের চরম বিন্দুকে স্পর্শ করেছে, কারণ তিনিই এই গদ্যের মধ্যে একটা শৈল্পিক সৌষম্য ও ভাষিক ভারসাম্য আনতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর সমকালে যাঁরা তাঁর অনুকরণে সাধুগদ্যের অনুশীলন করেছিলেন তাঁরা তাঁর মতো সংস্কৃতজ্ঞ হলেও তাঁর মতো প্রতিভাবান ও সংবেদনশীল ছিলেন না (যথা : তারাশংকর তর্করত্ন ?-১৮৫৮)। ফলে তাঁর এই সব অক্ষম অনুকারকদের হাতে সাধু গদ্য ক্রমশ জীবনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং লিখিত প্রকাশমাধ্যম হিসাবে অযোগ্য হয়ে উঠতে

লাগল। এরই পাশাপাশি দেখা গেল শিক্ষিত সমাজের আর একটা অংশ স্ত্রীশিক্ষা ও শিশুশিক্ষার জন্য প্রকাশিত 'মাসিক পত্রিকা'র (১৮৫৪) বিভিন্ন রচনায়, নানা ধরনের সামাজিক নকশায় (যেমন, *হুতোম প্যাঁচার নকশা* ১৮৬২-৬৪), বিভিন্ন বাংলা নাটকের স্ত্রী ও ভদ্রেতর চরিত্রের সংলাপে (যেমন, *কুলীনকুলসর্বস্ব* ১৮৫৪) মোটের উপর পূর্বোক্ত 'চলন ভাষা'রই ব্যবহার করতে লাগল। এই সব রচনায় সাহিত্যিক সূক্ষ্মতা ও শৈল্পিক উৎকর্ষ হয়তো নেই, কিন্তু প্রকাশ-ক্ষমতার দিক থেকে এই সব রচনার ভাষা সাধু ভাষার চেয়ে কোনো অংশে দুর্বল নয়, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা সাধু ভাষার চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী। এদের এই শক্তির উৎস এদের স্পষ্টতা, স্বচ্ছতা ও অকুণ্ঠিত প্রত্যক্ষতা। এসব লক্ষ করে সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে লেখার ভাষা হিসাবে প্রচলিত সাধুভাষার প্রযোজ্যতা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উঠতে লাগল। ১৮৭৭ সালে শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি The Calcutta Review পত্রিকায় (vol Lxv, pp. 395-417) *Bengali, spoken and written* নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে প্রশ্ন তুললেন যে, কথ্য ভাষায় যদি সফলভাবে ভাববিনিময় করা যায় তাহলে লেখার কাজে কথ্য ভাষার ব্যবহার করা হবে না কেন? এই প্রসঙ্গে তিনি প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণগুলির সংস্কৃত ছাঁচ থেকে মুক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেছেন (p. 410)। ১২৮৫ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে শ্যামাচরণের রচনাটির প্রশংসা করেও শেষ পর্যন্ত বলেছেন 'অনেকস্থলে তিনি (শ্যামাচরণ) কিছু বেশী গিয়াছেন' এবং দুই চালের গদ্য ভাষার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করে বিধান দিয়েছেন :

> বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত।...সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী। কিন্তু যদি সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃত-বহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নিঃসংকোচে সে আশ্রয় লইবে। ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি।

বঙ্কিমের সমাধানসূত্র তখনকার সময়ে সাধু ও কথ্য রীতির প্রচলনের ব্যাপারে উত্থাপিত বিতর্কের 'টেনশন' অনেকখানি প্রশমিত করেছিল, কিন্তু বাংলা ভাষার লৌকিক ও নিজস্ব উপাদান সম্পর্কে তখনকার শিক্ষিত সমাজের একাংশের কৌতূহল আরও বেড়েই চলেছিল। প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণগুলিকে সংস্কৃত আদর্শের বন্ধন থেকে মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথাও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তখন উল্লিখিত হচ্ছিল। তবে এ সমস্তই ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা, তাই এইসব রচনার বক্তব্য শেষ পর্যন্ত কোনো সংগঠিত পরিণামের দিকে যেতে পারেনি। এই সময়েই 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' প্রতিষ্ঠা হয় (১৮৯৪)। এই প্রতিষ্ঠানের ন্যাসপত্রে দেখা যায়, এর অন্যতম উদ্দেশ্যঃ 'the compilation and publication of a Grammar and a Dictionary of the Bengali Language'।[২] কাজেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে এত দিন যে সব চিন্তাভাবনা ব্যক্তিগত স্তরে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করছিল পরিষদ তাকে প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা দান করল। ফলে বাংলা ভাষা ও তার ব্যাকরণ সম্পর্কে নানাবিধ (এবং ক্ষেত্রবিশেষে পরস্পর-বিরোধী) চিন্তাভাবনা এবার একটি সংগঠনের আশ্রয়ে প্রকাশিত হবার অবকাশ পেল এবং এর ফলে এক এক ধরনের চিন্তার ফলশ্রুতি হিসাবে এক একটি বিষয়ে বুদ্ধিজীবীদের অভিমত নির্দিষ্টভাবে সংগঠিত হবার সুযোগ উপস্থিত হল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)র 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' প্রবন্ধটির এখানেই বিশিষ্টতা। এই প্রবন্ধ তখনকার অন্যান্য অনেক বুদ্ধিজীবীর রচনার মতো বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত নিবন্ধ নয়। এই প্রবন্ধ রচিত হয়েছিল বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ে আলোচনার জন্য অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের

মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের সামনে পাঠ করার জন্য। পরিষদের কার্যবিবরণীতে এই অধিবেশনের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বিবরণ অনুসারে জানা যায় ১৩০৮ সালের ১১ শ্রাবণ তারিখে পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে হরপ্রসাদ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। সেদিনকার অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩) এবং সভায় প্রবন্ধের পক্ষে বিপক্ষে বক্তব্য রাখেন বীরেশ্বর পাঁড়ে (১৮৪২-১৯১১), চারুচন্দ্র ঘোষ (১৮৭৪-১৯৩৪), সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (১৮৭০-১৯২০), হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৮-১৯৪২), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯), যোগীন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৭-১৯২৭) এবং সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০-১৯২১)। হরপ্রসাদের প্রবন্ধটি পরে পরিষৎ-পত্রিকার অষ্টমভাগ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় (১৩০৮)। কিন্তু সমসাময়িক কালে প্রকাশিত অন্যান্য প্রবন্ধের সঙ্গে এই প্রবন্ধের চারিত্রিক তফাত আছে। অন্যান্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর তার বক্তব্য সম্পর্কে পাঠকদের প্রতিক্রিয়া ও অভিমত সাধারণত ধারাবাহিকভাবে সংগঠিত হয় না বা হলেও তা পরোক্ষভাবে হয়। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে প্রবন্ধটি প্রকাশের আগে সভাস্থলে পঠিত হওয়ায় একদিকে যেমন শ্রোতাদের মধ্যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে এবং শ্রোতারা সরাসরি পক্ষে বিপক্ষে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন, অন্যদিকে তেমনি কোনো কোনো শ্রোতা এরই সূত্র ধরে ভবিষ্যতে এই বিষয়ে আলাদা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর আরও অনেকে এর পক্ষে বিপক্ষে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখেছেন (হয়তো এঁদের কেউ কেউ হরপ্রসাদের প্রবন্ধ-পাঠের সভায় উপস্থিত ছিলেন না) এই জন্য বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাসে হরপ্রসাদের এই প্রবন্ধকে বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ের একটি বীজ-প্রবন্ধ বলে গণ্য করা যায়। সেদিনকার সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও প্রবন্ধটির এই বিশেষত্ব লক্ষ করে তাঁর অভিভাষণে বলেছিলেন : 'এ বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাত করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বড়ই উপকার করিলেন। তাঁহার নিকট আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ।'

দুই

এবার দেখা যাক হরপ্রসাদের এই বীজ-প্রবন্ধে বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কে কী কী চিন্তার বীজ নিহিত আছে:

১ ব্যুৎপত্তির দিক থেকে ইংরেজি Grammar শব্দের জায়গায় বাংলায় 'ব্যাকরণ' শব্দটির ব্যবহার অসংগতিপূর্ণ। কারণ 'সংস্কৃত ব্যাকরণ শব্দের অর্থ...ইটিমলজি—ডেরিভেশন। ... ইংরেজি গ্রামার কিন্তু সচরাচর পাঁচ ভাগে বিভক্ত—অর্থোগ্রাফি, ইটিমলজি, সিন্ট্যাক্স, পংচুয়েশন এবং প্রসডি, সময়ে সময়ে উহাতে figures of speech এবং composition-ও থাকে। ...ব্যাকরণ শুদ্ধ etymology মাত্র; সেই ব্যাকরণকে Grammar-এর লক্ষণে লক্ষিত করা উচিত কি না, সহজেই বোধ করা যাইতে পারে।'

২ 'বাঙ্গালা ব্যাকরণের প্রথমেই শব্দের উচ্চারণস্থান ও নিয়ম বলিয়া একটি অধ্যায় আছে; কিন্তু এ অধ্যায়ের কিছুই প্রয়োজন নাই।...সপ্তমবর্ষীয় বালকেরা শিক্ষকের শাণিত বেত্রাঘাতে এ অধ্যায়টি অতি কষ্টে মুখস্থ করে; কিন্তু ব্যাকরণের কোথায়ও ইহার একটাও প্রয়োগ পায় না।'

৩ বাংলায় পদের পরিচয় হিসাবে সংস্কৃত ব্যাকরণের 'অব্যয়' শব্দটির ব্যবহারে অসংগতি

আছে। সংস্কৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞা অনুসারে যেসব শব্দে লিঙ্গ ও বচনভেদে বিভক্তির কোনো 'ব্যয়' বা পরিবর্তন হয় না সেই সব শব্দকে অব্যয় বলে। এইসূত্র অনুসারে সংস্কৃতে বিভক্তিহীন শব্দ অব্যয়। কিন্তু বাংলা বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের পদবিচারে সংস্কৃতের পদবিচারের এই সূত্র প্রয়োগ করলে ভুল হবার সম্ভাবনা আছে। কারণ সংস্কৃতের সূত্র অনুসারে 'বাঙ্গলা ব্যাকরণকারেরা বলিলেন, অব্যয়ের উত্তর বিভক্তি হয় না। সুবুদ্ধি বালক যদি জিজ্ঞাসা করে 'রাম রাবণকে মারিলেন' 'কেশব আম খাইলেন' এ-সকল স্থলে 'রাম' 'কেশব' 'আম' কেন অব্যয় শব্দ হইবে না, তাহা হইলেই ব্যাকরণকারেরা অবাক।'

৪ কারক ও বিভক্তি : 'আমরা দুই চারিখান ব্যাকরণ দেখিয়াছি তাহাতে একেবারে বিভক্তির নাম নাই। মাঝে মাঝে আছে কর্তা কারকে অধিকরণ কারক হয়, যথা—'ছাগলে পাতা খায়' ; করণকারকেও অধিকরণ কারক হয় ; যথা 'ছুরিতে কাটে' 'মুখে খায়' ইত্যাদি। .... কারক ও বিভক্তিতে গোলযোগ করিয়া অনেক ব্যাকরণেই ছেলেদের মনে একটি ত্রাস জন্মাইয়া দেয়। কিন্তু যদি বিভক্তি ও কারক স্বতন্ত্র রাখিয়া তাহাদের কার্য লক্ষণ প্রয়োগ প্রভৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে দেখাইয়া দেওয়া যায়, কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তি হয়, কোন্ শব্দের যোগে কোন্ বিভক্তি হয়, কোন্ অর্থে কোন্ বিভক্তি হয়, এইগুলি ভালো করিয়া দেখাইয়া দিলে প্রণালী শুদ্ধরূপে বালকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।'

৫ সম্প্রদান কারক : 'অনেক প্রাকৃত ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক নাই, বাঙ্গালায়ও সম্প্রদান কারক নাই ; কিন্তু মুগ্ধবোধ-প্যাটেন্টই হউক, আর হাইলি-প্যাটেন্টই হউক, উভয় প্রকার ব্যাকরণেই সম্প্রদান কারকের অস্তিত্ব বজায় রাখা হইয়াছে।'

৬ সন্ধি : 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ খুলিলেই চতুর্থ বা পঞ্চম পত্রেই সন্ধি আরম্ভ— ...বাঙ্গালায় পদান্ত সন্ধি নাই, সুতরাং ব্যাকরণের প্রথমেই সন্ধি থাকা উচিত নহে।... কেহ কেহ বলিবেন, যদি ব্যাকরণের গোড়ায় সন্ধি না দাও, তাহা হইলে 'যদ্যপি' 'অদ্যাপি' 'অতএব' 'ইতস্ততঃ' ইত্যাদি স্থলে বালকে কিরূপে জানিবে যে এ স্থলে সন্ধি আছে। তাহার উত্তর এই যে এরূপ স্থলই ত অতি অল্প ; তার পর সেগুলি সন্ধিতে জমাট করা জিনিস সংস্কৃত হইতে পাইয়াছি এবং আমরা তাহাকে একপদ রূপেই ব্যবহার করিয়া থাকি। উহা ভাঙ্গিবার জন্য ইচ্ছাও হয় না, প্রবৃত্তিও হয় না, প্রয়োজনও নাই।...বাঙ্গালায় সমাস হইলে অনেক পদ একত্র করিয়া এক পদ হইলে সন্ধি হয়, একথা অনেকে স্বীকার করিয়াছেন। আমরা বলি সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্যত্র সমাসেও সন্ধি হয় না।...সুতরাং সন্ধি জিনিসটা খাঁটি বাঙ্গালা ব্যাকরণে একেবারেই দরকার নাই। সংস্কৃত হইতে যে সকল শব্দ আসিয়াছে, তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শব্দ বলিয়াই ব্যবহার করিব। যাঁহাদের তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রবৃত্তি হইবে, তাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ুন।'

৭ মিশ্রক্রিয়া : 'বাঙ্গালা ব্যাকরণকারদিগের অতি অদ্ভুত আবিষ্কার 'মিশ্রক্রিয়া'। তাঁহারা বলেন 'আহার করা' 'প্রচার করা' এ সকল মিশ্র ক্রিয়া, অর্থাৎ ক্রিয়ার খানিকটা বিশেষ্য ও খানিকটা ক্রিয়া ; দুইয়ে মিশিয়াছে বলিয়া উহার নাম মিশ্র ক্রিয়া। পাণিনির চৌদ্দ পুরুষেও এত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই।...এ সম্বন্ধে আরও একটি কথা আছে। 'আহার করিতেছেন' বা 'অন্ন আহার করিতেছেন' উহা ত সাধুভাষা বা কেতাবী ভাষা, আমরা কি সচরাচর এরূপ কথা বলিয়া থাকি?...আমাদের এমনই রোগ যে যাহা সচরাচর ব্যবহার

করি, তাহা লিখিতে চাই না।...উহাদের দ্বারা ভাষার ক্ষতি হইতেছে বই বৃদ্ধি হইতেছে না।'

তিন

এবার দেখা যাক হরপ্রসাদের চিন্তার বীজ পরবর্তী কালে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। আগেই বলা হয়েছে, প্রবন্ধটি সভায় পাঠ করার ফলে অনেক শ্রোতাই সভায় তাঁদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। অনেকে আবার প্রবন্ধটি পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর পক্ষে বিপক্ষে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বিপক্ষের বিশিষ্ট প্রবন্ধকার শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী (১৮৬২-১৯১৫?)। শরচ্চন্দ্র ১৩০৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'ভারতী' পত্রিকায় (পৃ ১৭২-১৯৬) প্রকাশিত তাঁর 'নূতন বাঙ্গালা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে হরপ্রসাদের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তবে সমকালীন পত্র-পত্রিকা পড়লে দেখা যায় হরপ্রসাদের প্রবন্ধটি সেকালের বিদ্বৎ সমাজে (একালের ভাষায় বুদ্ধিজীবী মহলে) ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের জগতে এর প্রভাব সামান্যই লক্ষ করা যায়। নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ (১৮৪০?-১৯৪১) বা তাঁর মতো আর যে দু-একজন তাঁদের ব্যাকরণে ব্যাকরণ রচনার এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করার চেষ্টা করেছেন স্কুল-শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁরা তেমন স্বীকৃতি লাভ করেননি।

এখন দেখা যাক, শাস্ত্রীর প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর শতাধিক কাল কেটে গিয়েছে, স্কুলপাঠ্য বাংলা ব্যাকরণের ক্ষেত্রে আমরা এখন কোথায় আছি এবং আলোচ্য ক্ষেত্রে হরপ্রসাদের চিন্তাবীজ এই একশো বছরে কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে।

১ ইংরেজি Grammar শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'ব্যাকরণ' শব্দটি ব্যবহারের ব্যাপারে শাস্ত্রী যে অসংগতি লক্ষ করেছিলেন এক শতাব্দীর ব্যবধানে এখন আর তাকে অসংগত বলে মনে করা হয় না। ইংরেজি 'গ্রামার' শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে বাংলায় 'ব্যাকরণ' শব্দটি এখন সুপ্রতিষ্ঠিত।

২ বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিরিখে বর্ণের উচ্চারণস্থান ও নিয়ম বর্ণনার অনুপযোগিতার কথা শাস্ত্রী উল্লেখ করেছিলেন। এখনকার স্কুলপাঠ্য কোনো কোনো বাংলা ব্যাকরণে এ বিষয়ে সংস্কৃতানুগত্য লক্ষ করা গেলেও বাংলা ভাষার নিজস্ব ধ্বনি ও উচ্চারণরীতির দিকে স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের সাম্প্রতিক পাঠ্যসূচিতে (২০০৪) বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে (২০০৩) বাংলা ধ্বনিমালা ও বর্ণমালার গরমিলের বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করার নির্দেশ আছে।

৩ বাংলা পদের পরিচয় হিসাবে সংস্কৃত 'অব্যয়' শব্দটির ব্যবহারে যে অসংগতির কথা শাস্ত্রী উল্লেখ করেছিলেন, গত একশো বছরেও স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণকারেরা সে দিকে দৃষ্টি দেন নি। 'অব্যয়' প্রসঙ্গটি গতানুগতিকভাবে বাংলা ব্যাকরণে আলোচিত হয়ে এসেছে। কিন্তু একশো বছর পর পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ২০০৩-০৪ সালে মাধ্যমিক শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণের যে নতুন পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করেছেন তাতে পদের পরিচয় হিসাবে 'অব্যয়' শব্দের ব্যবহার বর্জন করা হয়েছে :

> যে সব শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি হয় বাক্যের অর্থ প্রকাশের ব্যাপারে তাদের সকলেরই সক্রিয় ভূমিকা (function) থাকে। এই সক্রিয়তার ভিত্তিতেই ব্যাকরণে শব্দের শ্রেণিনাম দেওয়া হয়েছে : বিশেষ্য, সর্বনাম, ক্রিয়া, বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ। এই সঙ্গে সংস্কৃত ও সংস্কৃতানুসারী প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণে শব্দের আর একটি শ্রেণিনাম দেওয়া হয়েছে—'অব্যয়'। এই 'অব্যয়' শব্দটির মধ্য দিয়ে অর্থ

প্রকাশের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শব্দটির কাজের ধারা কী বা কেমন তা বোঝা যায় না। সংস্কৃত ব্যাকরণে বাক্যের যেসব শব্দের কোনো 'ব্যয়' বা রূপান্তর হয় না তাকেই 'অব্যয়' পদ বলা হয়। কাজেই 'অব্যয়' শব্দে সংশ্লিষ্ট শব্দের রূপের একটা পরিচয় পাওয়া গেলেও তার ক্রিয়াকর্মের পরিচয় পাওয়া যায় না। অথচ প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণে যেসব শব্দকে সচরাচর 'অব্যয়' বলা হয় প্রয়োগে তাদের সক্রিয়তা সুস্পষ্ট।...শব্দের অন্য শ্রেণিগুলির নামকরণে যখন তাদের রূপগত অবস্থানের বদলে ভূমিকাগত পরিচয়কেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তখন এদের গায়ে 'অব্যয়'-এর মতো একটি নির্জীব ও নিষ্ক্রিয় নামের ছাপ এঁকে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।...এই সব যুক্তির ভিত্তিতে শব্দ তথা পদের শ্রেণিবিভাগে 'অব্যয়'-এর ধারণা ও অন্তর্ভুক্তি বর্জন করা হল' (নতুন পাঠ্যক্রম ২০০৩, ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পৃ ২৫-২৭)।

এরই সূত্র ধরে নবম-দশম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণের নতুন পাঠ্যক্রমে (২০০৪) বলা হয়েছে :

সমাসের ক্ষেত্রে 'অব্যয়ীভাব' বাদ দেওয়া হল। কারণ বাংলায় এ ধরনের কোনো সমাসের চল নেই। সংস্কৃতে 'অব্যয়ীভাব' শব্দটির মূল অর্থ হচ্ছে 'যা আগে অব্যয় ছিল না তার অব্যয় হয়ে ওঠা।' সংস্কৃতে এমন কিছু শব্দ আছে যা আদিতে অব্যয় না হলেও সমাস হবার পর তা অব্যয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাংলায় এই সব সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দ চালু আছে, কিন্তু তাদের প্রয়োগ অব্যয়ের মতো নয়। প্রয়োগে কোথাও তা বিশেষ্য (যেমন, উপদ্বীপ, উপকথা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি), কোথাও বিশেষণ (অনুরূপ, অনুকূল, প্রতিকূল, নির্বিঘ্ন ইত্যাদি), কোথাও বা ক্রিয়াবিশেষণ (যথাসাধ্য, যথেষ্ট, যথাবিধি, আকণ্ঠ, আমরণ ইত্যাদি)। আবার এর অনেকগুলির গঠন বাংলা তৎপুরুষ ও বহুব্রীহির নিয়মেও দেখানো যায়' (পৃ. ২২-২৩)।

৪ বাংলা ব্যাকরণের কারক-বিভক্তির ক্ষেত্রে শাস্ত্রী যে অসংগতির কথা উল্লেখ করেছেন ব্যাকরণের পাঠ্য বইতে সেই অসংগতি অনেক দিন ধরে বহাল ছিল। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এইসব বইতে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে কারকের নাম উল্লেখ করে প্রথমা-দ্বিতীয়া ইত্যাদি ক্রমে বিভক্তি নির্দেশ করা হত। পরে (১৯৮৭) পাঠ্যক্রমে বিভক্তির সংখ্যাক্রমিক উল্লেখের বদলে শুধু বিভক্তির উল্লেখ করার কথা বলা হলেও নির্দেশের অস্পষ্টতার সুযোগে দুই পদ্ধতিই সমান্তরালভাবে চলতে থাকে। পর্ষদের নতুন পাঠ্যক্রমে (২০০৩, পৃ ১৭-১৮) এ সম্পর্কে অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অনুসর্গের বিষয়টি সম্পর্কেও স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৫ সম্প্রদান কারক : বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদান কারকের আলোচনা যুক্তিযুক্ত কিনা এ নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘ দিনের। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসরণ করে স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণকারেরা কারক পর্যায়ে অনেক দিন ধরেই সম্প্রদান কারকের আলোচনা করে এসেছেন, যদিও স্কুলপাঠ্য বাংলা ব্যাকরণের ধারা ভালোভাবে শুরু হবার অনেক আগেই রামমোহন তাঁর ইংরেজিতে লেখা বাংলা ব্যাকরণে (১৮২৬) বাংলায় সম্প্রদান কারকের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আলোচক বারবার এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। কিন্তু স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণকারেরা এইসব আলোচনা সম্পর্কে চরম ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) তাঁর 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এর বিভিন্ন সংস্করণে (১ম সং. ১৯৩৯ ;নবীন ১ম সংস্করণ ১৯৫৯, সংশোধিত সংস্করণ ১৯৬৮, সরল সংস্করণ ১৯৭২) কারক ও বিভক্তির প্রকৃতিবিচারে উত্তরোত্তর সংস্কারমুক্তির পরিচয় দিয়েছেন, এবং নবীন সংস্করণের ৯৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় স্পষ্টভাবে বলেছেন, "বস্তুতঃ বাঙ্গালাতে সম্প্রদান কারককে কর্মকারকের অন্তর্গত করিয়া দেখিলে ক্ষতি নাই, এবং তাহাই সমীচীন", কিন্তু তাঁর সমসাময়িক কালের আর এক প্রাজ্ঞ ব্যাকরণকার শ্যামাপদ চক্রবর্তী

(১৮৯৫-১৯৬৮) তাঁর 'সরল বাংলা ব্যাকরণ' (১ম সং ১৯৪৭, নূতন সং ১৯৫০)-এ বাংলায় সম্প্রদান কারক বিষয়ে আলোচনার সপক্ষে কিছুটা নৈতিক যুক্তি বিস্তারের চেষ্টা করেছেন (পৃ. ২১৫)। তাঁর মতে গৌণকর্ম ও সম্প্রদান কারকের মধ্যে মৌলিক তফাত আছে। গৌণকর্ম কর্মেরই প্রকারভেদ, কিন্তু সম্প্রদান কারকে যে দানের কথা বলা হয় তাতে "একটা মাহাত্ম্যবোধ, একটা পবিত্রতাবোধ আছে এবং ইহা পবিত্রতাবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত।" শ্যামাপদ চক্রবর্তীর এই নৈতিক সংস্কার অন্যান্য অনেক ব্যাকরণকারের মধ্যেও নিহিত ছিল। এই জন্য স্কুলপাঠ্য বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিমত দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সাম্প্রতিক পাঠ্যক্রম প্রকাশের (২০০৩-২০০৪) অব্যবহিত আগে (১৯৮৭) যে পাঠ্যক্রম প্রকাশ করা হয়েছিল সেখানে বলা হয়েছিল : 'কর্তা, কর্ম, করণ প্রভৃতি কারকের প্রচলিত ব্যাকরণসম্মত প্রকার ছাড়া অন্য শ্রেণী দেখাবার প্রয়োজন নেই'। এই নির্দেশে সম্প্রদান কারক থাকবে কিনা সে সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তাই 'কারকের প্রচলিত ব্যাকরণসম্মত প্রকার'—এই বাক্যাংশের মধ্যে যে অস্পষ্টতা ও অনির্দিষ্টতার ফাঁক আছে তারই সুযোগে এত দিন পর্যন্ত এক্ষেত্রে পুরোনো ও নতুন দুই রীতিই পাশাপাশি চলে এসেছে। কিন্তু পর্ষদের সাম্প্রতিক পাঠ্যক্রমের কারক পর্যায়ে নিমিত্ত কারক রেখে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে 'সম্প্রদান কারক বর্জনীয়'।

৬ সন্ধি : সন্ধির ব্যাপারেও বাংলা ব্যাকরণকারদের দুর্মর সংস্কৃতানুগত্য। কাজেই এক্ষেত্রেও স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণে হরপ্রসাদ ও তাঁর সমমনস্কদের অভিমত ব্যাপকভাবে উপেক্ষিত। তবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য প্রচারিত সাম্প্রতিক পাঠ্যক্রমে (২০০৩) হরপ্রসাদের অভিমতই প্রকারান্তরে প্রতিধ্বনিত :

> যেসব সন্ধিবদ্ধ তৎসম শব্দ বাংলায় প্রচলিত আছে, সেগুলির সন্ধির নিয়ম বাংলা ব্যাকরণে শেখাবার দরকার নেই। কারণ এইসব ক্ষেত্রে যে সন্ধি হয় তা সংস্কৃত ভাষার নিয়মে হয়, বাংলা ভাষার নিয়মে হয় না।...এসব ক্ষেত্রে তৎসম শব্দগুলিকে একক (unitary) শব্দ হিসাবে ধরে নিয়ে সন্ধিনিরপেক্ষভাবে পুরো বানানটাই শেখা বা শিখিয়ে দেওয়াই বেশি সুবিধাজনক। নতুন করে কোনো সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দ বানাবার দরকার হলে সন্ধি না করে সমস্যমান পদগুলিকে (হাইফেন দিয়ে বা না দিয়ে) আলাদা রাখাই ভাববিনিময়ের পক্ষে সুবিধাজনক (পৃ. ২৫)।

৭ মিশ্র ক্রিয়া : মিশ্র ক্রিয়ার ব্যাপারে হরপ্রসাদের যে আপত্তি তা আসলে সাধুভাষার কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে। উনিশ শতকের সাধু গদ্যের লেখকেরাই বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতঘনিষ্ঠ করার তাগিদে বাংলা ভাষার অনেক অ-তৎসম মৌলিক ক্রিয়াপদ বাদ দিয়ে তার বদলে মিশ্র ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন, কারণ এই ধরনের ক্রিয়াপদের প্রথম উপাদানটি একটি তৎসম বিশেষ্য শব্দ হওয়ায় এই ব্যবস্থা সংস্কৃতঘনিষ্ঠতার সহায়ক। বাংলা ভাষায় সাধু ক্রিয়াপদের এই কৃত্রিম প্রয়োগ ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেলেও একেবারে বন্ধ হয়নি। তাই ব্যাকরণে বাংলা ক্রিয়াপদের গঠন-বিচারে এই ধরনের বিশ্লেষণ বর্জন করা সম্ভব হয়নি। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সাম্প্রতিক পাঠক্রমেও এই ধরনের ধাতু/ক্রিয়াকে 'বহুপদ বা সংযোগমূলক' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরের এই পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় শাস্ত্রীর বীজ-প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায়। এরপর একশো বছর ধরে বাংলা ভাষা-সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে নানাভাবে তার অঙ্কুরোদ্গম ঘটেছে, কিন্তু স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের মতো ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নানা বিপরীতধর্মী

আবহাওয়ার প্রতিকূলতায় তা গভীরভাবে ফলপ্রসূ হতে পারে নি। একশো বছর পর একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় মূলত পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ (এখানে পরোক্ষ ভাবে হলেও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির কথাও উল্লেখ্য)- এর আনুকূল্যে স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের মতো ব্যবহারিক ক্ষেত্রে হরপ্রসাদের চিন্তার ফলন তাৎপর্যপূর্নভাবে শুরু হয়েছে। আসলে হরপ্রসাদের চিন্তায় বাংলা ভাষার পরিচয় উদ্‌ঘাটনে যে প্রয়োজনীয় বন্ধনমুক্তি ও যুক্তিনিষ্ঠ স্বাধীনতা অবলম্বনের অনুপ্রেরণা আছে তারই সূত্র ধরে স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের মতো ব্যবহারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এখন নানা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রসঙ্গের সূচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে বাংলা হরফের সরলীকরণ ও স্বচ্ছতাবিধান, বানানের সমতাবিধান, ব্যাকরণের স্বচ্ছতার পরিভাষা প্রবর্তন এবং ব্যাকরণে বহুকাল ধরে প্রচলিত বহু অপ্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের দ্বিধাহীন দূরীকরণ। সেই সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের কাছে বাংলা ভাষার সমস্ত ব্যবহারিক রূপ যাতে সামগ্রিকভাবে ফুটে ওঠে সেজন্য ব্যাকরণের নতুন পাঠ্যক্রমে ভাষা-উপভাষার সম্পর্ক বিষয়ে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানসম্মত নতুন ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ভাষার কথ্য রূপ ও লেখ্যরূপের নানা বৈচিত্র্যের দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে। এর ফলে সমস্ত স্তরের বাংলাভাষী মানুষের মধ্যে একটা সামগ্রিক ঐক্যবোধ সঞ্চারিত হবার পথ প্রশস্ত হবে। বাংলা ব্যাকরণের পাঠে এত দিন ধরে বাংলা ভাষার বৈচিত্র্য সম্পর্কে এই শিক্ষা দেওয়া হয় নি বলে বাংলাভাষী সমাজে ভাষার ভিত্তিতে নানা বৈষম্যবোধ ও আধিপত্যবাদ দেখা দিয়েছে। বাংলা ব্যাকরণের নতুন পাঠ্যক্রম এইসব ভাষাভিত্তিক বৈষম্যবোধ দূর করতে সাহায্য করবে। তবে নতুন পাঠ্যক্রমের এই সব প্রচেষ্টা সমাজের সকলেই নির্বিবাদে মেনে নিচ্ছেন না। ফলে হরপ্রসাদের প্রবন্ধ পঠিত ও প্রকাশিত হবার পর একশো বছর আগে বাংলা ভাষার নানা বিষয় নিয়ে যেমন বিতর্কের ঝড় উঠেছিল, একশো বছর পরেও এখন ভাষার বিষয়ে আবার সেইরকম ঝড় উঠছে। এ থেকেই বোঝা যায় বাংলা ব্যাকরণের বিষয়ে হরপ্রসাদের চিন্তার বীজ বন্ধ্যা নয় বরং একশো বছরের সুদীর্ঘ সময়-পরিধিতে তা ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়ে উঠেছে। তবে এখানেই এর শেষ নয়, তাঁর চিন্তার সূত্র ধরে ব্যাকরণ-সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা আগামী দিনে আরও শাখাবিস্তার করবে। আর এইখানেই হরপ্রসাদের এই বীজপ্রবন্ধটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

টীকা-নির্দেশ

১ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম খন্ড, পৃ ৫১;৬২-৬৩।

২ ১৩০৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর ' নতুন বাঙ্গালা ব্যাকরণ ' প্রবন্ধে জানা যায়, পরিষ প্রতিষ্ঠার 'কিছুদিন পরেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কতিপয় সভ্য লইয়া একটি শাখাসমিতি গঠিত হয়, উহার নাম ব্যাকরণসমিতি। উহা কার্য্য খাঁটী বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণয়ন'।

৩ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' প্রবন্ধের সমর্থনে পরে যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনা : রামেন্দ্রসুন্দ ত্রিবেদীর 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (১৩০৮ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত) এবং রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা ব্যাকরণ' (১৩০ সালের ২৪ অগ্রহায়ণ তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত)। এর বিরুদ্ধ রচনা : শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী 'নূতন বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৮সংখ্যায় প্রকাশিত) এবং সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের 'ভাষার সহিত ব্যাকরণের সম্ব (ভারতী, মাঘ ১৩০৮ সংখ্যায় প্রকাশিত)। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচনাটি ছাড়া অন্য তিনটি প্রবন্ধ ড. সরস্বতী মিশ্র-সম্পাদিত বিত *বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থে* (ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৮৭) সংকলিত হয়েছে।

৪ দ্রষ্টব্য *পক্ষ-বিপক্ষ*, পবিত্র সরকার, ৩১মে ২০০৪, এডুকেশনাল ফোরাম, কলকাতা ৭০০ ০১০।

পর্ষদ্ - নির্ধারিত পঠনীয়
বাগ্‌ধারা

(১) অহিনকুল সম্পর্ক
(২) অষ্টরম্ভা
(৩) আক্কেল-সেলামি
(৪) আকাশ থেকে পড়া
(৫) আঠারো মাসে বছর
(৬) আষাঢ়ে গল্প
(৭) আঁতে ঘা
(৮) ইঁচড়ে পাকা
(৯) উত্তম-মধ্যম
(১০) উভয় সঙ্কট
(১১) একাই একশো
(১২) ওজন বুঝে চলা
(১৩) মামাবাড়ির আবদার
(১৪) কড়ায়-গণ্ডায়
(১৫) কেউকেটা
(১৬) কেঁচেগণ্ডূষ
(১৭) গদাইলস্করি চাল
(১৮) ঘোড়ার ডিম
(১৯) চাঁদের হাট
(২০) চোখে চোখে রাখা
(২১) চুনোপুঁটি
(২২) ছেলের হাতের মোয়া
(২৩) জগা-খিচুড়ি
(২৪) জলের আলপনা
(২৫) টইটুম্বুর
(২৬) টনক নড়া
(২৭) ঠুঁটো জগন্নাথ
(২৮) ঠোঁট কাটা
(২৯) ডুমুরের ফুল
(৩০) ঢাকের বাঁয়া
(৩১) তাসের ঘর
(৩২) তীর্থের কাক
(৩৩) দু'মুখো সাপ
(৩৪) দু'নৌকায় পা দেওয়া
(৩৫) চক্ষুশূল
(৩৬) পাকা ধানে মই দেওয়া
(৩৭) চোখে সর্ষে ফুল দেখা
(৩৮) বালির বাঁধ
(৩৯) বুকের পাটা
(৪০) মান্ধাতার আমল
(৪১) বাপের বেটা
(৪২) গোড়ায় গলদ
(৪৩) মাটির মানুষ
(৪৪) মিছরির ছুরি
(৪৫) রাঘব বোয়াল
(৪৬) মুখের কথা
(৪৭) রফা নিষ্পত্তি
(৪৮) নয়নের মণি
(৪৯) হ-য-ব-র-ল
(৫০) হাতের পাঁচ

প্রথম ভাষা বাংলা সম্পর্কে কিছু প্রশ্নের উত্তর

[প্রথম ভাষা বাংলার নতুন পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষকশিক্ষিকা এবং অভিভাবক-অভিভাবিকাদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে নানা প্রশ্ন পর্ষদ্ কর্তৃপক্ষের কাছে আসে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে যথাসময়ে সেবিষয়ে উত্তরও দেওয়া হয়। তবে সেইসব প্রশ্নোত্তর অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবক-অভিভাবিকাদেরও কাজে লাগতে পারে এই বিবেচনায় এইসব প্রশ্নোত্তরের কিছু অংশ নির্দেশিকা হাতবইতে প্রকাশ করা হল।]

১। প্রশ্ন : 'পতিত হেরিয়া কাঁদে' কবিতাটি গৌরবিষয়ক পদ, না গৌরচন্দ্রিকা — কবিতাটি শ্রেণিকক্ষে পড়াবার সময় কীভাবে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হবে?

উত্তরঃ গৌরচন্দ্রিকা প্রসঙ্গটি একটি ভাববাদী আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। মাধ্যমিক স্তরে এই অধ্যাত্মতত্ত্বের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন। এই কারণে মূল পাঠ্যক্রমের পাঠ্যসূচিতে 'গৌরচন্দ্রিকা' শব্দটির উল্লেখ থাকলেও 'পাঠসংকলনে' তা বাদ দেওযা হয়েছে এবং কবিতার শিরোনাম হিসাবে শুধু 'পতিত হেরিয়া কাঁদে' বাক্যাংশটি ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই শ্রেণিকক্ষে কবিতাটি পড়াবার সময় সেটি গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ না গৌরচন্দ্রিকা — এ প্রশ্ন তোলার দরকার নেই। পড়াবার সময় কবিতাটিতে চৈতন্যদেবের যে সামাজিক সমদর্শিতা ও প্রেমময় ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল পরিচয় ফুটে উঠেছে শুধু তার কথাই ভালোভাবে বোঝাতে হবে, এবং সেই সঙ্গে ব্যাকরণের পাঠ্যক্রমে যে পদ্য উপভাষার কথা বলা হয়েছে তার কথা মাথায় রেখে কবিতাটির ভাষাবৈশিষ্ট্য ও তার গদ্য রূপান্তর সম্পর্কে সংক্ষেপে সহজ ভাষায় আলোচনা করতে হবে।

২। প্রশ্ন : বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্রের নাম নবকুমার, কিন্তু পাঠসংকলনে এই উপন্যাসের যে অংশ সংকলিত হয়েছে তাতে নবকুমার নামে কোনো চরিত্র নেই। সুতরাং সংকলিত রচনার 'সাগরসংগমে নবকুমার' নামকরণ কি সার্থক? — ছাত্রছাত্রীরা কী লিখবে?

উত্তর : নামকরণের সার্থকতা বিচার সাধারণভাবে একটি যুক্তিমূলক প্রশ্ন। এই ধরনের প্রশ্নে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ করে যুক্তির মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই আসল কথা। পাঠসংকলনের সংকলিত অংশে শুধু 'নবকুমার' কেন কোনো চরিত্রেরই নামোল্লেখ করা হয়নি। তবে সংকলনে বর্ণিত নৌযাত্রীদের মধ্যে 'একজন যুবা পুরুষ' ছিল, সংকলনে বর্ণিত ঘটনাবলিতে যার ভূমিকা অগ্রণী ও নেতৃসুলভ। লেখক বলেছেন নাবিকেরা তার ' পরামর্শে সম্মত হইয়া তদনুরূপ

আচরণ করিতে লাগিল।' সুতরাং রচনাংশে যুবা পুরুষটিই নায়ক এবং এই 'যুবা পুরুষ'কে লেখক একবার 'নব্য' এবং দুবার 'নব্যযাত্রী' রূপে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং সংকলনের সীমিত পরিসরে 'নব্য' 'যুবা' কে সাধারণ ভাবে 'নবকুমার' রূপে অভিহিত করলে তা অযৌক্তিক হয় না। এই যুক্তির যথার্থতা স্বীকার করলে নামকরণের সার্থকতা বিচারের জন্য উপন্যাসের অন্যান্য অংশের সাপেক্ষতা করতে হয় না। সুতরাং তথ্য ও যুক্তির বিচারে এই রচনাংশের নামকরণ সার্থক বলতে কোনো অসুবিধা নেই। তাছাড়া, আলাদাভাবে বলে না দিলে সাধারণভাবে এই স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জানার কথা নয় যে সংকলিত রচনাটি 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসের অন্তর্গত এবং এই উপন্যাসের নায়কের নাম 'নবকুমার'। সুতরাং ছাত্রছাত্রীরা যদি শুধু সংকলিত রচনাংশের বিষয়ে উপযুক্ত যুক্তি দিয়ে সংকলিত রচনাংশের নামকরণকে সার্থক বলে ঘোষণা করে তবে প্রাপ্তব্য নম্বর তাদের দিতেই হবে। কারণ যুক্তি র যাথার্থ্যই এখানে বিচার্য, অন্য কিছু নয়।

৩। প্রশ্ন ঃ বাংলা পাঠক্রমের ৩নং পৃষ্ঠায় লেখা আছে ঃ (ক) ভাবসম্প্রসারণ / (খ) ভাবার্থ / (গ) প্রতিবেদন রচনা / (ঘ) সভার কার্যবিবরণী রচনা — মান ১০। আবার ২১ নং পৃষ্ঠায় আছে ঃ প্রশ্নপত্রে (ক) ও (খ) - এর মধ্যে যে-কোনো একটির, এবং (গ) ও (ঘ) এর মধ্যে যে কোনো একটির উত্তর দেবার নির্দেশ থাকবে — এখানে পাঠ্যক্রমের দুই অংশের মধ্যে কি স্ববিরোধিতা নেই ?

উত্তরঃ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নম্বর-বিভাজনের দিকে লক্ষ রাখলে বোঝা যায় পাঠ্যক্রমে কোনো স্ববিরোধিতা নেই। পাঠ্যক্রমের ৩নং পৃষ্ঠার বিষয়টি ২১ নং পৃষ্ঠায় আরও স্পষ্ট করা হয়েছে। দ্রষ্টব্য প্রশ্নোত্তরের কাঠামো ও নম্বর- বিভাজন এবং নমুনা- প্রশ্নগুচ্ছ।

৪। প্রশ্ন ঃ প্রথম পত্রের প্রবন্ধ রচনার প্রশ্নে কি কোনো সংকেত থাকবে ? পাঠ্যক্রমের ২১ নং পৃষ্ঠায় যে নির্দেশ আছে ' প্রতি প্রবন্ধের শেষে অনুরূপ প্রবন্ধের একাধিক শিরোনাম দিতে হবে' — এর অর্থ কী?

উত্তরঃ প্রশ্নপত্রে প্রবন্ধরচনার জন্য কোনো সংকেতসূত্র থাকবে না। পাঠ্যক্রমের ২১ নং পৃষ্ঠায় প্রবন্ধরচনার শিরোনাম সম্পর্কে যে নির্দেশ আছে তার লক্ষ্যস্থল পাঠ্য বইয়ের গ্রন্থকার / প্রকাশক, শিক্ষার্থী বা পরীক্ষার্থী নয়।

৫। প্রশ্ন ঃ পাঠ্যক্রমের ২৪নং পৃষ্ঠায় যে ৫০ টি প্রচলিত বাগ্‌ধারা'র কথা বলা হয়েছে সেগুলি কোথায় প্রচলিত? এখানে 'প্রচলিত' বলতে কি পর্ষদের নির্মিতির পাঠ্যক্রমে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত (যা পুরোনো পাঠ্যক্রমেও ছিল এবং পুরোনো সহায়ক পাঠে যার তালিকা দেওযা ছিল) বাগ্‌ধারাগুলির কথাই বলা হয়েছে না বাঙালি সমাজে প্রচলিত যে-কোনো ৫০ টি বাগ্‌ধারার কথা বোঝানো হয়েছে?

উত্তরঃ এখানে 'প্রচলিত' বলতে পর্ষদের নির্মিতি অধ্যায়ের পাঠ্যক্রমে দীর্ঘদিন ধরে যে নির্বাচিত ৫০ টি বাগ্‌ধারার অনুশীলনের নির্দেশ প্রচলিত আছে সেগুলির কথাই বোঝানো হয়েছে। তবু কোনো স্তরে যাতে কোনো সংশয় ও বিভ্রান্তি না থাকে সেজন্য পর্ষদবার্তায় এবং ' বাংলা সহায়ক পাঠে' র পরবর্তী সংস্করণে ওই ৫০ টি প্রচলিত বাগ্‌ধারার তালিকা পুনর্মুদ্রিত হবে। [বর্তমান নির্দেশিকা - হাতবইয়ের ১২৫ নং পৃষ্ঠাতেও এই ৫০ টি বাগ্‌ধারা পুনর্মুদ্রিত হল।]

(৪)

আসে গুটি গুটি বৈয়াকরণ
ধূলি-ভরা দুটি লইয়া চরণ
চিহ্নিত করি রাজাস্তরণ
পবিত্র পদপঙ্কে ।
ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম,
বলি-অঙ্কিত শিথিল চর্ম,
প্রখরমূর্তি অগ্নিশর্ম
ছাত্র মরে আতঙ্কে।
কোনো দিকে কোনো লক্ষ না করে
পড়ি গেল শ্লোক বিকট হাঁ করে
মটর কড়াই মিশায়ে কাঁকরে
চিবাইল যেন দাঁতে ।
কেহ তার নাহি বুঝে আগুপিছু
সবে বসি থাকে মাথা করি নীচু ;
রাজা বলে, 'এঁরে দক্ষিণা কিছু
দাও দক্ষিণ হাতে '।

পুরস্কার : সোনার তরী।

ভাষা- শিক্ষক হিসাবে এমনটাই কি আমাদের কাম্য ?

Printed by : Dipti Prakashan, 94B, Dr. G. S. Bose Road, Kolkata - 700 039, Phone : 9830314911, 9433368938